বিলাত-ফেরত

[সামাজিক উপন্যাস]

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

MAJU PUBLIC LIBRARY
ESTD. 1902.
MAJU, HOWRAH.

দত্ত বো

২৯নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

আশ্বিন—১৩২৬।

মূল্য দেড় টাকা

Pub[illegible] by
J. N. [illegible]OSE
29, Durga Ch. Mitter St,
Calcutta.

All Rights Reserved to the Publisl

Printed by
Kul[illegible] Chandra Dey
Sha[illegible]raprachar Press
5, Chidqmmoodi Lan
Calcutta.

নিবেদন

ইহা প্রথমে 'গল্পলহরী'তে "বিপ্লা" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল; এক্ষণে "নিমাত-ক্ষেত্র" নাম লইয়া পুস্তকাকারে বাহির হইল।

পুনঃপ্রকাশকালে ইহার অনেক অংশই পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কোন কোন অংশ পরিত্যক্তও হইয়াছে।

গ্রন্থকার।

উপহার প্রদত্ত হইল

MAJU PUBLIC LIBRARY
Est. 1902
MAJU, HOWRAH.
৮৫৭৬

বিলাত-ফেরত

প্রথম পরিচ্ছেদ

নেউগী পাড়ার করালী চাটুজ্যের ছেলে পরেশ চাটুজ্যে বিলাত হইতে ডাক্তারী পরীক্ষার শেষ সার্টিফিকেট লইয়া যে দিন দেশে ফিরিল, সেদিন গ্রামে এমন একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল যে, রাজা রাজড়ার উপস্থিতিতেও এত হৈ চৈ ব্যাপার হয় কি না সন্দেহ। অনেকেরই পূর্ব্বরাত্রে সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, এমন সংবাদও পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের এত নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের মধ্যে কোট প্যাণ্টলুন-আঁটা বাঙ্গালী-সাহেবরূপী এক অদ্ভুত জীবের পরিবর্ত্তে, যখন ধুতি-চাদর-পরা চির-পরিচিত পরেশ চাটুজ্যে সহাস্যমুখে কৌতূহলপূর্ণ জনতার সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন সকলেরই দিকবলয়ব্যাপী প্রবল উৎসাহ, গভীর নৈরাশ্যে, ঘোর বিষাদে পরিণত হইল। তাহারা নিতান্ত হতাশ-চিত্তেই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং এই বিলাত-ফেরত যুবকের প্রতি গভীর অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল।

সুবিজ্ঞ হরিধন ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "ওহে, ছোকরা চালাক আছে। সাহেবী পোষাক পরে এলে যদি সমাজে গোলযোগ ঘটে, তাই ধুতি-চাদর পরে এসেছে।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "কিন্তু ধুতি-চাদর পরলেই তো বিলাত যাত্রার প্রায়শ্চিত্ত হ'লো না। এর রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। রঘুনন্দন স্পষ্টই লিখে গেছেন, "সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ।"

[illegible] মণ্ডল বলিল, "আচ্ছা বাবাঠাকুর, উনি যে মেম বিয়ে করেছিল, কৈ তেনাকে তো সঙ্গে নিয়ে এলো না।"

ঘোষাল মহাশয় তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "দূর বোকা চাষা, তাকে কি এখানে নিয়ে আসে ? আর সেই বা এ পাড়াগাঁয়ে আসবে কেন ?"

শ্রীমন্ত পাল জিজ্ঞাসা করিল, "তেনাকে তবে কোথায় রেখে এল ?"

ঘোষাল। কলকাতায় রেখে এসেছে।

সার্ব্বভৌম মহাশয় মস্তক সঞ্চালনে দীর্ঘ শিখা কম্পিত করিয়া বলিলেন, "আসল কথাটা কি জান, ছোকরা এমন ভাবে এসেছে, যাতে সহজে সমাজে ঢুকতে পারে। আরে বাপু, সেটী হচ্চে না। একি ম্লেচ্ছের সমাজ যে, যেখানে সেখানে গিয়ে, যা তা খেয়ে সমাজে চলে যাবে,—এ হিন্দু সমাজ।"

বৃদ্ধ বিশ্বনাথ আকুলি বিষাদ ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "ছি ছি, করালী চাটুজ্যের ছেলে হ'য়ে এমন কাজটা করলে!"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "ঘোর কলি। এ কালে ছেলেরা কি আর কিছু মানতে চায়! যা মনে আসে তারা তাই করে।"

হরিধন ঘোষাল বলিলেন, "শুধু ছেলের দোষ দাও কেন ? পিতার গুণ পুত্রে বর্ত্তে। করালীই বা কি সাধু পুরুষ ছিল। সে কি না করেছে, কি না খেয়েছে ?"

অতঃপর পুত্রকে ত্যাগ করিয়া সকলে পিতার দোষ-গুণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

করালী চাটুজ্যের যে বাস্তবিক কোন দোষ ছিল না এমন নয়, কিন্তু গুণ এত ছিল, যাহাতে সে সামান্য সামান্য দোষগুলির দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর না পাইয়া গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাঁহার অসামান্য গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল। করালীচরণের পৈতৃক

ভূসম্পত্তি এবং নগদ অর্থ এত ছিল যে, অনেক জমীদার তাঁহার সমান পাল্লা দিতে পারিত না। কিন্তু তাহার অধিকাংশই তিনি পরোপকারার্থে ব্যয় করিয়া মৃত্যুকালে কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ব্যতীত আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসবের আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু অতিথি অভ্যাগতের কোলাহলে বৃহৎ ভবন নিরন্তরই উৎসবময় হইয়া থাকিত। লোকের বিপদে, সে ব্রাহ্মণই হউক বা চণ্ডালই হউক, তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না, আপনার যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া লোককে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। জমিদার প্রজার উপর অত্যাচার করিত। দুর্ব্বল প্রজা করালীবাবুর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িত। করালীবাবু প্রজার পক্ষে মোকদ্দমা চালাইয়া অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার ভয়ে প্রবল দুর্ব্বলকে উৎপীড়িত করিতে সাহসী হইত না, জমিদার প্রজাকে ভয় করিয়া চলিত। জমিদারের সহিত মোকদ্দমায় তাঁহার অনেক নগদ সম্পত্তি ও ভূসম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়াছিল।

শুধু মামলা মোকদ্দমায় নহে, দানেও তাঁহার অনেক টাকা খরচ হইত। কখনও কোন প্রার্থী তাঁহার নিকট আসিয়া রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যায় নাই। গ্রামে অনেক দরিদ্র কৃষক ও ইতর লোকের বাস; তাহাদের মধ্যে কঠিন রোগ হইলে প্রায়ই বিনা চিকিৎসায় মারা যাইত। কিন্তু করালীবাবুর কাণে সংবাদ পৌঁছিলে তাহা হইতে পারিত না। তিনি ভাল ডাক্তার আনিয়া, ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া রোগীকে বাঁচাইবার জন্ত প্রাণপণ করিতেন।

একবার এক ডোমের ছেলের কলেরা হইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া করালীবাবু তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং রহিমপুর হইতে প্রবেশ ডাক্তারকে আনিবার জন্ত লোক পাঠাইয়া দিলেন। ডাক্তার মধ্যাহ্নে

সেই জন্ত রোগী দেখিতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। প্রেরিত লোক তাঁহ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিল। রোগীর অবস্থা তখন খুব শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। করালীবাবু অস্থিরচিত্তে স্বরূপগঞ্জের হেম ডাক্তারকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। হেমবাবু কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারের বেতনভোগী। সুতরাং করালীবাবুর আহ্বানে তিনি আসিলেন না; শরীর অসুস্থ, রাত্রিতে বিদেশে যাইবেন না ইত্যাদি ওজর করিয়া লোক ফিরাইয়া দিলেন।

মধ্যরাত্রিতে রোগী মারা গেল। পুত্রশোকাকুল মাতাপিতার করুণ চীৎকারে নৈশ-আকাশের বক্ষ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। করালীবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিলেন।

পরেশের বয়স তখন পনরো বৎসর। সে এণ্ট্রান্স ক্লাশে পড়িত। পরেশ ঘুমাইতেছিল। করালীবাবু তাহাকে ডাকিয়া তুলিলেন, এবং শোকরুদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেখাপড়া শিখে পাশ করে কি ক'রবে ভেবেছ?"

পরেশ বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিল। করালীবাবু বলিলেন, "ডাক্তারি শিখতে পারবে?"

বিনীতস্বরে পরেশ উত্তর করিল, "পারবো।"

করালীবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "ছোটখাট ডাক্তার নয়, খুব বড় ডাক্তার হতে হবে, আর দেশের এই সব লোকদের—যারা বিনা চিকিৎসায় মারা যায়—তাদের বাঁচাতে হবে।"

নম্র অথচ দৃঢ়স্বরে পরেশ বলিল, "যে আজ্ঞা।"

পরেশ এফ এ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিল।

শুধু মেডিকেল কলেজের বিদ্যায় পরেশের অদম্য শিক্ষা-লালসার পরিতৃপ্তি হইল না। এখানকার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সে বিলাত-

যাত্রায় ইচ্ছুক হইল। করালীবাবুও পুত্রের ইচ্ছায় বাধা দিলেন না, তিনি কোম্পানীর কাগজ বেচিয়া পাঁচ হাজার টাকা পুত্রের হাতে দিয়া বলিলেন, "বিলাত যাও, কিন্তু সাহেব সেজে যেন দেশে ফিরো না।"

পিতার পদধূলি মস্তকে লইয়া পরেশ বিলাত যাত্রা করিল, এবং দৃঢ় অধ্যবসায় প্রভাবে সেখানকার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল।

পিতা কিন্তু পুত্রের এই সাফল্য সন্দর্শন করিবার অবসর পাইলেন না। পরেশের পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্বে কালের আহ্বানে তিনি ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। সংবাদ পাইয়া পরেশ কাঁদিল, কিন্তু সঙ্কল্প হইতে পশ্চাৎপদ হইল না।

করালীবাবুর মৃত্যুতে গ্রামের অনেকেই কাঁদিয়া বলিল, "ইন্দ্রপাত হ'য়ে গেল।"

দুই চারিজন বিচক্ষণ ব্যক্তি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "দেশের একটা মাতাল ক'মে গেল।"

করালীবাবুর গুণ অনেক থাকিলেও দোষও কিছু কিছু ছিল। তিনি মদ্যপায়ী ছিলেন, জাতিবিচার বড় একটা করিতেন না, ইতর জাতির সংস্পর্শ দোষটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। ইহাতে সমাজের মধ্যে যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় আস্থাবান্, তাঁহারা করালী বাবুকে একটু বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখিতেন। মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও মনের ভিতর একটা রুদ্ধ রোষ আগ্নেয় গিরিগর্ভ-নিরুদ্ধ অগ্নিরাশির ন্যায় পোষণ করিতেন। ইহাঁদের মধ্যে হরিধন ঘোষাল, যাদব সার্ব্বভৌম, বিশ্বনাথ আকুলি প্রভৃতি প্রধান। ইহাঁরা করালী বাবুর নিকট অনেক যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিয়া পরেশের বিলাতযাত্রায় বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু করালীবাবু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। সার্ব্বভৌম মহাশয় শেষে ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই

দিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবাজি, তোমার এই একমাত্র পুত্র, পিণ্ডাধিকারী; এই পুত্র বিলাত যাত্রা করলে তোমার পিতৃপুরুষেরা এক গণ্ডুষ জল পাবেন না।"

উত্তরে করালীবাবু বলিয়াছিলেন, "পরেশ বিলাত হ'তে ফিরে যদি একটা মুমূর্ষু রোগীর মুখে একবিন্দু ঔষধ দিতে পারে, তবে সে ঔষধ বিন্দুতে আমার পিতৃপুরুষ অমৃতবিন্দু পানের তৃপ্তি অনুভব করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।"

অগত্যা সার্ব্বভৌম মহাশয় করালীচরণকে নাস্তিক, অর্ব্বাচীন প্রভৃতি আখ্যা দিয়া বিরত হইয়াছিলেন, এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ সমাজপতিগণের সহিত মিলিত হইয়া করালীবাবুর ধর্ম্ম ও সমাজের উপর এই গভীর উপেক্ষার প্রতিশোধ লইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু কালের শাসনে করালীবাবু যখন তাঁহাদের প্রতিশোধ-স্পৃহাকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করিয়া দিয়া, সমাজ-শাসনের অতীত দেশে চলিয়া গেলেন, তখন সমাজপতিগণ পিতৃঋণ পুত্রের নিকট হইতে শোধ লইবার সঙ্কল্প করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

করালী বাবুর বাড়ীখানা খুব বড়। বাহির মহল ও ভিতর মহল এই দুইভাগে বিভক্ত; কিন্তু এই দুইমহল বড় বাড়ীখানায় মাত্র দুইটী প্রাণী ঝটিকাবিধ্বস্ত বৃহৎ উদ্যানে দুইটী জীর্ণ বৃক্ষের মত স্তব্ধ শঙ্কিতচিত্তে বাস করিত। একজন পরেশের বিধবা পিসীমা তারাসুন্দরী, দ্বিতীয় বুড়া চাকর রামু গয়লা। পরেশের মা অনেক দিন পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তদবধি পিসীমাই সংসারে কর্ত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু এই কর্ত্রীর ভার লইয়া একদিন যে তাঁহাকে একা এত বড় বাড়ীখানা আগলাইয়া থাকিতে হইবে, ইহা কখনও ভাবেন নাই। ভ্রাতার মৃত্যুতে দাবদগ্ধ অরণ্যানীর ভীষণ স্তব্ধতা আসিয়া যখন বাড়ীখানাকে আচ্ছন্ন করিল, তখন এই স্তব্ধ নির্জ্জন বাড়ীতে বাস করিতে তারাসুন্দরীর নিশ্বাস যেন রোধ হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি এ স্থান হইতে পলাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতে উৎসুক হইলেন। কিন্তু রামু তাঁহাকে যাইতে দিল না; বুঝাইয়া বলিল, "তুমি যদি যাও, তবে কাজেই আমাকেও যেতে হবে। তা হ'লে ছোঁড়াটা ফিরে এসে কার কাছে দাঁড়াবে বল দেখি?"

অগত্যা তারাসুন্দরী ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া কোন রকমে তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

তারপর যখন সংবাদ আসিল, পরেশ ফিরিয়া আসিতেছে, তখন আশায় আনন্দে তারাসুন্দরীর হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা আতঙ্ক আসিয়াও দেখা দিল। তিনি প্রায় সকলের মুখেই শুনিয়া আসিতেছিলেন, পরেশ আর সে পরেশ

নাই, সে এখন পুরা দস্তর সাহেব হইয়া আসিতেছে। সে এখন দিন রাত হ্যাট কোট পরিবে, মুখে 'গ্যাড্ ম্যাড্' বুলি বলিবে, টেবিলে বসিয়া ছুরি কাঁটা ধরিয়া বিলাতি খানা খাইবে, যিশুখৃষ্ট ভজিবে এবং সকলকে ভজাইবে। চাই কি একটা মেমসাহেবকেও সঙ্গিনী করিয়া আনিতে পারে,—ইত্যাদি।

এই সকল শুনিয়া শুনিয়া তারাসুন্দরীর মনের ভিতর এমন একটা আশঙ্কা জন্মিল যে, তিনি কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। রামুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে রামু, কি হবে?"

রামু প্রবল উৎসাহ দেখাইয়া বলিল, "হবে আবার কি? তুমি বুড়োশিবের পূজোর জোগাড় করে রাখ। গোটা পাঁচেক টাকা দাও, হু'টো পাঁঠা কিনে আনি। ডাইনে বাঁয়ে পাঁঠা দিয়ে কালীর পুজো দিয়ে আসতে হবে।"

তারাসুন্দরী বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন, "তাতো হবে, কিন্তু পরেশ যদি সাহেব সেজে আসে?"

রামু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারাসুন্দরী ঈষৎ লজ্জিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসছিস যে?"

রামু হাস্যবেগ সম্বরণ করিয়া খানিকটা কাসিয়া বলিল, "তোমার কথা শুনে। হ্যাদে ছোড়দি, তুমি কি রকম মানুষ গা? সে সাহেব সেজেই আসুক, বা ফিরিঙ্গি সেজেই আসুক, আমাদের পরশা তো বটে।"

রামুর কথায় তারাসুন্দরী কতকটা আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু বুড়া বয়সে ধর্মটা খোয়াইতে হইবে কি না এ চিন্তাটুকু একেবারে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। রামু মিস্ত্রী লাগাইয়া বাড়ীর সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইল।

তারপর পরেশ চাদরের খুঁটটা মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে আসিয়া যখন পিসীমার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া পায়ের ধুলা লইল, তখন তারাসুন্দরী দুই হাতে পরেশের মাথাটা জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দের আতিশয্যে কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "পরেশ, তুই এলি রে বাপ!"

রামু আসিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিল, "কৈ, ছোড় দি, পূজোর জিনিষ পত্তর কোথায়?"

পরেশ তাহার দিকে ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি যে পূজো নিয়েই ব্যস্ত হ'লে কাকা, আমার সঙ্গে একটা কথা কইবার সময়ও যে তোমার নাই?"

রামু বলিল, "থাম্ থাম্, আগে পূজোগুলো পাঠিয়ে দিই, তারপর বসে দিন রাত তোর সঙ্গে কথা কইবো। কৈ গো ছোড় দি।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "এই যে দিই। আজ যদি দাদা থাকতেন রামু?"

রামু রাগিয়া চড়া গলায় উত্তর করিল, "থাক্‌তো থাকতো, নাই যখন—নাঃ, তোমাদের মেয়ে মানুষগুলোর জ্বালায়—"

কথা শেষ না করিয়াই রামু ছুটিয়া পলাইল। তারাসুন্দরী ডাকিয়া বলিলেন, "চললি যে রে রামু।"

রামু যাইতে যাইতে ধরা গলায় উত্তর দিল, "আসছি; দেখি মুটে বেটারা মোট ঘাটগুলো কোথায় ফেলছে।"

পরেশের চোখ দুইটা ছল ছল করিতে লাগিল।

আহারে বসিয়া পরেশ এক গ্রাস ভাত মুখে তুলিয়াই উৎফুল্ল স্বরে বলিল, "আঃ বাঁচলাম! এমন দেশেও মানুষ যায়, যেখানে ভাতের মুখ দেখবার যো নাই।"

তারাসুন্দরী কাছে বসিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে পরেশ, সেখানে কি খেতিস্ ?"

পরেশ বলিল, "ছাই পাঁশ কত কি। সত্যি পিসীমা, আমার সেগুলো ছাই ভস্ম ব'লেই মনে হতো। খেতে বসলেই দেশের ডাল-চচ্চড়ির কথা মনে পড়তো, আর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতো।"

শুনিয়া পিসীমার চোখ দুইটাও জলে ভরিয়া আসিল; জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে দেশে কি ভাত পাওয়া যায় না ?"

পরেশ বলিল, "পাওয়া যাবে না কেন, তবে সেখানে ভাত খাওয়ার তেমন চলন নাই। জাতটার এ দিকে সব ভাল, কিন্তু না জানে রাঁধতে, না জানে খেতে। শাকের ঘণ্টটা যে ফুরিয়ে গেল, আর একটু দাও পিসীমা।"

পিসীমা আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে বলিলেন, "ওমা, তুই আগে যে শাক পাতেও পাড়তিস্ না রে পরেশ ?"

সহাস্যে পরেশ বলিল, "তখন কি জানতাম্ পিসীমা, যে শাকের ঘণ্টটাও এমন দুর্লভ! অভাবেই জিনিষের মর্য্যাদা বোঝা যায়। আমি সেখানে বসে শাকের নামে একটা স্তব লিখেছি, তোমাকে শোনাব!—

হরিৎ বরণ পত্র বৃন্ত রসভরা
দশনে হইয়া পিষ্ট দাও সুধাধারা।"

পিসীমা হাসিতে হাসিতে উঠিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন।

অপরাহ্নে গ্রামের অনেকেই পরেশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। পরেশ তাহাদিগকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। তাহারা পরেশের উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিল, চাটুজ্যে মহাশয়ের অকালে পরলোক গমন জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া পরেশের পিতৃহীনতায়

আপনাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিল, বিলাতের অনেক আশ্চর্য্যজনক বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আপনাদের কৌতুহল চরিতার্থ করিতে লাগিল। পরেশ বিনয়-নম্রভাবে তাহাদের কথার উত্তর দিয়া সকলের যথাসম্ভব সম্মান রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইল। পরিশেষে হরিধন ঘোষাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হলে ভায়ার এখন কোথায় থাকা হবে? কলকাতায়, না পশ্চিমের কোন সহরে?"

পরেশ উত্তর করিল, "আপাততঃ তো এই গাঁয়েই।"

অতিমাত্র বিস্ময়ে ঘোষাল মহাশয়ের বাক্‌শক্তি যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক্ ভাবে অবস্থিতি করিয়া তিনি বিস্ময়প্লুত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বল কি ভায়া, এই গাঁয়ে?"

পরেশ মৃদু হাসিল। ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "এখানে থাকলে তোমার পোষাবে কি?"

সহাস্যে পরেশ বলিল, "যা পোষায়। মাসে বিশ পঁচিশ টাকা হবে না?"

গম্ভীর ভাবে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "কিন্তু তাতে তোমার কি হবে?"

পরেশ বলিল, "আমাদের মত গরীব গৃহস্থের পক্ষে তাই যথেষ্ট।"

ঘোষাল মহাশয়ের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "উত্তম সঙ্কল্প করেছ বাবাজি, আমাদেরও তিন ক্রোশের ভিতর বড় ডাক্তার নাই। একটা ভারি ব্যারাম হ'লে অকূল পাথারে পড়তে হয়। তুমি কাছে থাকলে আমরা এক রকম নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।"

পরেশ সবিনয়ে বলিল, "আশীর্ব্বাদ করুন, আপনাদের সেবাতেই যেন আমার শিক্ষার সার্থকতা হয়।"

উৎফুল্ল কণ্ঠে সার্ব্বভৌম বলিলেন, "পিতার উপযুক্ত পুত্র। আহা,

করালী ভায়া প্রায়ই বলতো, সার্বভোম দাদা, ছেলেটিকে মানুষ করা ছাড়া আমার আর অন্য আশা নাই। আহা, আজ যদি ভায়া থাকতো, তবে কি আনন্দই হতো! গোবিন্দ হে, তুমিই সত্য।"

গভীর হুঙ্কার সহকারে সশব্দ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় শোকাবেগে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পিতার নামে পরেশের চক্ষুও সজল হইয়া আসিল। স্কন্ধস্থ গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা শুষ্কচক্ষু মার্জ্জনা করিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "অদৃষ্ট, অদৃষ্ট! আর এমন মন্দ অদৃষ্টই বা কি, এমন সুপুত্র রেখে স্বর্গে গেছে। 'পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।' এমন পুত্র রেখে যেতে পারলে তো হয়।"

পরেশ একখানা কাগজ লইয়া নীরবে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "কিন্তু বাবাজি, তোমার কর্ত্তব্য এখনো বাকী আছে। তুমি বিদেশস্থ থাকায় ভায়ার শুধু পিণ্ডদান কার্য্যই হয়ে রয়েছে। তোমার উচিত, বৃষোৎসর্গ করে পিতার প্রেতত্ব বিমুক্ত করা। কি বল হে ঘোষাল?"

ঘোষাল মহাশয় মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "অবশ্য কর্ত্তব্য।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তার সময়ও এখনো অতীত হয় নি। 'আদ্যশ্রাদ্ধে ত্রিপক্ষে বা ষষ্ঠে মাসি চ বৎসরে।' ত্রিপক্ষও অতীত হয়ে গিয়েছে, এখন ষষ্ঠ মাসেই বৃষোৎসর্গের আয়োজন কর।"

পরেশ সবিনয়ে উত্তর করিল, "যে আজ্ঞা।"

অতঃপর হিসাব করিয়া দেখা গেল, পঞ্চম মাস অতীত হইয়া ষষ্ঠ মাসই চলিতেছে; সুতরাং এই মাসের মধ্যেই কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইবে। সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পরেশকে যে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইবে না, সার্ব্বভৌম ও ঘোষাল মহাশয় প্রভৃতি আত্মীয়গণ সমবেত

হইয়া অনায়াসেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন এরূপ আশ্বাসও দিলেন। পরে আরও নানা কথায় পরেশের সহিত আপনাদের আত্মীয়তার প্রগাঢ়তা জ্ঞাপন করিয়া সকলে একে একে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরেশের একটা আশঙ্কা ছিল যে, সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিবে না। কিন্তু আজি সার্ব্বভৌম ও ঘোষাল মহাশয়ের কথায় তাহার সে আশঙ্কা অনেকটা দুরীভূত হইল। তাহার বিলাতযাত্রারূপ অপরাধটা সমাজ যে এত সহজে ক্ষমা করিবে ইহা সে কখনও ভাবে নাই। এই সঙ্কীর্ণতার জন্য হিন্দু সমাজের উপর তাহার মনে যে একটু অশ্রদ্ধার ভাব ছিল, তাহা সম্পূর্ণ দুরীভূত হইল। সে প্রফুল্লচিত্তে উঠিয়া গিয়া পিসীমাকে এই সুসংবাদ প্রদান করিল।

এদিকে যাহারা এই বিলাত-প্রত্যাগত যুবকের সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত হইতে সাহসী হয় নাই, তাহারা সার্ব্বভৌম ও ঘোষাল মহাশয়ের নিকট গিয়া এই যুবকের হাল-চাল ও রীতি-নীতির কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাঁহারা এই সকল জিজ্ঞাসার উত্তরে তাচ্ছীল্যসূচক হাসি হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখবো আর কি, বিলেত থেকে এসেছে, সাহেবী মেজাজ। তবে সমাজের ভয়টুকুও তো আছে, তাই একটু নরম। শুনলাম বুড়ী পিসী আসন পেতে ভাত দেওয়ায় তাকে এই মারে তো এই মারে। পাতে শাক দেখে বলে, এসব বুনো ঘাস তো গরু ছাগলেই খায়। ওর ইচ্ছা আজই বাবুর্চ্চি রাখে। বুড়ীটাই অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে রেখেছে যে, আগে সমাজে চল হয়ে যাক্, তার পর যা মনে আছে তাই করবে।"

শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ ছি ছি করিতে লাগিল। ঘোষাল মহাশয় তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাপের বৃষোৎসর্গ করবে যে হে, তোমাদের লুচি মোণ্ডা খাওয়াবে।

শ্রোতৃবৃন্দ ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "এমন লুচি মোণ্ডায় আমরা—ক'রে দিই। আমাদের শাকভাতই ভাল।"

ঘোষাল মহাশয় তখন তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, এখন এ সকল কথার আন্দোলনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।' ছোঁড়া অনেক মিনতি, অনেক অনুনয় বিনয় করেছে বটে, কিন্তু সমাজ ধর্ম্ম তো ত্যাগ করা যায় না। দেখা যাক্, যদি রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করে, হিন্দু আচরণে চলে, তখন যা হয় করা যাবে।"

এই কথা লইয়া সাধারণের মধ্যে একটা মৃদু আন্দোলন চলিতে লাগিল। কিন্তু সে আন্দোলনের কোন কথা পরেশের কাণে গেল না। পরেশ মহোৎসাহে কলিকাতা হইতে ঔষধপত্র ও ডাক্তারীর সাজ-সরঞ্জাম আনাইয়া ডাক্তারখানা স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতা হইতে ঔষধপত্র ও ডাক্তারখানার অন্যান্য সরঞ্জাম আনীত ও ডাক্তারখানা স্থাপিত হইল। প্রত্যহ দলে দলে রোগীর সমাগম হইতে লাগিল। কিন্তু রোগীর সমাগমের ন্যায় অর্থাগম হইল না। তবে এই উপলক্ষে গ্রামের অনেকেই পরেশের সহিত নূতন নূতন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়া লইল। পরেশ নিয়ম করিল, গ্রামে ভিজিট লইবে না। ইহার ফলে, কারণে অকারণে রোগীর বাটী যাতায়াতে যখন পরেশের আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, তখন সে আপনার ভুল বুঝিতে পারিল। ভুল বুঝিলেও কিন্তু সে নিয়মের অন্যথা করিল না। অত্যধিক পরিশ্রমে যখন নিতান্ত ক্লান্তি ও অবসাদ আসিত, তখন সে ডাক্তারখানার সম্মুখের দেওয়ালে প্রলম্বিত পিতার তৈলচিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সজল দৃষ্টিতে চিত্রের দিকে চাহিয়া থাকিত। চাহিতে চাহিতে অন্তরে এক অব্যক্ত উন্মাদনা অনুভব করিয়া অবসাদগ্রস্ত প্রাণকে নবীন সঞ্জীবনী-শক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিত।

এই অতিরিক্ত পরিশ্রমে পরেশের নিজের কোন আপত্তি না থাকিলেও রামুর কিন্তু যথেষ্ট আপত্তি ছিল। শুধু যে পরিশ্রমের উপযুক্ত অর্থাগমের অভাবই রামুর আপত্তির কারণ তাহা নহে, এতটা উপকারের প্রতিফলে অনেকে যখন সুখ্যাতির পরিবর্ত্তে পরেশের অখ্যাতি ঘোষণা করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হইত না, তখন এই অকৃতজ্ঞ লোকগুলার ব্যবহারে রামু নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিত; তাহার ইচ্ছা হইত, পরেশকে বলিয়া ঔষধের পরিবর্ত্তে শেঁকো বিষ দিয়া এই লোকগুলাকে

সদ্য সদ্য যমালয়ে প্রেরণ করে। তাহাতে সংসারে অকৃতজ্ঞতার ভার অনেকটা লঘু হইয়া আসিবে। আবার এই দুর্ণামের প্রচারক লোক-গুলাই যখন বিনামূল্যে ঔষধ প্রাপ্তির আশায় শিশি হাতে ডাক্তারখানায় গিয়া জাকিয়া বসিত, তখন বিশেষ প্রয়োজনেও রামু ডাক্তারখানার দিকে যাইতে পারিত না।

তা লোকগুলারও বিশেষ কোন দোষ ছিল না; সার্ব্বভৌম ও ঘোষাল মহাশয়ের ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, পরেশ চাটুজ্যে ডাক্তারের মধ্যেই গণ্য নহে। সে বিলাত গিয়াছিল শুধু খানা খাওয়া এবং সাহেবিয়ানা শিক্ষা করিতে; ডাক্তারীর 'ডও' সে জানে না। ইহার প্রমাণ, কোনও বিলাতফেরত ডাক্তার কোম্পা-নীর মোটা মাহিনার চাকরী ছাড়িয়া এমন একটা পল্লীগ্রামে আসিয়া বসে না এবং এরূপ বিনা ভিজিটে দিনে সাতবার রোগীর বাটীতে যাতায়াত করে না, বা একঘণ্টাকাল রোগীর পাশে বসিয়া তাহার ভাতের হাঁড়ির পর্য্যন্ত সংবাদ লইতে চাহে না। তাহাদের সময়ের মূল্য কত, একবার রোগীর নাড়ী টিপিলে একখানি নোট চাই। পরেশের ডাক্তারি সম্পূর্ণ মিথ্যা, উহার অপেক্ষা হীরু ডাক্তার লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ। তবে যে পরেশ এখন বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেছে, তাহার মধ্যে উহার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। "শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ, সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।" ও এখন হাজার খুন করিয়া ডাক্তার হইতে চায়,—ইত্যাদি।

কেহ যদি ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিত যে, পরেশ ভাল ডাক্তার না হইলে তাহার ঔষধে রোগী আরোগ্য হইতেছে কেন, তাহা হইলে সার্ব্বভৌম মহাশয় সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইয়া বলিতেন "কে কি জান, রোগের শেষ আর ঋণের শেষ। রোগের ভোগকাল শেষ হলে এলে দূর্ব্বার শিকড়েও ভাল হয়; এমন কি হর্তুকী ভিজান জল

খেয়েও রোগী ভাল হয়েছে। ও কি বিনা পয়সায় দামী ঔষধ দেয় নাকি? রাধেকৃষ্ণ! বস্তা বস্তা হর্ত্তুকী এনে রেখেছে। তাই ভিজিয়ে রাখে, আর সেই জল শিশি ভরে দেয়। হরিতকীর গুণ তো জান না, 'হরিতকীং ভুঙ্‌ক্ষ রাজন্‌' বুঝলে। রোগ একটু কঠিন হ'লে বিলাতী মদ দেয়। দেখতে পাওনা, ওর ওষুধে কেমন একটা বিশ্রী ঝাঁজ। মদ না হ'লে ওষুধের এত ঝাঁজ হয়? আমাদের হীরু ডাক্তারের ওষুধে এত ঝাঁজ আছে?"

এ কথাটা কেহ অস্বীকার করিতে পারিল না। তবে তাহাদের ধারণা ছিল, হীরু ডাক্তারের ঔষধ বহুকালের পচা বলিয়াই তাহাতে ঝাঁজ থাকে না। কিন্তু এখন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কথায় তাহাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হইল, এবং ঔষধ নামে বিলাতী মদ খাওয়াইয়া পরেশ যে সকলের জাতিনাশ করিতেছে ইহাতে ভীত হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে পরেশের ডাক্তারী বিদ্যায় অজ্ঞতা সম্বন্ধেও কাহারও সন্দেহ রহিল না; তাহারা নানারূপে আপনাদের এই সন্দিগ্ধ ভাব প্রকাশ করিয়া ডাক্তারিতে পরেশের অনভিজ্ঞতা প্রচার করিতে থাকিল।

তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পরেশের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেও তাহার সাহায্য গ্রহণে কেহই বিরত হইল না। অধিক কি, এমন দিন যাইত না, যে দিন প্রভাতে সার্ব্বভৌম মহাশয় সর্ব্বাগ্রে আসিয়া ডাক্তারখানায় চাপিয়া না বসিতেন, এবং পরেশের ও তদীয় ঔষধের গুণ বর্ণনা করিয়া পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী, স্ত্রী কন্যা প্রভৃতির জন্য শিশি ভরিয়া ঔষধ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন না। তাঁহাকে ঔষধ লইয়া যাইতে দেখিয়া পথে কোন স্পষ্টভাষী ব্যক্তি যদি পরেশের এই দূষিত ঔষধ গ্রহণের জন্য তাঁহার কৈফিয়ৎ চাহিত, তবে সার্ব্বভৌম বেশ হাসিতে হাসিতে কৈফিয়ৎ দিতেন, "কি জান, ঠগ্‌

বাছতে গাঁ উজোড়। গ্রামশুদ্ধ সকলেই যখন খাচ্চে, তখন আমি একাই না খেয়ে কি করি বল। আর আমাদের শাস্ত্রেও তো আছে—'ঔষধার্থে সুরাপানং।' বাড়ীতে নিত্য অসুখ লেগেই আছে। হীরু ডাক্তারের ওষুধ ভাল বটে, কিন্তু বেটা চামার; একশিশি ওষুধ দিলেই আটগণ্ডা পয়সা চেয়ে বসবে। গরীব ব্রাহ্মণ, রোজ এত পয়সা পাই কোথায় বল! বুঝেছ কি না, যে দিন কাল পড়েছে।"

ইহাতে রামু কিন্তু ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। সে একদিন স্পষ্ট করিয়া পরেশকে জানাইয়া দিল যে, কর্ত্তার পয়সাগুলা এরূপে জলে ফেলিয়া দেওয়া সে দেখিতে পারিবে না। যাহাদের সংস্থান নাই, যাহারা গরীব, তাহারা বিনা মূল্যে ঔষধ লইয়া যাউক, কিন্তু গ্রামশুদ্ধ লোক যে নিত্য এই কাণ্ড করিবে, ইহা সম্পূর্ণ অসহ্য।

পরেশ তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, অপাতত ইহা বিতরণ ব্যাপার হইলেও ইহার ভিতরে গূঢ় অভিসন্ধি আছে। বিনা পয়সায় ঔষধ বিলাইয়া পশার করিয়া লওয়াই তাহার উদ্দেশ্য! পশার হইয়া গেলে সে এই পয়সা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিবে, তখন এক দাগ ঔষধের দাম এক একটা টাকা দিতে হইবে। প্রত্যেক বড় ডাক্তারকেই প্রথমে এইরূপ বিতরণ কার্য্য করিতে হয়।

রামু ইহাতে কতকটা আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু পরেশের কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না। সে ছোড়দির নিকট এ সম্বন্ধে কয়েকবার অভিযোগ করিল, কিন্তু তারাসুন্দরী ইহাতে তেমন কাণ দিলেন না। তিনি তখন বধুকে গৃহে আনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তারাসুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন, "বৌমাকে আনবি না রে পরেশ?"

মৃদু হাসিয়া পরেশ উত্তর করিল, "তা তুমি বললেই আনতে যাই পিসীমা।"

তারাসুন্দরী একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "তুই আনতে যাবি কেন বাপ, আমি তার ব্যবস্থা কচ্চি।"

তারাসুন্দরী সেই দিনই রামুকে বধূর পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। পিত্রালয় অধিক দূরে নহে, নেউগী পাড়ার পাশেই সেন-পুরে। উভয় গ্রামের মধ্যে ব্যবধান অত্যল্প; এক গ্রাম বলিলেই হয়। রামুকে পাঠাইয়া দিয়া তারাসুন্দরী বধূর আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বধূ কিন্তু আসিল না, রামু একা ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিল। বধূর খুড়া গোবিন্দ আকুলী বলিয়া দিয়াছিল, "পাঁচজনের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ না ক'রে বিলাত ফেরতের ঘরে মেয়ে পাঠাতে পারি না।"

শুনিয়া তারাসুন্দরী গোবিন্দ আকুলীকে গালাগালি করিতে লাগিলেন, এবং পরেশকে বুঝাইয়া দিলেন, এই বুড়া গোবিন্দ আকুলীর মত দুষ্টলোক ভূভারতে নাই। কিন্তু তিনিও করালী চাটুজ্যের ভগ্নী। বুড়া যদি এই মাসের মধ্যে মেয়ে না পাঠায়, তবে তিনি আগামী মাসেই পরেশের অন্যত্র বিবাহ দিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পিতা জীবিত থাকিতেই পরেশের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, এবং সে বিবাহটাও অতর্কিতরূপেই সম্পন্ন হইয়াছিল। পরেশ তখন মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িত। গ্রীষ্মাবকাশে সে বাড়ী আসিয়াছিল। এই সময়ে নেউগীপাড়ার পার্শ্ববর্ত্তী সেনপুর গ্রামে শ্রীপতি আকুলীর কন্যা অনুপমার বিবাহের উদ্যোগ হয়। দুই তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামে বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। মেয়ে দেখিতে তেমন সুন্দরী নয় বলিয়া বরের বাপ বেশ চড়া দরই হাঁকিয়াছিলেন। শ্রীপতি আকুলী অগত্যা সেই চড়া দরই শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া কন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। নেউগী পাড়া ও সেনপুর এক-লাগাও গ্রাম বলিয়া নেউগী পাড়ার অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ এই বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। করালীবাবুও বিবাহস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

যথা সময়ে বরযাত্রী সমভিব্যাহারে বর আসিয়া পৌঁছিল। কন্যাপক্ষীয়েরা তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। কিন্তু হঠাৎ বরাযাত্রীদের জল খাওয়া লইয়া একটা গোলযোগ বাধিল। দুই তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসায় অনেকেরই জল খাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। কন্যা-পক্ষীয়েরা ঘড়ায় জল ও হাঁড়িতে মিষ্টান্ন আনিয়া বাহিরেই তাঁহাদের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিল। ইহাতে বরযাত্রীরা কিন্তু আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞানে কোলাহল করিয়া উঠিলেন, এবং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কন্যাকর্ত্তার বাড়ী পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীপতি আকুলীর ভাই গোবিন্দ আকুলী একটু চড়া মেজাজের

লোক, তিনি রাগিয়া বরযাত্রীদের দুই কথা শুনাইয়া দিলেন। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। বরযাত্রীরা একযোগে সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

বরযাত্রীদের অপমানে বরের বাপও আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিলেন এবং আত্মীয় স্বজন সকলকে ছাড়িয়া, তিনি এরূপ অভদ্র গৃহে পুত্রের বিবাহ দিতে রাজি হইলেন না। তিনিও বরের হাত ধরিয়া উঠাইয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। কন্যাপক্ষীয়েরা প্রমাদ গণিল। তাহারা বরের বাপের হাত ধরিয়া মিনতির সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। বরের বাপ কিন্তু ক্ষমা করিলেন না; অনেক কাকুতি মিনতিতে বাধ্য হইয়া শেষে তিনি মত প্রকাশ করিলেন যে, বরপণ সাতশত টাকা স্থিরীকৃত হইয়াছিল; যদি দণ্ড স্বরূপ আর দুই শত টাকা দেওয়া হয়, এবং বরযাত্রীদের প্রত্যেকের হাতে পায়ে ধরিয়া ফিরাইয়া আনা হয়, তাহা হইলে তিনি এ স্থলে পুত্রের বিবাহ দিতে পারেন।

শ্রীপতি আকুলী ঘর বাড়ী বন্ধক দিয়া সাতশত টাকা যোগাড় করিয়াছিলেন, সুতরাং এই রাত্রে পুনরায় দুইশত টাকার যোগাড় সম্পূর্ণ অসম্ভব। কন্যাপক্ষীয়েরা তখন বরের বাপকে অনেক বুঝাইল, জোর করিয়া বিবাহ দিবার ভয় দেখাইল। বরের বাপ কিন্তু দমিলেন না, তিনি ইংরাজ আইনের দোহাই দিয়া পুত্রের হাত ধরিয়া সদম্ভে প্রস্থান করিলেন। শ্রীপতি আকুলী আছাড় খাইয়া পড়িলেন, বাড়ীর ভিতর হইতে ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইল।

কন্যাযাত্রীরা তখন ব্রাহ্মণের জাতি-ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় কাতরতা প্রকাশ করিতে করিতে একে একে সরিয়া পড়িলেন। যাইতে যাইতে হরিধন ঘোষাল সক্রোতে বলিলেন, "আহা, বুড়া বামুনের কি কষ্ট! কি

বলবো আমার শরীর এখন বিয়ে করবার মত নাই, নইলে বামুনকে এত কাঁদতে হয়!"

ভুবন গাঙ্গুলী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আহা, উচিত তো তাই। ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করার চাইতে কি ধর্ম্ম আছে? আমার ছোট ছেলেটীর বিবাহের কথাবার্ত্তা যে ঠিক্ হয়ে গিয়েছে। এখানে সাতশো, সেখানে না হয় বারশো। তা টাকায় কি আসে যায়, তবে কথার নড় চড় তো করতে পারি না।"

এইরূপে অনেকেই বাক্যে পরোপকার প্রবৃত্তির পরিচয় দিতে দিতে অন্তর্হিত হইলেন, থাকিলেন শুধু করালীবাবু। ব্রাহ্মণের ক্রন্দনে তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, আপনি কন্যা সম্প্রদানের উদ্যোগ করুন।"

আকুলী মহাশয় বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। সেই সঙ্গে বিপত্নীক করালীবাবু নিজেই বরের আসন গ্রহণ করিবেন কিনা এ শঙ্কাটুকুও তাঁহার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। কিন্তু তখন আর উপায় কি, কোনরূপে জাতিরক্ষা হইলে হয়। নতুবা রজনী প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমাজচ্যুতি যে অবশ্যম্ভাবী। আকুলী মহাশয় বিষণ্ণ চিত্তে সম্প্রদানের উদ্যোগ করিলেন।

করালীবাবু যে ইতিমধ্যে পরেশকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন তাহা কেহ জানিত না। সুতরাং কিছুকাল পরে করালীবাবু যখন পুত্রের হাত ধরিয়া তাহাকে বরের আসনে বসাইয়া দিলেন, তখন সকলের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল; উপস্থিত সকলেই আনন্দ কোলাহল করিয়া উঠিল। শুভ মঙ্গলশঙ্খ আবার জোরে জোরে বাজিতে লাগিল।

বিবাহান্তে আকুলী মহাশয় পণের সাত শত টাকা আনিয়া করালী বাবুর সম্মুখে উপস্থিত করিলে করালী বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমার টাকার অভাব নাই বেহাই মশায়, অভাব ছিল শুধু একটী মায়ের ; বিধাতার কৃপায় তা পেয়েছি।"

আকুলী মহাশয় আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে করালী বাবুকে আলিঙ্গন করিলেন। গোবিন্দ আকুলী অন্তরালে মত প্রকাশ করিলেন, "মাতালস্থ নানা গতিঃ।"

বিবাহ অতর্কিতরূপে হইয়া গেল, কিন্তু করালী বাবু বধূকে কাছে রাখিয়া মাতৃত্বের আস্বাদন লাভ করিতে পারিলেন না। বিবাহের সময় তিন দিন শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া অনুপমা সেই যে পিত্রালয়ে গেল, তারপর আর তাহার শ্বশুরবাড়ী আসা ঘটিল না।

বিবাহের কয়েক মাস পরে সেনপুরের যদু হাজরার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সামাজিক সম্মান লইয়া একটা গোলযোগ বাধিল। শ্রীপতি আকুলি প্রভৃতি কয়েক জন সমাজপতি মিলিত হইয়া যদু হাজরাকে বর্জ্জন করিলেন, এবং তাহার মাতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড করিবার উদ্যোগে থাকিলেন। যদু হাজরা আসিয়া করালীবাবুর কাছে কাঁদিয়া পড়িল। করালী বাবু তাহার জন্য বৈবাহিককে অনেক অনুরোধ করিলেন। আকুলী মহাশয় কিন্তু বৈবাহিকের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। তিনি স্পষ্ট কথায় বুঝাইয়া দিলেন যে, স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু আসিয়া অনুরোধ করিলেও তিনি আপনার জেদ ছাড়িবেন না।

বৈবাহিকের ব্যবহারে করালীবাবু আপনাকে যেমন অপমানিত জ্ঞান করিলেন, তেমনই ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি আপনার অনুগত ও বাধ্য লোক জন লইয়া যদু হাজরার মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া দিলেন।

পরস্পর প্রকাশ্যে ক্রোধ প্রকাশ না করিলেও এই উপলক্ষে উভয়

বৈবাহিকের মধ্যে যে মনোমালিন্যের সঞ্চার হইল, তাহার ফলে অনুপমার আর শ্বশুরবাড়ীতে যাতায়াত ঘটিল না। করালীবাবু বধূকে আনিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না। পুত্র তখন পড়াশুনা লইয়া ব্যস্ত, সুতরাং বধূকে লইয়া আসিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না।

আধুনিক প্রথানুসারে এরূপ স্থলে অনেক পরেশই পিতার অজ্ঞাতে বিবাহিতা পত্নীর সহিত প্রণয়লিপি ব্যবহার দ্বারা অদম্য প্রেম-পিপাসার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে থাকে; অনেকে আবার গোপনে রজনীযোগে শ্বশুরগৃহে আতিথ্য স্বীকারপূর্ব্বক আকুল বাসনার পরিতৃপ্তিকে দোষাবহ বলিয়া বিবেচনা করে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ করালীবাবুর ছেলে পরেশনাথ তখন নীরস অস্ত্রবিদ্যা ও ভেষজতত্ত্ব লইয়া এমনই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, প্রেমের কোমলতা তাহার মনোমধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যও জাগিয়া উঠিবার অবসর পাইল না। পঞ্চশরের অব্যর্থ সায়কসমূহ মেডিকেল কলেজের কঠিন প্রস্তরপ্রাচীরে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

তারপর শ্রীপতি আকুলী স্বর্গারোহণ করিলেন; পরেশ বিলাত যাত্রা করিল; করালীবাবু মারা গেলেন। অনুপমা পিত্রালয়েই রহিল। শ্বশুরের মৃত্যুতে সে দশ দিনে নখ কাটিয়া স্নান করিয়া শুদ্ধ হইল। একাদশ দিবসে খুড়া গোবিন্দ আকুলী তাহাকে দিয়া একটা তোজ্যোৎসর্গ করাইয়া দিলেন।

পরেশের বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ শ্রবণে বধূকে আনিবার ইচ্ছা হইলেও তারাসুন্দরী পূর্ব্বাপর ঘটনা স্মরণে তাহাতে সাহস করিলেন না। ভাবিলেন, "কাজ নাই, পরেশ আসুক। তারপর যাহা ভাল হয় করা যাইবে। লোকের কথাই যদি সত্য হয়; পরেশ যদি সত্যই মেম বিবাহ করিয়া আইসে, তাহা হইলে বধূকে বৃথা আনিয়া ফল কি।"

তারপর পরেশ যখন কোন ইংরাজ মহিলাকে সঙ্গিনী না করিয়া একাই ফিরিয়া আসিল, তখন বধূকে ঘরে আনিয়া ছেলের সঙ্গিনী করিয়া দিবার জন্য তারাসুন্দরী ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু খুড়া গোবিন্দ আকুলী যে তাঁহার এই ব্যগ্রভাব সম্পূর্ণ নৈরাশ্যে পরিণত করিয়া দিবে, ইহা তিনি একবারও ভাবেন নাই। তারাসুন্দরী প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আগে দাদার কাজটা চুকে যাক, তারপর যদি পরেশের বিয়ে না দিই, তবে আমি করালী চাটুজ্যের বোনই নই।"

তারাসুন্দরী প্রতিজ্ঞা করিলেন বটে, কিন্তু ভ্রাতার বৃষোৎসর্গের ব্যাপার লইয়া এত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, পরেশের বিবাহের কোন চেষ্টাই করিতে পারিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"বাড়ীতে কে আছেন ?"

অনুপমা রন্ধনশালায় ছিল ; তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া উত্তর দিল, "কে গা ?"

কিন্তু সদর দরজার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে এমনই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল যে, কি করিবে, কোথায় লুকাইবে খুঁজিয়া পাইল না। তাহার গাত্রবস্ত্র অসংযত, মস্তক সম্পূর্ণ অনাবৃত ছিল ; এমনই অবস্থায় সে পরেশকে সদর দরজার উপর দণ্ডায়মান দেখিয়া লজ্জায় সম্ভ্রমে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। দুইটা হাতই সকড়ি, মাথায় কাপড় টানিয়া দিবার উপায় নাই, ছুটিয়াও পলাইতে পারে না। পরেশ তাহার এই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাব এবং বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া মৃদু হাস্যের সহিত একটু সরিয়া দাঁড়াইল। অনুপমা দ্রুতপদে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল, এবং তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া গায়ে মাথায় কাপড় দিল। গায়ে মাথায় কাপড় দিয়াও কিন্তু আর বাহিরে আসিতে পারিল না ; তাহার পা দুইটা কাঁপিতে লাগিল, বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল।

পরেশ আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল, এবং ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "খুড়া মশায় বাড়ীতে আছেন ?"

অনুপমা দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া নখ দিয়া দেওয়াল খুঁটিতে লাগিল। উত্তরের প্রতীক্ষায় পরেশ রৌদ্রতপ্ত উঠানের মধ্যে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

লজ্জাটা খুব প্রবল হইলেও এক জন ভদ্রলোককে রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখা নিতান্তই অসভ্য জানে অনুপমা সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত

করিয়া রন্ধনশালা হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইল, এবং অনতিবিলম্বে সপ্তমবর্ষীয় খুল্লতাতপুত্র রঘুকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। পরেশ বুঝিতে পারিল, অতঃপর এই শিখণ্ডীকে মধ্যে রাখিয়াই বাক্যচালনা হইবে। বুঝিয়া সে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিল, "খুড়া মশায় বাড়ীতে আছেন ?"

রঘুকে লক্ষ্য করিয়া দরজার আড়াল হইতে নাতি মৃদুস্বরে অনুপমা বলিল, "বল্ না রঘু, তিনি বাড়ী নাই।"

রঘুকে কিন্তু উত্তরের পুনরাবৃত্তি করিতে হইল না; তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হইবার পূর্ব্বেই পরেশ পুনরায় প্রশ্ন করিল, "ফিরবেন কখন্ ?"

অনুপমা পূর্ব্ববৎ রঘুর মারফৎ উত্তর দিল, "বল্, এবেলা বোধ হয় ফিরবেন না।"

রঘু বলিল, "এ বেলা—"

তাহাকে সম্পূর্ণ বলিবার অবসর না দিয়াই পরেশ বলিল, "আচ্ছা, তিনি এলে বল্‌বে, পরশু বাবার শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণভোজন, যাতে কাজটা উদ্ধার হয়, খুড়া মশায়কে দাঁড়িয়ে তাই করতে হবে। আমার তো অন্য অভিভাবক নাই।"

অনুপমা দাঁড়াইয়া দেওয়ালে আঁক কাটিতে লাগিল, পরেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা অনুপমার মনে হইল, লোকটা উঠানে রোদে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, বসিবার আসন পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। সে তাড়াতাড়ি একখানা কম্বল আসন লইয়া রঘুর হাতে দিয়া বলিল, "ও ঘরের দাওয়ায় আসনটা পেতে দিয়ে আয়।"

পরেশ বলিল, "আসন দিতে হবে না, আমার বসবার সময় নাই। এখনও অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে।"

রঘু আসন হাতে দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ বলিল, "খুড়ো মশাই কাল যেন সকালেই একবার যান। আর পিসিমা বলে দিয়েছেন—"

একটু থামিয়া পরেশ বলিল, "পিসিমা ব'লে দিয়েছেন, অন্ততঃ দু'টো দিনের জন্যও খুড়ীমাকে সঙ্গে নিয়ে যদি তুমি যাও, তা হলে বড় ভাল হয়। পিসীমা একা।"

অনুপমা নীরবে রঘুর মাথার চুলে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিল। পরেশ বলিল, "তা হলে আজ সন্ধ্যার সময় রামু পাল্কী নিয়ে আসবে।"

অনুপমা ঈষদুচ্চ স্বরে বলিল, "বল্ রঘু, কাকা বাড়ী এলে জিজ্ঞাসা করবো।"

"আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করে রেখো। সন্ধ্যার সময় রামু এসে জেনে যাবে।"

পরেশ প্রস্থানোদ্যত হইল। অনুপমা রঘুর গা ঠেলিয়া বলিল, "জিজ্ঞাসা কর না রঘু, খাওয়া হয়েছে?"

পরেশ ফিরিয়া রন্ধনশালার দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিল, "এখনো হয় নি, এ বেলা হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। এখনো অনেক ঘর নিমন্ত্রণ বাকি।"

দরজার ফাঁক দিয়া অনুপমা স্বামীর দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। পরেশও সেই দিকে চাহিয়াছিল, সুতরাং তাহার দৃষ্টিতে দৃষ্টি সম্মিলিত হইবামাত্র অনুপমা তাড়াতাড়ি একটু সরিয়া দাঁড়াইল। মৃদু হাসিয়া পরেশ বলিল "এমন মধ্যাহ্নে আতিথ্য স্বীকার করতে পারলে মন্দ হতো না, কিন্তু তার উপায় নাই। আমার এখনো প্রায়শ্চিত্ত করা হয় নি। সুতরাং আতিথ্য স্বীকারটা আমার পক্ষে এখন খুব দরকারী হ'লেও গৃহস্থকে বিপন্ন করা আমার মতে সঙ্গত হয় না।"

পরেশ ধীরে ধীরে বাটীর বাহির হইয়া গেল। অনুপমা দরজাটা

চাপিয়া ধরিয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রঘু তাহার রক্তহীন মুখখানার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কে দিদি?"

অনুপমা সদর দরজার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উদাস গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল, "ডাক্তার সাহেব।"

বিবাহের পর তিন দিন মাত্র স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ। তারপর দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের ব্যবধান। এই ব্যবধানে স্বামীর চেহারাটাও যেন বিস্মৃতির আবরণে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। শুধু স্বামী নয়, স্বামিগৃহের সহিতও কোন সম্বন্ধ ছিল না। লোকের মুখে অনুপমা শুনিতে পাইত, তাহার স্বামী লেখাপড়া শিখিয়া খুব বড়লোক হইয়াছে। কিন্তু সেই বড়লোকটা যে কিরূপ, তাহার গৃহে বাস করাটা কেমন সুখকর, ইহা সে অনেক সময় ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিত না।

তারপর অনুপমা যখন শুনিল, স্বামী বিলাত গিয়াছে, সেখান হইতে সাহেব সাজিয়া ফিরিয়া আসিবে, তখন স্বামীর কথা মনে হইলেই তাহার যেন কেমন ভয় হইত। সমবয়স্কারা বিদ্রূপ করিয়া বলিত, "কর্ত্তা সাহেব সেজে আসছে, তুই বিবি সাজ।"

ভ্রূকুটী করিয়া অনুপমা বলিত, "খেংরা মারি আমি বিবির মুখে।"

সঙ্গিনীরা হাসিয়া বলিত, "খেংরা মাল্লে হবে না লো, খেংরা নিয়ে বিবি সতীনের ঘর সাফ করতে হবে।"

অনুপমা রাগিয়া যাহা মুখে আসিত, বিবির বিরুদ্ধে তাহাই বলিয়া আপনার মনের জ্বালা মিটাইয়া লইত।

কখন বা কোন প্রতিবাসিনী, খুড়ীমার কাছে বসিয়া অনুপমার উপর সহানুভূতির প্রবল উত্তেজনায় সক্ষোভে বলিতে থাকিতেন, "আহা, এমন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মত মেয়ে; কিন্তু জামায়ের কি আক্কেল গা, এমন লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলে শাঁকচুন্নীকে ঘরে আনবে। শাঁকচুন্নী নয় (তো)

আর কি বলবো মা, সেবারে গঙ্গাস্নানে গিয়ে দেখেছি, ঠিক শাঁকচুন্নী। গায়ে প্যাঁজ রশুনের কি গন্ধ, পেটের নাড়ী উঠে যায়। তাকে নিয়ে কি করে ঘর করবে মা?"

অনুপমার ইচ্ছা হইত, সেই সহানুভূতিশালিনী প্রতিবাসিনীর কল্পিত শাঁকচুন্নী আসিয়া তাহার মাথাটা ছিঁড়িয়া ফেলে।

এইরূপ পাঁচমুখে পাঁচ কথা শুনিতে শুনিতে অনুপমার চিত্তটা স্বামীর সম্বন্ধে এরূপ বিরূপ হইয়া উঠিল যে, স্বামীকে সে একটা ভয়াবহ জীব ব্যতীত আর কিছুই ভাবিতে পারিত না।

তারপর সে হঠাৎ যেদিন শুনিল, স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন এই ভয়াবহ জীবটাকে একবার দেখিবার জন্ত আগ্রহ জন্মিলেও সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীতিপূর্ণ চিন্তা আসিয়া তাহার এই আগ্রহটুকু ম্লান করিয়া দিতে লাগিল। এই সাহেব-স্বামীর সম্মুখে সে কিরূপে দাঁড়াইবে, কিরূপে মুখ তুলিয়া তাহার সহিত কথা কহিবে, ইহাই তাহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং রামু লইতে আসিলে খুড়া যে দিন কড়া কড়া কথা বলিয়া রামুকে ফিরাইয়া দিল, সেদিন মনটা একটু ক্ষুণ্ণ হইলেও অনুপমা যেন আপাততঃ একটা দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

এমনই সময়ে পরেশ যখন নিজে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন অনুপমার মনের ভিতর এমনই একটা বিপ্লব বাধিয়া গেল যে, তাহার এতদিনের কল্পনা—এতদিনের বিরুদ্ধ ভাব কিরূপে এক মুহূর্ত্তে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে পরিণত হইয়া আসিল তাহা সে বুঝিবার অবসর পাইল না; তাহার সমগ্র অন্তঃকরণ সকল ভীতি, সকল ঘৃণা ত্যাগ করিয়া স্বামীর পায়ে লুটাইয়া পড়িবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সে পুলকাঙ্কিত দেহে নতভাবে দরজা চাপিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খুড়ি মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এসেছিল অনি ? জামাই নাকি ?"

অনুপমা সংক্ষেপে উত্তর দিল, "হুঁ।"

খুড়ীমা একটু বিস্মিতভাবে বলিলেন, "তবে যে জামাই সায়েব হ'য়েচে ?"

অনুপমা ধরা গলায় বলিল, "কি জানি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থায় স্থির হইল, পরেশ সমুদ্রযাত্রা ও ম্লেচ্ছসংস্পর্শ জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সে শাস্ত্রানুসারে দৈব পৈত্র কার্য্যে অধিকারী হইবে। সমাজে ব্যবহার্য্যতা সম্বন্ধে শাস্ত্রের কোন হাত নাই, উহা সমাজপতিগণের দয়ার উপর নির্ভর করে। পরেশের জনৈক হিতৈষী বন্ধু তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, দয়াটা যদিও মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তথাপি অনেক সময়ে সেটাকে কৌশলে উদ্রিক্ত করিতে হয়। আর এরূপ কৌশলও দূষনীয় নহে, কেননা ইহার দ্বারা জগতে দয়া বৃত্তির অধিকতর স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। অন্যান্য সমাজ হইতে হিন্দুসমাজের ইহাই বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্ব টুকুর জোরেই হিন্দুসমাজ অজস্র উৎপীড়ন ও অত্যাচারের মধ্যেও এতকাল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সুতরাং এই বিশেষত্ব টুকু অস্বীকার করিয়া পরেশ হিন্দুসমাজের মর্য্যাদায় আঘাত করিতে পারিল না। সে শাস্ত্র-বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিল এবং সমাজপতিগণের দয়াবৃত্তির উদ্রেকের জন্য সামাজিক দণ্ড স্বরূপ সমাজের মর্য্যাদা রক্ষায় স্বীকৃত হইল। এবং সেই সঙ্গে পিতার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ উদ্দেশ্যে বৃষোৎসর্গ ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদির আয়োজন করিল।

এই আয়োজনে হরিহর ঘোষাল, সার্ব্বভৌম মহাশয় এবং আরও দুই চারি জন প্রবীণ ব্যক্তি পরেশের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইলেন। পরোপকারার্থে তাঁহাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম দর্শনে পরেশ মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না। ইঁহাদের চেষ্টায় আয়োজনের কোন ত্রুটীই রহিল না। এক্ষণে কায়স্থ নবশাখ মিলিয়া প্রায় চারিশত

লোকের আহারের আয়োজন হইল। সার্ব্বভৌম-গৃহিণী, ঘোষাল মহাশয়ের ভগ্নী ও বিধবা কন্যা, মধু চক্রবর্ত্তীর মাতা প্রভৃতি মহিলাবৃন্দ দুই তিন দিন পূর্ব্বেই আসিয়া পরেশের গৃহে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং কেহ ভাঁড়ারের ভার, কেহ রন্ধনশালার কর্ত্তৃত্ব, কেহ বা পান সাজিবার ও খাওয়াইবার দায়িত্ব এবং কেহ কেহ সকল কার্য্যেই উপদেশ দানের গুরুতর কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়া বাড়ী জাঁকাইয়া তুলিলেন। তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা এবং তাঁহাদের সহচর ছোট বড় ছেলে মেয়েদের অসাময়িক ক্রন্দনের নিবৃত্তি ও যথাসময়ে আহারের বন্দোবস্ত করিতেই তারাসুন্দরী এমনই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, আর কোন দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর তাঁহার আদৌ রহিল না। যদিই বা অবসর ক্রমে কখন কোন বিষয়ে একটু লক্ষ্য করিতে যাইতেন, তবে সমাগতাগণ ব্যস্তসমস্ত ভাবে প্রবল সহানুভূতির সহিত বলিয়া উঠিতেন, "তোমাকে কিছু দেখতে হবে না মা, কিছু দেখতে হবে না; আমরা যখন আছি, তখন তোমার ভাবনা কি? তুমি শুধু ব'সে ব'সে দেখ, তোমার খুড়ীমার এই রোগা হাত দু'খানায় কত জোর।"

এই বলিয়া তাঁহারা কে কোথায় একা তিন ঘণ্টার মধ্যে তিন শত লোকের আহার্য্যের আয়োজন করিয়া দিয়াছিলেন, ভাঁড়ারের কর্ত্তৃত্ব লইয়া একশত লোকের আয়োজনে চারিশত লোক খাওয়াইয়াছিলেন, অনন্যসহায় হইয়া এক রাত্রির মধ্যে বিশ মণ মাছ ছাঁকিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সগৌরবে বিবৃত করিতে থাকিলেন। অগত্যা তারাসুন্দরীকে তাঁহাদের এই প্রমাণ শূন্য প্রশংসাপত্রের উপরেই নির্ভর করিতে হইল।

সন্ধ্যার পর অনুপমা আসিলে তারাসুন্দরী আদর করিয়া বধূকে ঘরে

লইলেন, এবং তাহার হাতে চাবির গোছাটা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "বাঁচলাম মা, তবু একটা দিকে নিশ্চিন্ত হলাম।"

অনুপমা কিন্তু হঠাৎ সবচেয়ে বড় দিকের ভারটা পাইয়া সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। ইহার উপর আগন্তুকা প্রবীণা ও নবীনারা আসিয়া যখন মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাহার আগমনে এই শ্রীহীন বাড়ীটা হঠাৎ শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিল, এবং এই শ্রীটুকু তাঁহারা বহুপূর্ব্বেই দেখিবার আশা করিলেও এখন তাহা দেখিয়া নয়ন মনের প্রীতি সম্পাদন করিলেন; তখন অনুপমা লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিল না।

ভিতরে অনুপমাকে লইয়া রমণীবৃন্দ যখন এইরূপে স্ব স্ব হৃদয়ের উল্লাস ব্যক্ত করিতেছিলেন, তখন বাহিরে একটা গোলযোগ চলিতেছিল।

গ্রামের প্রান্তভাগে একটা পুকুর ছিল, সেটার নাম রায়দীঘি। দীঘি নাম হইলেও বাস্তবিক সেটা দীর্ঘিকা নহে, পুকুরেরই কিঞ্চিৎ বৃহৎ সংস্করণ মাত্র। কিছুদিন আগে দীঘিটা গ্রামের হাজরাদের অধিকারে ছিল; করালীবাবু তাহাদের নিকট হইতে উহা খরিদ করিয়া স্বীয় অধিকারে আনিয়াছিলেন। গ্রামের সকল পুকুর অপেক্ষা এই পুকুরটা কিছু গভীর, এবং ইহার জলও ভাল ছিল। এজন্য গ্রীষ্মকালে যখন গ্রামের আর সকল পুকুরের জল খারাপ হইয়া যাইত, তখন অধিকাংশ গ্রামবাসীই এই পুকুরের জলের উপর নির্ভর করিত। এজন্য করালীবাবু ইহাতে একটা ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন।

কয়েক দিন পূর্ব্বে পরেশ গ্রামান্তরে রোগী দেখিয়া যখন ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন সে রায় দীঘির পাড়ে উঠিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে চমকিত হইয়া ঘোড়ার রাশটা টানিয়া ধরিল। দেখিল, তাহার পিতৃ-

নির্ম্মিত ঘাটে গ্রামের বিস্তর মহিলা সমবেত হইয়াছে। তাহাদের কেহ গা ধুইতেছে, কেহ জলে নামিতেছে, কেহ বা জল লইয়া উঠিয়া যাইতেছে। আর তাহার বিপরীত দিকে জগা ধোপা পাটা পাতিয়া হাঁটুজলে দাঁড়াইয়া কাপড় কাচিতেছে। তাহারই একটু দূরে আর একটা লোক চারি পাঁচটা গরু আনিয়া পুকুরে নামাইয়া তাহাদের গাত্র ধৌত করিতেছে। দেখিয়া পরেশের চক্ষু স্থির হইল, এবং সাধারণের পানীয় জলকে যাহারা এরূপ নির্ম্মমভাবে দূষিত করিতেছে, তাহাদের উপর তীব্র ক্রোধ পোষণ করিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল। তারপর ঘোড়ার চাবুকটা হাতে লইয়া প্রথমেই জগা ধোপার সম্মুখীন হইল এবং সে কেন কাপড় কাচিয়া পানীয় জল দূষিত করিতেছে তাহার কৈফিয়ৎ চাহিল। ডাক্তার সাহেবকে দেখিয়া জগা ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িল, এবং শঙ্কা-কম্পিত স্বরে, আর কোথাও ভাল জল না থাকায় সে যে বরাবর এইখানেই কাপড় কাচে, তাহা জ্ঞাপন করিল। এ কৈফিয়তে কিন্তু পরেশ সন্তুষ্ট হইল না; সে বুটের আঘাতে তীরের উপর রক্ষিত কাচা কাপড়গুলা ইতস্ততঃ ছড়াইয়া দিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে তাহাকে এখানে কাপড় কাচিতে নিষেধ করিল। তাহার সেই উত্তেজিত স্বরে চমকিত হইয়া গাত্রমার্জ্জনানিরতা রমণীবৃন্দ সন্ত্রস্তভাবে মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া পলায়নোদ্যত হইল। কেননা তাহারা অনুমানে বুঝিয়া লইল, সাহেব এই পুকুরের জল কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিবে না, ইহার জলে তাহার নিজের খানা পাক হইবে। সুতরাং জগার পর সাহেব তাহাদের উপর আসিয়া পড়িবে কি না এই সম্ভাবনায় কেহ জল লইয়া, কেহ বা জল না লইয়াই পলায়ন করিতে লাগিল। যে তাড়াতাড়ি পলাইতে পারিল না, সে মনে মনে দুর্গা কালী হরিকে স্মরণ করিতে থাকিল।

পরেশের কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। জগা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া নিক্ষিপ্ত কাপড়গুলা গুছাইতে ব্যস্ত হইলে পরেশ যেখানে গরুর গা ধোয়ান হইতেছিল, সেইখানে উপস্থিত হইল। লোকটা তখন তিনটা গরুর গা ধোয়াইয়া চতুর্থ টাকে জলে নামাইবার জন্য টানাটানি করিতেছিল। গরুটা কিন্তু স্থল ছাড়িয়া কিছুতেই জলে নামিতে চাহিতেছিল না, লোকটাও ছাড়িতেছিল না। সে এক একবার দড়ি ধরিয়া প্রাণপণে টান দিতেছিল, আবার গরুটাকে রীতিমত গালাগালি দিতে দিতে দড়ি দিয়া তাহার পৃষ্ঠে নিতম্বে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতেছিল। এমন সময় সহসা নিজের নিতম্বে চাবুকের তীব্র আস্বাদ অনুভব করিয়া সে চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং ফিরিতেই সাহেবের ক্রোধ-রুদ্র মূর্ত্তি দর্শনে তাহার কম্পিত হস্ত হইতে দড়িটা পড়িয়া গেল। চতুর গরুটা ছুটিয়া পলাইল।

পরেশ তখন লোকটাকে এখানে গরুর গা ধোয়াইতে নিষেধ করিয়া ফিরিয়া গিয়া ঘোড়ায় উঠিল। অপর পারের ঘাট তখন জনশূন্য হইয়াছে। শুধু একটী পনর ষোল বছরের মেয়ে ঘাটের উপর অশ্বত্থ গাছের তলায় দাঁড়াইয়া উৎসুক নেত্রে পরেশের ঘোড়ার দিকে চাহিয়া আছে। পরেশ একবার তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

সেইদিন সন্ধ্যার আগমনের পূর্ব্বেই গ্রামের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়া গেল যে, অতঃপর রায় দীঘির জল স্পর্শ করিবার কাহারও অধিকার নাই, উহাতে পরেশ ডাক্তারের নিজের জন্য মুরগী রাঁধা হইবে। সন্ধ্যার পরই বারোয়ারি তলায় একটা মজলিস বসিয়া গেল, এবং সে মজলিস সমস্বরে পরেশকে ম্লেচ্ছ, পাষণ্ড ও নাস্তিক এই তিনটী উপাধি প্রদান করিল। সভায় পূর্ব্বকালীন লোকদের জলদান

দ্বারা পুণ্যসঞ্চয়ের কত কাহিনী ব্যাখ্যাত হইল ; সেই সঙ্গে একালের লোকেরা এই পুণ্য সঞ্চয়ে যে সম্পূর্ণ উদাসীন, ইহাতে অনেকেই আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিল। কোন সাহসী ব্যক্তি পরেশের উপর টীকা টীপ্‌পনী কাটিয়া মত প্রকাশ করিল যে, তাহারা সাতপুরুষ যাবৎ এই পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করিয়া আসিতেছে (যদিও তিন পুরুষের পূর্ব্বে এই পুষ্করিণীর অস্তিত্ব ছিল না), সুতরাং ইহাতে তাহাদের ভোগস্বত্ব জন্মিয়াছে, এবং সেই স্বত্বের বলে তাহারা বলপ্রকাশ পূর্ব্বক রায়দীঘির জল ব্যবহার করিবে। যাহারা বিবেচক, তাহারা ইহার উত্তরে বুঝাইয়া দিল যে, পুকুরটা গ্রামের রামা শ্যামার হইলে সকলেই এইরূপ ব্যবস্থার অনুসরণ করিত বটে, কিন্তু এই পুষ্করিণীর অধিকারী বিলাত-ফেরত সাহেব, থানা পুলিশ, হাকিম দারোগা উহার হাত-ধরা ; সুতরাং এ ক্ষেত্রে ভোগস্বত্ব বজায় করিবার উপায় নাই। তখন সকলে হতাশ হইয়া পরেশ পরলোকে কিরূপ শাস্তি ভোগ করিবে তাহাই নির্ণয় করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি উপভোগ করিতে লাগিল।

এমন সময় সার্ব্বভৌম মহাশয় তথায় উপস্থিত হইয়া জানাইয়া দিলেন যে, তাহাদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। তিনি পরেশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিয়া আসিয়াছেন যে, সাধারণের জল ব্যবহারে তাহার কোন আপত্তি নাই। কেবল সাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পুকুরে কাপড় কাচিতে বা গরুর গাত্র ধৌত করিতে নিষেধ করিয়াছে। ইহাতে জল দূষিত হইয়া সকলের স্বাস্থ্যের হানি করিতে পারে। ইহা শুনিয়া রামজয় চক্রবর্ত্তী—যাঁহার গরুর গা ধোয়াইতে গিয়া ভৃত্য নফর প্রহৃত হইয়াছিল, তিনি রাগিয়া বলিলেন, "এই যে এতকাল গরুর গা ধোয়ান হচ্ছে, তাতে গাঁয়ের কয়টা লোক মরে গিয়েছে?"

হরিধন ঘোষাল গম্ভীর ভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "ঘোর কলি! গরু সাক্ষাৎ মা ভগবতী, তার গা ধোয়ায় বাধা দেয়!"

জনৈক যুবক শ্লেষ করিয়া বলিল, "ভগবতী যে তার পেটে।"

সকলে ঘৃণার সহিত ছি ছি করিয়া উঠিল। এ দিকে জগা আসিয়া পাঁচ জনের কাছে আবেদন করিল যে, সে চিরকাল এই পুকুরে কাপড় কাচিয়া আসিতেছে। এখন যদি তাহাকে বেদখল করা হয়, তাহা হইলে সে হয় কাপড়-কাচা ব্যবসায় ত্যাগ করিবে, নয় গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। রজক-নন্দনের সঙ্কল্প শুনিয়া অনেকেই আতঙ্কিত হইল, এবং এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল, দশজনকে লইয়া সমাজ; সেই দশজনে যখন অনুমোদন করিতেছে, তখন পরেশের একার আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না, এবং তাহা গ্রাহ্য করিতে হইলে সমাজের এবং সেই সঙ্গে দশজনের মাথা হেঁট হয়। সুতরাং সর্ব্বসম্মতিক্রমে জগা রায়দীঘিতে কাপড় কাচিবে; ইহাতে পরেশ আসিয়া তাহাকে মারপিট করিলে দশজনে চাঁদা করিয়া তাহার নামে মামলা চালাইবে ইংরাজের আদালতে সূক্ষ্ম বিচার, সেখানে বিলাত-ফেরত বা দেশী লোকের কোন পার্থক্য নাই"।

পরদিন মধ্যাহ্নকালে পরেশ সংবাদ পাইল যে, জগা ধোপা আসিয়া পুকুরে কাপড় কাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। সংবাদটা যে দিল, সে পূর্ব্বোক্ত সভারই একজন সভ্য। সে শুধু সংবাদ দিয়াই নিরস্ত হইল না, সেই সঙ্গে গোপনে ইহাও জানাইল যে, জগার পশ্চাতে কতকগুলি লোক আছে, এবং পরেশকে অবমানিত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য শুনিয়া পরেশের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল; সে রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে পুষ্করিণীর দিকে চলিল। রামু ব্যস্ত ভাবে তাহার অনুসরণ করিল।

সংবাদদাতা মহাশয়ও কৌতুক দেখিবার উদ্দেশ্যে সহর্ষে তাহাদের পশ্চাৎ লইল।

জগা কিন্তু আজ পরেশকে দেখিয়া ভয় পাইল না; সে সদম্ভে উত্তর করিল যে, এই পুকুরে কাপড় কাচিবার তাহার চিরস্থায়ী স্বত্ব আছে। পরেশ তাহার এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিতে উদ্যত হইল। কিন্তু রামু শাস্তি প্রদানের ভারটা নিজে লইল, এবং সে অগ্রসর হইয়া জগার গলাটা টিপিয়া তাহাকে জল হইতে তুলিল; তারপর তাহাকে বেশ দুই চারি ঘা দিয়া ছাড়িয়া দিল। পরেশ অতঃপর আদেশ প্রচার করিল যে, এই পুষ্করিণীর জল যে কোন প্রকারে অপরিষ্কৃত করিবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিবে। যাহারা এ আদেশ শুনিল, তাহারা গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়া প্রচার করিল যে, পরেশ ডাক্তার হুকুম দিয়াছে, যে পুকুরের ধারে যাইবে, তাহাকেই ধরিয়া ফৌজদারীতে চালান । শুনিয়া গ্রামের লোকেরা শুধু আশ্চর্য্যান্বিত হইল না, পরেশের এই ধর্ম্মহীনতায় ইতর ভদ্র সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

হরিধন ঘোষাল তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, পরেশের মধ্যে হিন্দুত্ব কিছুমাত্র নাই, সে পূরাদস্তর সাহেব। নতুবা হিন্দু হইয়া কেহ কি তৃষ্ণার জল ব্যবহার করিতে নিষেধ করে? হিন্দুরা সাধারণের ব্যবহারের জন্য পয়সা খরচ করিয়া পুকুর কাটাইয়া দেয়।

একজন নব্য শিক্ষিত যুবক উত্তর করিল, "কিন্তু সেই পয়সা-খরচ-করা পুকুরের জলটাকে অপবিত্র করা সাধারণের উচিত হয় না।"

সার্ব্বভৌম ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "জল নারায়ণ, সে কি কখন অপবিত্র হয়? গঙ্গায় বিষ্ঠা ভাসিলেও গঙ্গার মাহাত্ম্য নষ্ট হয় না।"

সুতরাং স্বতঃ পবিত্র নারায়ণরূপী জলকে পবিত্র করিতে উদ্যত হইয়া

পরেশ যে শাস্ত্রের অমর্য্যাদা ও সম্পূর্ণ অহিন্দুর আচরণ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে কাহারই সন্দেহ রহিল না।

এ দিকে জগা মার খাইয়া পাঁচজনের কাছে কাঁদিয়া পড়িল। পাঁচজনে তাহাকে উপদেশ দিল, "নালিশ কর্। ভয় কি, আমরা সাক্ষী দেব।"

জগা নালিশ করিতে চলিল। মোকদ্দমা পরিচালনে পারদর্শী গগন সরকার কিন্তু মামলাটা আরও একটু জোর করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে ক্ষুরের সাহায্যে তাহার মাথায় একস্থানে একটু দাগী করিয়া দিল। তারপর চৌকীদারকে সঙ্গে দিয়া তাহাকে থানায় পাঠাইয়া দিল। এদিকে সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন, এরূপ পাষণ্ড ম্লেচ্ছকে সমাজে গ্রহণ করা উচিত কি না!

পরেশ কিন্তু এতটা জানিত না, সুতরাং সে বেশ নিশ্চিন্ত-চিত্তেই পিতার শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল, এবং সার্ব্বভৌম ও ঘোষাল মহাশয়ের আদেশ মত নিজে সকলের দ্বারে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। সকলের নিমন্ত্রণ হইলেও কেবল একজনের নিমন্ত্রণ বন্ধ হইল। সে ৺রমানাথ ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী। তিনি সমাজচ্যুতা হইয়াছিলেন। পরেশ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে চাহিলে সার্ব্বভৌম মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিলেন, এবং বুঝাইয়া দিলেন, এ সকল সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে সমাজে গোলযোগ উপস্থিত হইবে, এবং তাঁহার ফলে পরেশের উদ্যোগ পণ্ড হইতে পারে। অগত্যা পরেশ ক্ষুণ্ণভাবে নিরস্ত হইল

কয়দিন হইতেই সার্ব্বভৌম হরিধন ঘোষাল, রমেশ রায় প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষগণ পরেশের বাড়ীতে নিয়তই উপস্থিত থাকিয়া সকল কাজের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, কিন্তু আজ সকাল হইতে তাঁহাদের

অনুপস্থিতি দেখিয়া পরেশ যেন একটু বিস্মিত হইল। সে সন্ধ্যার পর সার্ব্বভৌমকে ডাকিয়া আনিবার জন্য রামুকে পাঠাইয়া দিল।

খানিক পরে বাঁ হাতে কেরোসীনের ডিবাভরা লণ্ঠন এবং ডান হাতে লাঠি লইয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় উপস্থিত হইলেন, এবং লণ্ঠনের আলোটী নিবাইয়া এক পার্শ্বে রাখিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। পরেশ তখন কোথায় কোথায় নিমন্ত্রণ হইয়াছে তাহা তাঁহাকে জানাইল, এবং এ বিষয়ে আর কোনও ত্রুটী আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। সার্ব্বভৌম গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "আমার পরামর্শ মত যে কাজ হয়েছে, তার মধ্যে ত্রুটী থাকাই সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার যত চেষ্টা সব বৃথা হলো।"

পরেশ শঙ্কিতচিত্তে এই ব্যর্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সার্ব্বভৌম উত্তরে পুষ্করিণীঘটিত ব্যাপারের কথা বলিলেন এবং ইহা লইয়া গ্রাম মধ্যে পরেশের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহাও প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া পরেশ বিস্ময়ের সহিত বলিল, "আমি তো পুষ্করিণীর জল ব্যবহার কত্তে বাধা দিই নাই, শুধু জল দূষিত কত্তেই নিষেধ করেছি।"

সার্ব্বভৌম গম্ভীর ভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "বাপু, ম্লেচ্ছের শাস্ত্র পাঠ করে তোমরা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম সব বিস্মৃত হয়েছ কিনা। আমাদের শাস্ত্রে আছে—"আপো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ।" যিনি নারায়ণ, তাঁকে কি কেউ দূষিত কত্তে পারে?

বলিয়া সার্ব্বভৌম ঈষৎ অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন। পরেশ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "জলের উপর এই যে দেবত্বের আরোপ, এটা বোধ হয় তাকে পবিত্র রাখবার জন্যই কল্পিত হয়েছে। সুতরাং তাকে অপবিত্র করবার অধিকার কারো নাই।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "বাপু, আমি ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিত, শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিতে পারি, অধিকার অনধিকারের বিচার করবার শক্তি আমার নাই।"

পরেশের কুঞ্চিত ললাটে রোষের রেখা প্রকটিত হইল। সার্ব্বভৌম তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই বলিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ; দেশে করালী ভায়ার শক্র কত তা তো জান না! আমি কত কষ্টে সকলকে বশ করে তোমাকে সমাজে চালাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার অদৃষ্ট! গ্রামের একজনও যে তোমার বাটীতে আসে এমন বোধ হয় না।"

পরেশ বলিল, "এটা কি আমার উপর সম্পূর্ণ অবিচার নয়?"

সার্ব্বভৌম হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "বলেছি তো, লেখাপড়া শিখলেও তুমি এখনো নিতান্ত ছেলেমানুষ। জান না গাঁয়ে তোমার কত শক্র! গোড়াতেই তোমাকে ইঙ্গিত করেছিলাম; ঐ যে ঘোষালকে দেখ্‌ছ না, ও বড় কম লোক নয়, 'সাপ হয়ে খায়, ওঝা হয়ে ঝাড়ে।' এতখানি গোলযোগ বাধাবার মূলই তো ঐ।"

পরেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন উপায়?"

গাম্ভীর্য্য সহকারে মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে সার্ব্বভৌম বলিলেন, "উপায় তো কিছু দেখছি না। তবে আমি যখন এর মধ্যে আছি, তখন উপায় একটা কত্তেই হবে। তুমি এক কাজ কত্তে পারবে?"

পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। তুমি যা

করেছ, তার জন্য পাঁচজনের কাছে মাপ চেয়ে কিছু দণ্ড দিলেই বোধ হয় গোলযোগটা মিটে যেতে পারে।"

পরেশের মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের ন্যায় গম্ভীর হইল; সে মস্তক উন্নত করিয়া স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "আমি এমন কোন অন্যায় কাজ করি নাই, যার জন্য মাপ চাইতে যাব, এবং দণ্ড দিয়ে এত বড় অন্যায়ের প্রশ্রয় দেব।"

উত্তরটা সার্ব্বভৌমের নিকট যে প্রীতিকর হইল তাহা নহে, তথাপি তিনি কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "করালী ভায়ার ছেলের উপযুক্ত কথা বটে। কিন্তু ভেবে দেখ বাবাজি, উপস্থিত তোমার একটা দায়।"

ক্রুদ্ধভাবে পরেশ বলিল, "যত বড় দায়ই হোক, তার জন্য আমি এই অন্যায়ের কাছে মাথা হেঁট কত্তে পারব না।"

ক্ষুণ্নস্বরে সার্ব্বভৌম বলিলেন, "কিন্তু তোমার এই উদ্যোগ আয়োজন—"

উত্তেজিত কণ্ঠে পরেশ উত্তর ন, "এই নির্ব্বোধ সমাজকে বাদ দিয়ে কাঙ্গাল গরীবদের নিয়ে আম ায়োজন সার্থক করবো।"

অবশেষে সার্ব্বভৌম প্রস্তাব লন, মাপ চাহিবার প্রয়োজন নাই, গোপনে দণ্ড স্বরূপ কিছু দেওয়া ক। কিন্তু পরেশ এ প্রস্তাবেও সম্মতি দিল না; বরং আরও রাগিয়া লিল, "যে সমাজ ঘুষ নিয়ে ধর্ম্মকে বজায় করবার চেষ্টা করে, সে সমা হতে দূরে থাকাই আমি শ্রেয়ঃ জ্ঞান করি।"

অগত্যা সার্ব্বভৌম নিরস্ত হইয়া প্রত্যাব ন করিলেন, এবং বাটী ফিরিয়া মত প্রকাশ করিলেন, "হাজার টাক দিলেও পরেশের মত অহিন্দুকে সমাজে গ্রহণ করা হইবে না।"

ইহা ছাড়া তিনি গোপনে অনেকের কাছে কাশ করিলেন যে,

পরেশের আর সে তেজ নাই, কৃতকর্ম্মের জন্য সে এখন অনুতপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এত বড় একটা লোক, পাঁচজনের কাছে মাপ চাহিয়া মাথা হেঁট করিতে পারে না ; কাজেই সে গোপনে সার্ব্বভৌম মহাশয়কে পাঁচশত টাকা ঘুষ দিয়া সমাজভুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, সার্ব্বভৌম কিন্তু ঘৃণার সহিত টাকাগুলা প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছেন। ছিঃ, ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাদাতা হইয়া তিনি কি এতবড় একটা অধর্ম্মের কাজ করিতে পারেন ?

যাহারা ইহা শুনিল, তাহারা সার্ব্বভৌম মহাশয়ের এই অসাধারণ ত্যাগস্বীকারে চমৎকৃত হইল, এবং ঘোর কলি হইলেও এখনও যে যথার্থ নির্লোভ ত্যাগী ব্রাহ্মণের অভাব হয় নাই, ইহাই ভাবিয়া যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিল। কিন্তু যেদিন পরেশ ডাক্তারের বাড়ী হইতে লুচীর সুগন্ধ উত্থিত হইয়া পল্লী আমোদিত করিল, এবং সেই ঘৃতপক্ক লোভনীয় পদার্থগুলা ইতর চাঁড়াল, হাড়ী, মুচিদের পাতে স্তূপাকারে পড়িতে লাগিল, তখন অনেকেই সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নির্লোভতার প্রশংসা করিতে পারিল না। এখনও শুনা যায়, নিমন্ত্রণরক্ষার্থ না হইলেও সমাজের কেহ কেহ নাকি সেদিন কৌতূহল নিবারণ ও মৌখিক আত্মীয়তা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে পরেশ ডাক্তারের বাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়াত করিয়াছিলেন, এবং প্রতিবেশীরা তাঁহাদের গৃহে লুচীসন্দেশের আকস্মিক আবির্ভাব দর্শনে শুধু আশ্চর্য্যান্বিত হয় নাই, উহার আবির্ভাবের মূলতত্ত্বানুসন্ধানেও যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির প্রয়োগ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা সফল হইয়াছিল কিনা জানা যায় নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"বৌমা!"

"কেন গা পিসীমা?"

"তোমার বাবাকে কিন্তু গাল না দিযে থাকতে পাচ্চি না বাছা। ছেলেটা ঘুরে ফিরে এলো, আর তুমি উনানশালে ব'সে কচ্চো কি?"

অনুপমা মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া একখানা কাঠ উনানে গুঁজিয়া দিতে দিতে মৃদু স্বরে বলিল, "দুধটা পড়ে আছে, জ্বাল দিয়ে রাখছি।"

একটু রাগতস্বরে পিসীমা বলিলেন, "এই তরেই তো বাছা আমার মুখ দিয়ে ভাল কথা বের হয় না! বলি, এতদিন তোমার কোন্ মাসী পিসী এসে দুধ জ্বাল দিত বল তো?"

মুখ নীচু করিয়া অনুপমা মৃদু হাসিল। পিসীমা কাছে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "নাও, ওঠ, দেখ ওর পান জল কি চাই।"

অনুপমা উঠিল না, নীরবে নতমুখে বসিয়া একখানা কাঠ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। পিসীমা স্বরটাকে একটু উচ্চ করিয়া বলিলেন, "বসে রইলে যে, ওঠো না। তা দেখ বাছা, এদ্দিন আমি সব দেখে শুনে এসেছি, কিন্তু আর আমি তা পারবো না বলে রাখছি; আমার শোক তাপের শরীর, চিরদিন কি তোমাদের সংসার ঠেলে মরবো? এখন তোমরা নিজের সংসার নিজে দেখে শুনে নাও।"

অগত্যা অনুপমা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ধীরে ধীরে রন্ধনশালা হইতে বাহির হইল। বাহির হইতে তাহার পা দুইটা যেন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অনুপমা এ বাড়ীতে পাঁচ ছয় দিন আসিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার

মধ্যে একদিনও তাহার স্বামিসম্ভাষণ হয় নাই। কাজের গোলমালেই কয়দিন কাটিয়া গিয়াছে। এই কয় দিনে তাহার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, কথাবার্ত্তাও যে হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু ঠিক স্বামী স্ত্রীর মত কথাবার্ত্তা একদিনও হইয়া উঠে নাই। পরেশ আসিয়া প্রয়োজনীয় জিনিষ বা টাকা পয়সা চাহিয়াছে, অনুপমাও তাড়াতাড়ি তাহা বাহির করিয়া দিয়াছে। পরেশ তাহা লইয়া চলিয়া গিয়াছে, অনুপমাও অন্য কাজে মন দিয়াছে,—এইমাত্র। ইহার ভিতর স্বামী স্ত্রীর মত কথা—যে কথায় উভয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, প্রাণের নিবিড় আবেগ উথলিয়া উঠে, তেমন কথা একটীও হয় নাই। উভয়ের হৃদয় উভয়ের নিকট অপরিচিতই রহিয়া গিয়াছে।

আজিও সেই অপরিচিত হৃদয় লইয়া সহসা পরিচিতের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে অনুপমা যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বক্ষের অস্বাভাবিক স্পন্দন সে কিছুতেই থামাইতে পারিল না।

আঁচলে মুখখানা ভাল করিয়া মুছিয়া, কাপড়টা বেশ গুছাইয়া পরিয়া অনুপমা যখন স্পন্দিত-বক্ষে কম্পিত-পদে পরেশের ঘরে ঢুকিল, পরেশ তখন জামা কাপড় ছাড়িয়া খোলা জানালার কাছে একখানা চৌকীর উপর বসিয়াছিল। টেবল-ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোকে ঘরের সকল জিনিষই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। মৃদু বাতাসে খাটের উপরের মশারির ঝালরটা ঝির ঝির করিয়া কাঁপিতেছিল।

পরেশ দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল। অনুপমার পদশব্দে একবার ফিরিয়া চাহিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া যেমন বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া রহিল। অনুপমা ঘরে ঢুকিয়া এক পাশে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কি করিবে, কি বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

কিন্তু এমন ভাবে চুপ করিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা যায়? অগত্যা অনুপমাকে কথা কহিতে হইল। সে বহুকষ্টে সঙ্কোচের ভাবটাকে চাপিয়া এক প্রকার জোর করিয়াই বলিয়া ফেলিল, "পান চাই?"

কথাটা কিন্তু এমনই অসাময়িক, এমনই বেখাপ্পা শুনাইল যে, অনুপমা নিজের কথায় নিজেই লজ্জিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। লজ্জায় তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল।

পরেশ ফিরিয়া চাহিয়া মৃদু হাসিল; বলিল, "এমন সময়ে আমি পান খাই না।"

অনুপমা মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা হইল, ঘর হইতে ছুটিয়া পলায়, কিন্তু পা দুইটা যেন উঠিতে চাহিল না। অগত্যা সে নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া পায়ের বুড়া আঙ্গুলটা মেঝেতে ঘষিতে লাগিল। পরেশ তাহার এই বিপন্ন অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে বলিল, "এক গ্লাস জল দিয়ে যাও।"

ঘরে কুজায় জল ছিল। অনুপমা জল গড়াইয়া গ্লাস হাতে দাঁড়াইয়া রহিল। গ্লাসটা হাতে দিবে কি পাশে রাখিবে, ইহা স্থির করিতে পারিল না। পরেশ মুখ ফিরাইয়াছিল, সুতরাং সে অনুপমার ইতস্ততঃ ভাবটুকু লক্ষ্য না করিয়াই গ্লাস লইবার জন্য বাড়াইল। অনুপমা ধীরে ধীরে গিয়া স্বামীর হাতে গ্লাস দিতে উদ্য হইল; কিন্তু তাহার হাতটা সহসা এমনই কাঁপিয়া উঠিল যে, গ্লাস স্বা হাতে না পৌঁছিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। পড়িবামাত্র কাচের গ্লাস ঝন্ ঝন্ শব্দে শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। জলে ঘর ভাসিতে । অনুপমা লজ্জায় সঙ্কোচে যেন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। রপর ব্যস্তভাবে

আঁচল দিয়া মেঝের জল তুলিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল। পরেশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "হাঁ, হাঁ, ওকি কর; এখনি হাতে পায়ে কাচ ফুটিয়ে আবার একটা অনর্থ করে বসবে?"

এবার অনুপমার লজ্জার পরিবর্ত্তে ভয়ানক রাগ হইল। দৈবাৎ গ্লাসটা পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া সে কি এমনই অপদার্থ যে, মেঝের এই জলটুকুও পরিষ্কার করিয়া লইতে পারিবে না? সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, আর জলে মেঝেটা ভাসিয়া যাইবে? তাহার বলিতে ইচ্ছা হইল, "না গো ডাক্তার বাবু, আমি হাতে পায়ে কাচ ফুটাইয়া তোমাকে একটুও ব্যতিব্যস্ত করিব না। আমি কাজ করিতে জানি।"

কিন্তু একটা দোষ করিয়া সে এত বড় স্পর্দ্ধার কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। শুধু দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া নিঃশব্দে ধীরে ধীরে কাচের টুকরাগুলিকে এক পাশে সরাইয়া আঁচল দিয়া জল মুছিতে লাগিল। পরেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, "পরের কথা শুনে আর কখনো সাহেব সুবোর ঘরে এমন ক'রে এসো না।"

পরেশ কথাটা সামান্য পরিহাসের ভাবেই বলিয়াছিল, অনুপমা কিন্তু সেটাকে তীব্র শ্লেষ বলিয়াই বুঝিয়া লইল। সে যেন ইচ্ছা করিয়া এ ঘরে আসে নাই, আসিতে ভয় বা সঙ্কোচ বোধ করে; শুধু পিসিমার প্রেরণাতেই আজ আসিয়াছে। স্বামীর যেন ইহাই নিশ্চিত ধারণা। এই ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য কতকগুলা কথা তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিল। অনুপমা কষ্টে বাগ্‌যন্ত্রকে সংযত করিয়া রাখিল। সে ধীরে ধীরে মেঝে মুছিয়া ফেলিল, এবং কাচের টুকরা গুলিকে একটী একটী করিয়া আঁচলে তুলিয়া লইল। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর মুখের উপর একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ

করিয়া অতিমাত্র ব্যস্তপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পরেশ যেমন চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া রহিল।

কাচচূর্ণগুলাকে নর্দ্দমার পাশে ফেলিয়া দিয়া অনুপমা কাপড় ছাড়িল, এবং চোখে মুখে জল দিয়া মনটাকে স্থির করিয়া লইল। তখন স্বামীর জলপানেচ্ছার কথা মনে পড়িল। মনে পড়িতেই সে তাড়াতাড়ি পিসীমার ঘর হইতে জল গড়াইয়া লইয়া গমনোদ্যত হইল। কিন্তু ঘরের দরজার কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, এবং পুনরায় জল লইয়া যাওয়া উচিত কি অনুচিত ইহাই ভাবিতে লাগিল। তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান উচিত হইলেও লজ্জায় পা যেন উঠিতে চাহিল না। সে জলের গ্লাস হাতে দরজার উপর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পিসীমা রন্ধনশালার দরজা হইতে উঁকি দিয়া বলিলেন, "কে দাঁড়িয়ে? বৌমা?"

অনুপমা উত্তর দিল, "হাঁ।"

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরেশকে জলটল দিয়েছ?"

মৃদুস্বরে অনুপমা বলিল, "জল খাবে না।"

পিসীমা বলিলেন, "তবে এসে ময়দাটা মেখে দাও। আমি ততক্ষণ তরকারীটা চাপিয়ে দিই।"

অনুপমা জলের গ্লাসটা পুনরায় ঘরে রাখিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল।

স্বামী ও স্ত্রী, ইহা হইতে নিকট সম্পর্ক আর কি আছে? তবে এই নিকট-সম্পর্কীয়ের কাছে যাইতে, তাহার সহিত কথা কহিতে এত লজ্জা কেন? প্রথম প্রথম কি এমনই লজ্জা হয়? কে জানে! কিন্তু এই লজ্জার ফলে যদি উভয়ের মধ্যে একটা বিরুদ্ধ ধারণার ব্যবধান আসিয়া পড়ে, স্বামী যদি মনে করেন, আমি তাঁহার সম্মুখে

যাইতে অনিচ্ছুক, সাহেব বলিয়া আমি তাঁহাকে ঘৃণা করি, ভয় করি। ছি ছি, সে কি ভয়ানক ধারণা ? না না, যেমন করিয়া হউক, তাঁহার এই ধারণাকে দূর করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার এই ভ্রান্ত ধারণারই বা মূল কি ? দোষী কি সে একাই ! কৈ, তিনিও তো তাহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটুও আগ্রহ প্রকাশ করেন না, বরং এমনই একটা ঔদাসীন্য দেখাইয়া থাকেন, যাহাতে মনে হয়, তাহাকে তিনি কিছুমাত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন না। তবে নিষ্প্রয়োজনীয় রূপে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া ফল কি ? ইহাতে হয় তো শুধু আপনার দৈন্যই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু তিনি যে তাহাকে ঘৃণ্যপদার্থ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার এই ধারণাটুকু দূর করিয়া দেওয়া কি উচিত নয় ?

সমস্ত রাত্রির মধ্যে অনুপমা একবারও ঘুমাইতে পারিল না, শুধু স্বামীর ও নিজের মধ্যে কোন্‌টা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তাহারই আলোচনা করিতে করিতে রাত্রি কাটাইয়া দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরদিন অপরাহ্ণে পরেশ রোগী দেখিতে বাহির হইবার জন্য কাপড় ছাড়িতে আসিয়া ঘরে ঢুকিতেই দরজার কাছে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। অনুপমা তখন ঘরের মাঝখানে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একাগ্রচিত্তে কি একটা দেখিতেছিল। মাথায় কাপড় ছিল না; কালো মেঘের মত এলায়িত চুলগুলা পিঠ ঢাকিয়া টেবিলের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল; তাহারই পাশ দিয়া নিটোল গণ্ডদেশের সুগৌর আভা ঠিক মেঘের পাশে সৌদামিনীর দীপ্ত ছটার ন্যায় বোধ হইতেছিল। মুখের অপর কোন অংশ দেখা না গেলেও ওষ্ঠাধরের এক প্রান্ত দিয়া যে প্রসন্নতার একটু স্নিগ্ধ হাস্য উছলিয়া উঠিতেছিল, পরেশ মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

পরেশ গলার একটু শব্দ করিতেই অনুপমা চমকিত ভাবে পিছন ফিরিয়া চাহিল, এবং পশ্চাতে দরজার উপর পরেশের হাস্য-সমুজ্জ্বল মুখের দিকে দৃষ্টি পাড়তেই এমন অদ্ভুত ব্যস্ততার সহিত আপনার অসংযত গাত্রবস্ত্র সংযত করিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইল যে, পরেশ হা হা করিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। হাসিতে হাসিতে বলিল, "ছি ছি, করলে কি, শেষে সাহেবকে মুখখানা পর্য্যন্ত দেখিয়ে ফেললে?"

অনুপমা মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এমন একনিষ্ঠ হ'য়ে কি ওটা দেখছিলে?"

অনুপমা তাড়াতাড়ি খানকতক বই কাগজ দিয়া দ্রষ্টব্য বস্তুটাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিল। পরেশ কিন্তু ছাড়িল না, সে একেবারে

টেবিলের ধারে আসিয়া বই কাগজগুলা সরাইয়া সহাস্যে বলিয়া উঠিল, "ওঃ, এই ফটোখানা দেখছিলে বুঝি ?"

লজ্জায় অনুপমার মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল ; সে মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিল। পরেশ বলিল, "জলজ্যান্ত মানুষটা ফেলে তার ফটোখানার উপর এত আগ্রহ কেন ?"

অনুপমা ঘোমটা একটু সরাইয়া স্বামীর মুখের উপর একটা রোষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল। পরেশ বলিল, "ওখানা বিলেতে থাকবার সময় তুলেছিলাম, তাই সাহেবী পোষাক। এবার কলকাতায় গেলে বাঙ্গালীর পোষাকে একখানা ফটো তুলিয়ে আনব। সাহেবী পোষাকে আমাকে মোটেই মানায় না। না ?"

অনুপমা চাপা গলায় মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "মানায় না বৈকি ?"

একটু চাপা হাসি হাসিয়া পরেশ বলিল, "মানায় ? তবে এখন থেকে না হয় সাহেবী পোষাকই পরবো।"

অনুপমা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না না, সাহেবী পোষাক আবার কেন ?"

পরেশ নীরবে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। অনুপমাও নতমস্তকে আঙ্গুল দুইটা টেবিলের উপর ঘষিতে থাকিল।

একটু পরে পরেশ বলিল, "কিন্তু তুমি বড় অন্যায় কাজ করেছ। সাহেবের ঘরে ঢুকেছ, ঘরের জিনিষ পত্র সব ছুঁয়েছ, সাহেবের সঙ্গে কথা কয়েছ। লোকে শুনলে তোমায় আবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

অনুপমা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া স্বামীর মুখের উপর কৃত্রিম কোপপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

ট্রাঙ্কের উপর যেখানে বাহিরে যাইবার জামা কাপড়গুলা

বিশৃঙ্খল ভাবে জড়াজড়ি করিয়া পড়িয়া থাকিত, পরেশ সেইদিকে যাইয়াই একটু বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "আমার কাপড় চোপড় সব কোথায় গেল ?"

মৃদু হাসিয়া ধীরস্বরে অনুপমা বলিল, "চুরি গেছে।"

পরেশ বলিল, "চুরি গেলে তো চলবে না, আমাকে যে এখনি বাইরে যেতে হবে।"

মুখ তুলিয়া অনুপমা বলিল, "এমন সময় আবার বাইরে যাওয়া কেন ?"

সহাস্যে পরেশ বলিল, "ঘরে থেকেই বা হবে কি ?"

অনুপমা মুখ নামাইয়া লইল। একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যেতে হবে ?"

"কেশের হাটে—রোগী আছে।"

"ফিরবে কখন ?"

"বোধ হয় রাত হবে।"

"না না, রাত ক'রো না, সকাল সকাল ফিরে এসো।"

পরেশের মুখ চোখের উপর দিয়া একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব আনন্দের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "ভাল, তোমার এই প্রথম অনুরোধটা রক্ষা করবার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করবো।"

অনুপমা একটু হাসিল। পরেশ বলিল, "এখন কাপড় চোপড় গুলা—"

অনু। বললাম তো চুরি গেছে।

পরেশ। কিন্তু চোর সামনে আছে। আর সে চোরের শাস্তি কিরূপে দিতে হয়, তাও আমি জানি।

পরেশ হাত বাড়াইয়া অনুপমার হাতখানা ধরিতে গেল।

অনুপমা একটু পশ্চাৎপদ হইয়া দেওয়ালের পার্শ্বে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। পরেশ দেখিল, সেখানে কাঠের আলনা আসিয়া বসিয়াছে, এবং তাহারই উপর জামা কাপড়গুলি স্তরে স্তরে সুসজ্জিত ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। মৃদু হাসিয়া পরেশ বলিল, "ওখানে আবার ও গুলা রাখলে কেন?"

মুখখানা ভারী করিয়া অনুপমা বলিল, "ভাল না দেখায়, যেখানে ছিল সেইখানে এনে রেখে দিচ্চি।"

পরেশ বলিল, "সে তুমি না রাখলেও হবে। কেন না—"

কথাটা শেষ না করিয়াই পরেশ থামিয়া গেল; তাহার প্রফুল্ল মুখখানা সহসা গম্ভীর হইয়া আসিল। অনুপমা উদ্বিগ্নচিত্তে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

পরেশ বলিল, "সকলেই চলে গেল, কিন্তু তুমি যে গেলে না?"

আরক্ত মুখে অনুপমা বলিল, "পাঠিয়ে দিলেই যাই।"

ঈষৎ হাসিয়া পরেশ বলিল, "যদি না পাঠাই?"

অনুপমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ তাহার গম্ভীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে বলিল, "ভয় নাই, বিশ্বাসের এতটা অপব্যবহার আমার দ্বারা হবে না। তোমার ইচ্ছা হলেই রামুকাকাকে ব'লো, সে রেখে আসবে।"

বলিয়া পরেশ, অনুপমার নিকট হইতে গমনে অনিচ্ছাসূচক একটা উত্তর পাইবার আশায় তাহার মুখের উপর উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরও তেমন কোন উত্তর না পাইয়া হতাশভাবে মুখ ফিরাইয়া লইল। একটু শ্লেষপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ফিরে গিয়ে বোধ হয় তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হবে?"

অনুপমা নতমুখে একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "কি জানি।"

সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পরেশও কাপড় ছাড়িয়া ডাকে বাহির হইল।

গ্রামান্তরে ডাক ছিল। রোগী দেখিয়া পরেশ যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে ডাক্তারখানায় না গিয়া একেবারে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাড়ীটা অন্ধকার, শুধু ভাঁড়ার ঘরের দরজায় একটা প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহারই কাছে বসিয়া পিসী তারাসুন্দরী মালা ফিরাইতেছিলেন। পরেশের পায়ের শব্দ শুনিয়া তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "কে রে পরেশ এলি ?"

পরেশ উত্তর দিল, "হাঁ।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "রামু কোথায় গেল, ঘরের আলোটা জ্বেলে দিত।"

পরেশ থমকিয়া দাঁড়াইল। তারাসুন্দরী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "মনে করলাম, বৌটা এল, একটু নিশ্চিন্দি হলাম। কিন্তু তা কি হবার যো আছে ? পোড়ারমুখো মিন্‌সে এসে নিয়ে গেল, বলে ছোট বোয়ের অসুখ। হতচ্ছাড়া হাড়হাবাতে মিন্‌সে। আচ্ছা থাক সে মেয়ে নিয়ে, দেখি আমি এর শোধ নিতে পারি কি না।"

পরেশ নীরবে দাঁড়াইয়া সিঁড়ির গায়ে জুতার আগাটা ঠুকিতে লাগিল। তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন, "বৌমারই বা কি আক্কেল! এত করে বললাম, 'বৌমা, তোমার ঘর, তোমার দোর, তোমার সংসার, তোমার কি এখন পরের ঘরে থাকা সাজে ?' তা কিছুতেই শুনলে না, বলে খুড়িমার অসুখ! যেমন কাকা, তেমনি ভাইঝি।

আচ্ছা আচ্ছা, আমিও যদি এর শোধ না নিই তবে আমার নাম তারা বামনীই নয়। লক্ষীছাড়া অধঃপেতে হাড়হাবাতে মিন্‌সে!"

পরেশ আর দাঁড়াইল না, উপরেও উঠিল না, দ্রুতপদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইল।

কম্পাউণ্ডার হরিচরণ তখন দৈনিক কাজ শেষ করিয়া সবেমাত্র সিগারেটটী ধরাইয়াছিল, এমন সময় হঠাৎ ডাক্তারবাবুকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি মুখের সিগারেটটা বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিল। পরেশ চেয়ারখানা টানিয়া বসিয়াই বলিল, "আজকার ওষুধের হিসাবটা দেখি।"

হরিচরণ সিগারেটটা আলমারীর নীচে ফেলিয়া দিয়া ব্যস্তভাবে হিসাবের খাতা আনিয়া হাজির করিল। ল্যাম্পের আলোকটাকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়া পরেশ খাতা দেখিতে দেখিতে বলিল, "এর মধ্যে আর কেউ এসেছিল?"

হরিচরণ উত্তর করিল, "কৈ, না।"

পরেশ খাতাটা সরাইয়া রাখিয়া একখানা ডাক্তারি বহি খুলিল। হরিচরণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "খানিক আগে একটী মেয়ে এসেছিল।"

একটু চড়া সুরে পরেশ বলিল, "তবে যে বললে কেউ আসে নি?"

হরিচরণ দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কে সে? কাদের মেয়ে?"

হরিচরণ শঙ্কাজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল, "তা জিজ্ঞাসা করি নি। তাকে খানিকবাদে আসতে বলে দিয়েছি।"

ক্রুদ্ধস্বরে পরেশ বলিল, "খুব বুদ্ধিমানের কাজই করেছ। একটা মেয়ে ছেলে, সে রাত্রে আবার ছুটে আসবে, অথচ এমন বুদ্ধিমান্

ছোকরা তুমি যে, তার নাম ঠিকানাটা পর্য্যন্ত জেনে নিতে পারলে না। ফুল!”

হরিচরণের মুখের উপর একটা তিরস্কার পূর্ণ কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পরেশ অস্থির হস্তে ডাক্তারি বহির পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। হরিচরণ ভয়ে ভয়ে আলমারির পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

“ডাক্তার বাবু!”

পরেশ চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। চাহিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সহসা দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। দেখিল, একটী পনর ষোল বছরের মেয়ে—যুবতীও নয় কিশোরীও নয়, এমনই একটী মেয়ে আসিয়া দরজার উপর দাঁড়াইয়াছে। রূপ—রূপে যদি কিছু মাধুর্য্য থাকে, তবে তাহা সেই অস্ফুটযৌবনা কিশোরীর সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোক তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে, উদ্বেগে আশঙ্কায় মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে, অযত্নবিন্যস্ত কোঁকড়া কোঁকড়া কয়েকগাছা চুল আসিয়া গালের পাশে পড়িয়াছে, যেন ফোটা ফুলের গায়ে নিবিড় শ্যাম পল্লবদল আপনার দেহ এলাইয়া দিয়াছে। টানা টানা ভাসা ভাসা চোখ দুইটা হইতে শুধু একটা অব্যক্ত কাতরতা ফুটিয়া উঠিতেছে। পরেশ ক্ষুব্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে এই অপরূপ লাবণ্যময়ী কিশোরীর দিকে চাহিয়া রহিল।

ডাক্তারকে আপনার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া কিশোরী লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া, মৃদু করুণকণ্ঠে বলিল, “আমার মার বড় ব্যামো ডাক্তার বাবু, দয়া করে একবার যাবেন?”

তাহার কথায় পরেশের যেন চমক হইল। আপনার অভদ্রতায় আপনি লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল; ব্যগ্রস্বরে বলিল, “চলুন, কোথায় আপনাদের বাড়ী?”

কিশোরী বলিল, "দক্ষিণ পাড়ায় রমানাথ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী।"

"আপনার মার কি অসুখ ?"

"জ্বর, বোধ হয় বিকার হয়েছে।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে কিশোরীর মুখখানা ভয়ে যেন সাদা হইয়া গেল। পরেশ হরিচরণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হ্যারিকেনটা জ্বেলে দাও। রামু কাকাকে ডেকে ওষুধের বাক্স নিয়ে এঁদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবে। যতক্ষণ না আমি ফিরি, ততক্ষণ ডাক্তারখানা বন্ধ কোরো না।"

হরিচরণ তাড়াতাড়ি হ্যারিকেন জ্বালিয়া দিল। রোগপরীক্ষার যন্ত্রাদি পকেটেই ছিল। পরেশ হাত দিয়া সেগুলা একবার টিপিয়া দেখিল, তারপর হ্যারিকেন লইয়া দ্রুতপদে কিশোরীর সহিত প্রস্থান করিল।

ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে হরিচরণ আলস্য ভাঙ্গিয়া হাই তুলিয়া তুড়ি দিল। তারপর পরিত্যক্ত সিগারেটটা খুঁজিয়া লইয়া, চেয়ারের উপর ঝাঁকিয়া বসিল, এবং সিগারেট ধরাইয়া তাহাতে মৃদুমন্দ টান দিতে দিতে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—

"তুমি কাদের কুলের বৌ,
গো তুমি কাদের কুলের বৌ।"

নবম পরিচ্ছেদ

রমানাথ ভট্টাচার্য্য যাদব সার্ব্বভৌমের নিকট জ্ঞাতি। রমানাথের পিতা কাশীনাথ বাচস্পতি দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। দশ বারো ক্রোশের মধ্যে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আর ছিল না, অধ্যাপক-বিদায় স্থলে তাঁহার সমান উচ্চ বিদায়ও কেহ পাইত না। বহু দূরদেশ হইতে অনেকে তাঁহার নিকট স্মৃতিশাস্ত্রের পাঠ লইতে আসিত। সার্ব্বভৌম মহাশয়ও ইঁহার নিকটেই ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক স্থলেই আপনাকে কাশীনাথ বাচস্পতির ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া উচ্চ সম্মান লাভ করিতেন।

এতাদৃশ বিখ্যাত পণ্ডিত কাশীনাথ কিন্তু পুত্র রমানাথকে সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করিলেন না, তিনি পুত্রকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিতে মনস্থ করিয়া তাহাকে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। অধ্যাবসায়-সম্পন্ন রমানাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি লইয়া কলিকাতায় গিয়া এফ, এ পড়িতে লাগিল।

যে বৎসর রমানাথ এফ, এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইল, সেই বৎসর কাশীনাথ স্বর্গারোহণ করিলেন। অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইলেও কাশীনাথ কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ব্যতীত আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চানিরত চিত্তে অর্থসঞ্চয়ের চিন্তা স্থান পায় নাই, যাহা উপার্জ্জন করিতেন, ছাত্রমণ্ডলীর ভরণপোষণেই তাহা ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। সুতরাং পিতার মৃত্যুতে রমানাথকে পড়া ছাড়িয়া অর্থান্বেষণে মনোনিবেশ করিতে হইল। সে যুবতী স্ত্রী ও শিশুকন্যা শৈলজাকে রাখিয়া কলিকাতায় কার্য্যস্থলে যাত্রা করিল। যাইবার

সময় খুল্লতাত সার্ব্বভৌমের উপর দেখাশোনার ভার দিয়া গেল। রমানাথ প্রতিমাসে একবার করিয়া বাড়ী আসিত, এবং রবিবার থাকিয়া সোমবারে চলিয়া যাইত। স্ত্রী কাত্যায়নী শুধু রূপে নহে, গুণেও লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন। সুতরাং দরিদ্র রমানাথের সংসারে সুখ শান্তির অভাব ছিল না।

কিন্তু সহসা একদিন এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সাংসারিক সুখ শান্তি তিরোহিত হইবার উপক্রম হইল। কাত্যায়নীর রূপের খ্যাতিই তাহার মূল। এই যুবতী ব্রাহ্মণকন্থার অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শনে অনেক পাপিষ্ঠেরই পাশব-প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত, এবং সেই প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য তাহারা সুযোগ অন্বেষণ করিত।

সুযোগ একদিন মিলিল। কাত্যায়নী একা থাকিতে ভয় পাইতেন বলিয়া প্রতিবেশী বলাই বারিকের মা আসিয়া কাছে শুইত। সেদিন কাজের অছিলায় বলায়ের মা শুইতে আসিতে পারিল না। কাত্যায়নী আলো জ্বালিয়া রাখিয়া আধ ঘুমন্ত, আধ জাগ্রত অবস্থায় ভয়ে ভয়ে রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন।

রাত্রি যখন গভীর, তখন বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হওয়ায় কাত্যায়নী দরজা খুলিতেই এক ব্যক্তি সবেগে ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কাত্যায়নী চিনিল, সে দীনু ঘোষের পুত্র শিবু ঘোষ। কাত্যায়নী ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সে চীৎকারে শিশুকন্যা জাগিয়া উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু শিবু তাহাতে ভীত বা নিরস্ত হইল না। কাত্যায়নী মিনতি করিলেন, ভয় দেখাইলেন, ধর্ম্মের দোহাই দিলেন, কিন্তু কামোন্মত্ত পিশাচ তাঁহার কথা কাণে তুলিল না, পাশব-প্রবৃত্তির তাড়নায় সে আপনার পাপ-রিপুর চরিতার্থতা সাধনে যত্নবান্ হইল। কাত্যায়নীও

পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে আপনার সর্ব্বস্ব রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে যখন হতাশ হইয়া পড়িলেন, তখন উন্মত্তপ্রায় হইয়া পাশের ঘটীটা তুলিয়া পাষণ্ডের মস্তকে সবলে আঘাত করিলেন। সে প্রচণ্ড আঘাতে পাপিষ্ঠের মাথা কাটিয়া গেল, ঝর ঝর রক্ত ঝরিতে লাগিল। সে দুই হাতে মাথা চাপিয়া ছুটিয়া পলাইল। কাত্যায়নী আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, সংজ্ঞাহীন ভাবে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। পাপিষ্ঠের ক্ষত-মুখ-নিঃসৃত রক্তে তাহার পরিধেয় বস্ত্র রঞ্জিত হইয়া গেল।

কাত্যায়নীর চীৎকারে প্রতিবাসীদের অনেকেই সজাগ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ উঠিয়া লাঠিসোটা লইয়া রমানাথ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর দিকে ছুটিল। তাহারা আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহারা কাত্যায়নীর চোখে মুখে জল দিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল, এবং তাঁহার মুখে সকল কথা শুনিয়া একটা কুৎসিত সিদ্ধান্ত লইয়া ঘরে ফিরিল।

পরদিন এই ব্যাপার লইয়া গ্রামে প্রবল আন্দোলন চলিতে লাগিল। কেহ কেহ শিবুকে পুলিশে দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল, কেহ কেহ এই লজ্জাজনক ঘটনাকে চাপিয়া যাইতে পরামর্শ দিল। সংবাদ পাইয়া রমানাথ বাড়ী আসিল। সে পত্নীর মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। পত্নীর কথায় নিজের দৃঢ় বিশ্বাস হইলেও সে কিন্তু লোকের বিকৃত ধারণাকে দূর করিতে পারিল না। তাহারা কাত্যায়নীকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে, তাহার কাপড়ে রক্তের দাগ স্পষ্ট দেখিয়াছে। সুতরাং শিবু ঘোষ কর্ত্তৃক কাত্যায়নীর ধর্ম্ম যে নষ্ট হইয়াছে এ সম্বন্ধে তাহাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ধর্ম্মচ্যুতা পত্নীকে ত্যাগ করিবার জন্য

তাহারা রমানাথকে পরামর্শ দিল। রমানাথ অনন্যোপায় হইয়া খুল্লতাত সার্ব্বভৌমকে ধরিয়া বসিল। সার্ব্বভৌম মহাশয়ও কিন্তু কাত্যায়নীকে ত্যাগ করা ছাড়া অন্য উপদেশ দিতে পারিলেন না। স্ত্রীলোকের সতীত্ব সর্ব্বস্ব; ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক যাহার সে সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, সমাজ সেই ধর্ম্মহীনা রমণীকে স্বীয় অঙ্কে স্থান দান করিতে পারে না। শাস্ত্রও এ বিষয়ে সমাজেরই মতের পোষক।

রমানাথ কিন্তু খুল্লতাতের উপদেশ মানিয়া লইতে পারিল না। সুতরাং সমাজ কাত্যায়নীর সহিত রমানাথকেও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। রমানাথ ইহাতে ভীত হইল না, সে স্ত্রীকন্যাকে লইয়া, জন্মভূমির সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া কলিকাতাবাসী হইল।

চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা আয়ে তিনটী প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন কোনরূপে চলিতে লাগিল, কিন্তু শৈল যখন দশ ছাড়াইয়া এগারোয় পা দিল, তখন রমানাথ তাহাকে পার করিবার কোন উপায়ই দেখিতে পাইল না। ইহার মধ্যে আরও দুই তিনটী সন্তান অতিথিরূপে তাহাদের সংসারে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ঠিক অতিথিরই মত অল্পদিন মাত্র থাকিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। শুধু শৈল একাই মাতাপিতার একমাত্র সান্ত্বনার স্থল হইয়া তাঁহাদের স্নেহ ও ভালবাসা অধিকার করিয়া রহিল। স্নেহ ও সান্ত্বনার একমাত্র আধার সেই কন্যাকে রমানাথ উপযুক্ত শিক্ষা দিতেও পরাঙ্মুখ হইল না। কিন্তু শেষে সেই কন্যার পরিণাম কিরূপে সুখকর করিয়া দিবে ইহাই তাহার প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল।

পরিশেষে রমানাথ স্থির করিল, দেশে জমি জায়গা যাহা কিছু আছে সব বেচিয়া মেয়ের বিবাহ দিবে। কিন্তু এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল না, তাহার পূর্ব্বেই কলিকাতায় নবাগত প্লেগের আক্রমণে

ইহলোক হইতে প্রস্থান করিল। বিধবা হইয়া কাত্যায়নী সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া পড়িলেন। তিনি আর কলিকাতায় থাকিতে পারিলেন না, কন্যাকে লইয়া দেশের বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। দেশের ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছিল; কাত্যায়নী তাহা মেরামত করিয়া লইলেন। তাঁহার হাতে যাহা কিছু ছিল, ইহাতেই প্রায় সব শেষ হইয়া গেল।

জমিজায়গা যাহা ছিল তাহাতে দুইটী প্রাণীর সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু আট দশ বৎসরের বিনা তত্ত্বাবধানে তাহার অধিকাংশই পরহস্তগত হইয়াছিল। সার্ব্বভৌম মহাশয়ও কতক জমি অধিকার করিয়াছিলেন। কাত্যায়নী ও তাহার কন্যাকে সমাজে গ্রহণ না করিলেও তাহাদের জমি জায়গা গ্রহণ করিতে কেহই দ্বিধা বোধ করিলেন না।

কাত্যায়নী পরহস্তগত সম্পত্তির উদ্ধারের কোন উপায়ই দেখিতে পাইলেন না। কেহ কেহ মোকদ্দমা করিতে পরামর্শ দিল। কিন্তু মোকদ্দমা করিবার উপযুক্ত লোকবল বা অর্থবল কিছুই তাঁহার ছিল না। সুতরাং যেটুকু সম্পত্তি পরের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, সেইটুকু লইয়াই তিনি কষ্টে কন্যার ও আপনার ভরণপোষণ চালাইতে লাগিলেন।

কলিকাতায় বরং শৈলর বিবাহের আশা ছিল, কিন্তু দেশের সমাজে তাহার কোন আশাই রহিল না। সমাজচ্যুতা ধর্ম্মভ্রষ্টার কন্যাকে কে বিবাহ করিবে? কাত্যায়নী খুড়শ্বশুর সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট গিয়া কাঁদাকাটা করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয়ও উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। কিন্তু সে উপায় কাত্যায়নীর মনঃপুত হইল না। হীন ঘরে মূর্খ কুচরিত্র পাত্রের হস্তে তিনি কন্যাকে সমর্পণ

করিতে পারিলেন না। তিনি স্বামীর নিকট শুনিয়াছিলেন, কন্যাকে বরং আজীবন কুমারী রাখিবে, তথাপি অপাত্রের হস্তে তাহাকে অর্পণ করিবে না, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। কাত্যায়নী স্থির করিলেন, তাহাই হউক, অপাত্রের হাতে পড়িয়া সারাজীবন দুঃখ ভোগ করা অপেক্ষা মেয়ে কুমারীই থাকুক। তাঁহার বাপের পিসী যে কুমারী অবস্থাতেই সত্তর বৎসর বয়সে মারা গিয়াছিলেন। বিধাতার মনে থাকে, সুপাত্র জুটে বিবাহ হইবে; নচেৎ কন্যা আজীবন কৌমার্য্যব্রত পালন করিবে।

কাত্যায়নী এইরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন বটে, কিন্তু শৈলর বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, প্রতিবাসিনীদিগের তাহার বিবাহের চিন্তায় আহার নিদ্রা ত্যাগের উপক্রম হইল। এত বড় মেয়ে ঘরে রাখিয়া রমা ভট্চাজ্যির বৌ যে কিরূপে পেটে ভাত দিতেছে, ইহাই ভাবিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কেহ বা ইহাতে কলিকাতাবাসের প্রত্যক্ষ কুফল প্রমাণিত করিল, কেহ বা তাহার নষ্ট দুষ্ট স্বভাবের উল্লেখ করিয়া তাহাতে যে সকলই সম্ভব ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া লইল।

কাত্যায়নীর কাণেও অনেক কথা আসিতে লাগিল, কিন্তু তিনি কোন কথাতেই কাণ দিলেন না। যেমন চুপ করিয়া ছিলেন, তেমনই রহিলেন। তাঁহার পাড়া বেড়ান অভ্যাস না থাকিলেও অনেক নবীনা প্রবীণা তাঁহার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিত এবং আত্মীয়তার ভাণ করিয়া তাঁহাকে যে সকল কথা শুনাইয়া যাইত, তাহাতে তিনি গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

এ দিকে শৈল পঞ্চদশে পদার্পণ করিল। বসন্তের আগমন সম্ভাবনায় সমগ্র বনানী যেমন একটা আকস্মিক পুলকে শিহরিয়া উঠে, বনের সকল পাখীই একসঙ্গে কলতানে ডাকিয়া উঠে, সর্ব্বত্র একটা

উৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়। যৌবনের সঞ্চার সম্ভাবনায় সমগ্র দেহের মধ্যেও তেমনই একটা আকস্মিক শিহরণ দৃষ্ট হইল, প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গই যেন এক সঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল, অস্ফুট অঙ্গগুলা ধীরে ধীরে প্রস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল, দেহ ও মনে সর্ব্বত্র একটা নবীনতার উচ্ছ্বাস বহিয়া চলিল।

কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাত্যায়নী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। হায় ভগবান্! এক জনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি অপরকে করিতে হয়? মাতার পাপে কন্যাকেও কি এই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে?

কাত্যায়নী কন্যার বহির্গমন বন্ধ করিয়া দিলেন। পল্লীগ্রামে স্নান করিতে, কাপড় কাচিতে, জল আনিতে বাহিরে যাইতে হয়। সাধ্যসত্ত্বে কাত্যায়নী সে সময় কন্যাকে একা যাইতে দিতেন না, নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন।

শৈলও খুব শান্ত শিষ্ট মেয়ে। তা ছাড়া মাতার মানসিক ব্যথাও সে আপনার অন্তরে অনুভব করিতে শিখিয়াছিল। সুতরাং বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সে বাটীর বাহির হইত না। রমানাথের অধ্যয়নস্পৃহা ছিল। সে অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহার মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদই বেশী। মাতা ও কন্যা সেই সকল গ্রন্থ লইয়া অবকাশ সময় যাপন করিত। বাহিরে যাইবার বিশেষ প্রয়োজনও হইত না।

একদিন কিন্তু সে প্রয়োজন হইল, এবং সে দিন শৈল মাতার আদেশ, লজ্জা-সঙ্কোচ সব ত্যাগ করিয়া একা বাটীর বাহির না হইয়া থাকিতে পারিল না। মানসিক দুশ্চিন্তায় ও সাংসারিক কষ্টে কাত্যায়নীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তাঁহার জ্বর হইত, কিন্তু

সে জ্বর তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না ; স্নানাহারের নিয়মও মানিয়া চলিতেন না। ইহার ফলে শীঘ্রই তিনি এরূপ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন যে, তাঁহার সংজ্ঞা পর্য্যন্ত লোপ পাইল। ভয়ে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া শৈল ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পরেশ গিয়া দেখিল, রোগ তেমন কঠিন নয়, জ্বরটা খুব প্রবল হওয়ায় রোগী অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে। তবে একেবারে যে আশঙ্কা নাই এমন নহে, বুকের এক দিকে নিমোনিয়ার আক্রমণের আশঙ্কা াছে। শৈল উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখলেন, ডাক্তার বাবু ?"

পরেশ সংক্ষেপে উত্তর দিল, "ভয় নাই।"

একটু পরে রামু ঔষধের বাক্স লইয়া আসিলে পরেশ ঔষধ দিল; বুকে একটা মালিশ দিয়া বুক বাঁধিয়া দিল। তারপর রামুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমি ঘরে যাও কাকা, বাক্সটা এইখানেই থাক্।"

রামু জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যাবে না ?"

পরেশ বলিল, "একজনের এখানে থাকা দরকার।"

রামু। আমি থাক্‌লে চলবে না ?

পরেশ। তুমি তো ওষুধ খাওয়াতে পারবে না।

শৈল তাড়াতাড়ি বলিল, "ওষুধ আমি খাওয়াতে পারব; সেজন্য াপনার রাত জাগবার দরকার নাই।"

পরেশ বলিল, "রাত্রিতে পাঁচ ছয় বার ওষুধ খাওয়াতে হবে। াপনি কি রাত জেগে—"

শৈল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সে আমি খুব পারবো।"

পরেশ তখন কোন্ সময়ে কোন্ ঔষধ খাওয়াইতে হইবে শৈলকে বুঝাইয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। রামু তাহাকে বাড়ী পৌঁছা- দিয়া,- -ফিরিয়া আসিয়া দাবার উপর শুইয়া রহিল।

অনেক রাত্রিতে কাত্যায়নীর একটু চৈতন্য হইল, কিন্তু তিনি যেন বড় ছটফট করিতে লাগিলেন। শৈল ভয় পাইয়া রামুকে জাগাইল, এবং ডাক্তার বাবুকে খবর দিবার জন্য মিনতি করিতে লাগিল। এত রাত্রিতে পরেশকে জাগাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও শৈলর কাতরতা দেখিয়া রামু থাকিতে পারিল না; সে একটু বিরক্তভাবেই উঠিয়া পরেশকে ডাকিতে চলিল।

পরেশ আসিয়া দেখিল, ভয়ের কোন কারণ নাই, জ্বরের বিচ্ছেদ হইতেছে এবং তজ্জন্যই রোগীর অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক দাগ ঔষধ দিতেই কাত্যায়নী স্থিরভাবে ঘুমাইয়া পড়িলেন। শৈল ঈষৎ লজ্জিত ভাবে বলিল, "মার অস্থিরতা দেখে আমার বড্ড ভয় হ'য়েছিল, সেইজন্যই আপনাকে আবার—"

বাধা দিয়া পরেশ বলিল, "সে জন্য আপনার কুণ্ঠিত হ'বার কোন দরকার নাই। আপনি তো স্ত্রীলোক, ছেলেমানুষ, এ অবস্থায় অনেক প্রাচীন লোকেও ভয় পেয়ে থাকে।"

রাত্রি আর অল্পই ছিল, সুতরাং পরেশ অবশিষ্ট রাতটুকু সেইখানেই বসিয়া কাটাইয়া দিতে ইচ্ছুক হইল। শৈল একখানা হাতভাঙ্গা চেয়ার আনিয়া দিল। পরেশ তাহাতে বসিয়া রহিল। শৈল মাতার শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে পাখা নাড়িতে থাকিল। পরেশ বলিল, "আমি যখন জেগে আছি, তখন আপনার আর জেগে থাকার দরকার কি?"

শৈল বলিল, "তা হোক, আমার ঘুম আসছে না।"

কিন্তু খানিক পরেই পাখাটা হাত হইতে পড়িয়া গিয়া যখন নিদ্রার আগমনবার্ত্তা জানাইয়া দিল, তখন পরেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি অস্বীকার করলেও ঘুমটা যখন জোর করেই আসতে চাইছে, তখন তার সঙ্গে লড়াই করার চেয়ে, শুয়ে পড়া কি ভাল নয়?"

লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া শৈল বলিল, "না থাক।"

পরেশ বুঝিতে পারিল, তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া নিজে নিদ্রাসুখ-টুকু উপভোগ করিতে শৈল রাজি নহে। এ দিকে ঘুমও তাহার চোখ দুইটার উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়িতেছিল না; এই উভয় সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য পরেশ তাহার সহিত গল্প জুড়িয়া দিল। শৈল কোথায় কতদূর পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, তাহাদের স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর নাম কি, তাহারা কলিকাতা ছাড়িয়া কতদিন দেশে আসিয়াছে, কলিকাতা অপেক্ষা দেশ প্রীতিকর কি না, ইত্যাদি অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। শৈল সংক্ষেপে মৃদুস্বরে সে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকিল। তারপর পরেশ আপনার বিলাত যাত্রার কথা পাড়িল। জাহাজে চড়িয়া কিরূপে কতদিনে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল, বিশাল সাগরের ভীম-মূর্ত্তি দেখিয়া কেমন ভীতি-বিমিশ্রিত আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, একদিন তরঙ্গের আঘাতে জাহাজ দোদুল্যমান হইয়া যাত্রীদের হৃদয়ে কিরূপ আশঙ্কার সঞ্চার করিয়াছিল, বিলাতের স্বাধীনপ্রকৃতি ইংরাজরমণীদের চরিত্র কিরূপ মধুর, তাঁহারা বিদেশী ভদ্রলোকদের প্রতি কেমন সদ্ব্যবহার করেন, ইত্যাদি নানা কথার অবতারণা করিল। শৈল নতমস্তকে বসিয়া মুগ্ধচিত্তে তাহা শুনিতে লাগিল।

বাহিরে কোকিল, দহিয়াল, শ্যামা সমস্বরে ডাকিয়া উঠিল; গবাক্ষ পথে উষার আলোকের সঙ্গে প্রভাত-বায়ু ঝির ঝির করিয়া আসিয়া শৈলর অঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিল; রামুর দীর্ঘ আলস্য-ত্যাগ শব্দের সহিত গলার থক্ থক্ শব্দ শোনা গেল। পরেশ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "ঘুম ভাঙ্গলে এক দাগ ওষুধ খাইয়ে দেবেন। আমি ন'টার সময়ে আসছি।"

পরে চলিয়া গেল। রামু ঔষধের বাক্স লইয়া তাহার অনুসরণ করিল। শৈল মাতার শিয়রে বসিয়া পরেশের ইংরাজরমণীর প্রশংসার কথাগুলা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল।

একটু বেলা হইলে কাত্যায়নীর ঘুম ভাঙ্গিল। তিনি চোখ মেলিয়া ডাকিলেন, "শৈলি!"

শৈল তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "কেন মা?"

কাত্যায়নী বুকের বাঁধনে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"এ সব কি?'

শৈল বলিল, "থাক মা, ও ডাক্তার বাবু বেঁধে দিয়ে গেছেন।"

একটু বিস্ময়ের সহিত কাত্যায়নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার? কোন্ ডাক্তার?"

শৈল বলিল, "পরেশ ডাক্তার।"

কন্যার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কাত্যায়নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই বুঝি তাকে ডাকতে ছুটেছিলি?"

মুখ নীচু করিয়া শঙ্কিত স্বরে শৈল উত্তর দিল, "তোমার যে বড্ড অসুখ হয়েছিল মা।"

"আমার মাথা হয়েছিল" বলিয়া কাত্যায়নী পাশ ফিরিয়া শুইলেন। শৈল বিবর্ণ মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরে কাত্যায়নী মুখ ফিরাইয়া রুষ্টস্বরে বলিলেন, "তুই কোন্ লজ্জায় গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে ডাক্তার ডাকতে গেলি বল্ দেখি?"

মৃদুস্বরে শৈল বলিল, "অসুখের চাইতে লাজটা কি বেশী?"

তর্জ্জন করিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "হাঁ বেশী; জীবনের চাইতেও লজ্জাসম্ভ্রমের দাম বেশী, তা জানিস্?"

শৈল অধোমুখে নিরুত্তর। কাত্যায়নী বলিলেন, "ডাক্তারের ভিজিট, ওষুধের দাম দিয়েছিস?"

শঙ্কা জড়িত স্বরে শৈল উত্তর দিল, "না।"

কাত্যায়নী দাঁতে দাঁত চাপিয়া রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তুই কি আমার মান ইজ্জত সব না খুইয়ে ছাড়বি না ?"

শৈল মায়ের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাত্যায়নী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সহসা বাহিরে জুতার শব্দ পাইয়া শৈল ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিল এবং ব্যস্তভাবে আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। কাত্যায়নী মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিলেন।

পরেশ দরজার বাহিরে জুতা রাখিয়া ঘরে ঢুকিল, এবং শৈলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এই যে ঘুম ভেঙ্গেছে, এখন কেমন আছেন ?"

শৈল কোন উত্তর করিল না; কাত্যায়নীও নীরবে রহিলেন। পরেশ শয্যার নিকট অগ্রসর হইয়া হাত বাড়াইয়া বলিল, "হাতটা দেখি।"

কাত্যায়নী হাতটা সরাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মেয়েটা নেহাৎ নির্ব্বোধ, একটুতে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি আপনাকে ডেকে এনেছে। আপনার ভিজিট আর ওষুধের দাম কত হয়েছে ?"

মৃদু হাসিয়া পরেশ বলিল, "ডাক্তারদের ভিজিট দিনে এক রকম, রাত্রে অন্য রকম। রাত্রে দু'বার এসেছি ; দুবারে আট টাকা হিসাবে ধরলেও ষোল টাকা, আর ওষুধের দামও চারটে টাকা হবে।"

কাত্যায়নী ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন, "আমরা বড় গরীব, এত টাকা দেবার ক্ষমতা নাই।"

তারপর কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাক্সে দশ টাকার একখানা নোট আছে, বের করে দাও।"

শৈল একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কাত্যায়নী তাহা বুঝিয়া

তাহার দিকে এমন তীব্র কটাক্ষপাত করিলেন যে, সে আর না উঠিয়া থাকিতে পারিল না। সে বাক্স খুলিয়া নোটখানি আনিয়া পরেশের সম্মুখে রাখিল। পরেশ দাঁড়াইয়া শুধু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কাত্যায়নী বলিলেন, "আর আমার হাতে একটি টাকাও নাই। এই নিয়ে আমাকে ঋণমুক্ত করুন।"

পরেশ মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া বলিল, "এতো কালকার ধার শোধ হলো। কিন্তু আজকার ওষুধের দাম, ভিজিট?"

কাত্যায়নী বলিলেন, "আমি আর ওষুধ খাব না।"

"কেন খাবেন না?"

"ওষুধের দাম দেবার সঙ্গতি আমাদের নাই।"

"এখন হাতে না থাকে, পরে দেবেন।"

"পরেও কোথাও হ'তে টাকা আসবার উপায় নাই।"

"কিন্তু ওষুধ না খেলে আপনার অসুখ বাড়তে পারে।"

"কতদুর বাড়তে পারে?"

"মৃত্যু পর্য্যন্ত।"

"তাতে আমার বিশেষ ক্ষতি নাই।"

"আপনার ক্ষতি না থাকলেও আপনার মেয়ের বোধ হয় যথেষ্ট ক্ষতি আছে।"

কাত্যায়নী একবার কন্যার মুখের দিকে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লই-লেন। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়ের ক্ষতি কি আপনার ক্ষতি নয়?"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাত্যায়নী বিষাদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ঐ মেয়েটাই আমার গলগ্রহ।"

সহাস্যে পরেশ বলিল, "অন্ততঃ এই গলগ্রহের জন্যও আপনাকে বাধ্য হ'য়ে ওষুধ খেতে হবে।"

কাত্যায়নী চুপ করিয়া রহিলেন। পরেশ একটু অপেক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলেন?"

রুদ্ধস্বরে কাত্যায়নী বলিলেন, "আপনি বিনামূল্যে ওষুধ দেবেন?"

পরেশ। ব্যবসায়ীরা মূল্য না নিয়ে জিনিষ দিতে পারে না।

কাত্যা। কিন্তু বলেছি তো, আমার মূল্য দেবার ক্ষমতা নাই।

পরেশ। টাকা ছাড়া আরও অনেক রকমে মূল্য দেওয়া যেতে পারে।

কাত্যায়নী পরেশের দিকে একবার বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি?"

মৃদু হাসিয়া পরেশ উত্তর করিল, "একটু স্নেহ, যা টাকা দিয়ে পাওয়া যায় না।"

কাত্যায়নী কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। পরেশ নোটখানা তাঁহার পায়ের কাছে রাখিয়া পায়ের ধূলা লইল। কাত্যায়নী মুখের কাপড়টা সরাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, "আমি শুনেছিলাম বাবা, তুমি বিলেত থেকে এসে পুরো সাহেব হ'য়েছ।"

পরেশ হাসিয়া উঠিল; বলিল, "সাহেব কি মানুষ নয় মা?"

কাত্যায়নী স্নেহ-সজল দৃষ্টিতে তাহার হাস্যপ্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

"বাবা হরিচরণ, ও হরি ; ওরে হরে, ও হতভাগা !"

মুখের কাছ হইতে থেলো হুকাটা সরাইয়া হরিচরণ গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "হুম্।"

"হুম্! এতক্ষণ কি কাণের মাথা খেয়েছিলি ?"

হুকাটা ডান হাত হইতে বাঁ হাতে লইয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া চড়া সুরে হরিচরণ বলিল, "দেখ পিসীমা, তোমার জ্বালায় একটু ভাববারও যো নাই।"

পিসীমা মুখখানাকে বিকৃত করিয়া উগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "ইস্, উনি ভাবচেন ? তোর আবার ভাবনাটা কিসের বল্ তো ?"

মাথা নাড়িতে নাড়িতে বিকৃত স্বরে হরিচরণ বলিল, "না, আমার কি আর কিছু ভাবনা আছে ?"

ডান হাতটা নাড়িয়া পিসীমা বলিলেন, "নাই-ই তো। সংসারের চা'লে ডা'লে, নুনে তেলে কিসে থাকিস্ ? বামুনের ভাতে আছিস, খাস্ দাস্, ফূর্ত্তি করে বেড়াস্।"

রাগে চোখ কপালে তুলিয়া হরিচরণ বলিল, "কি, আমি অমনি খাই ? দস্তুরমত টাকা দিয়ে খাই।"

পিসীমা বলিলেন, "ভারী তো টাকা! আড়াই টাকায় একটা লোকের দু'বেলা খাওয়া হয় ?"

হরিচরণ বলিল, "আলবৎ হয়। তোমার ঐ ডাঁটা চচ্চড়ি ভাত, আড়াই টাকায় সাত বেলা খাওয়া হয়।"

ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা শুনিয়া পিসীমা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন ; গালে হাত দিয়া বিস্ময়প্লুত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ!"

হরিচরণ মাথা দোলাইয়া জোর গলায় বলিল, “ওঃ [illegible], আসচে মাস হতে নিজে রেঁধে খাব। পয়সা দিয়ে কেন ছাই পাঁশ খেতে যাব?”

পিসীমা ঈষৎ অভিমানের সুরে বলিলেন, “স্বচ্ছন্দে! কে তোকে ছাই পাঁশ খেতে সাধছে বাপু।”

হরিচরণ ঘাড় নীচু করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, “সাধবে আবার কে? কেন হাত পুড়িয়ে খাব, তুমি পিসী, আপনার লোক, তুমিও দু'পয়সা পাও, আমারও খাওয়া চলে, তাই তোমার কাছে খেতে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি তো তা নও।”

পিসীমা বলিলেন, “কি নই? আপনার লোক নই?”

হরি। সম্পর্কে আপনার লোক হলেও, সে রকম কাজ তো কিছু কচ্চো না।

রাগে গর্জ্জন করিয়া পিসীমা বলিলেন, “কচ্চি না? ওরে নিকম-হারাম, মত্তে মত্তে দু'বেলা রেঁধে দিচ্চি, কোথায় জল, কোথায় পান, মায় তামাকটী, কয়লাটীর পর্য্যন্ত যোগাড় করে রাখছি।”

হরি। তবে তো আমার মাথা কিনে ফেলেছ?

পিসী। তা ছাড়া আবার কত্তে হবে কি? পায়ে তেল মাখিয়ে দিতে হবে নাকি?

পিসীমার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হরিচরণ বলিল, “আমি যেন তাই বলছি; তা ছাড়া যেন করবার আর কিছুই নাই?”

পিসীমা বলিলেন, “কি আছে তাই খুলেই বল্ না শুনি।”

মাথা নীচু করিয়া হরিচরণ আপন মনে গোঁ গোঁ করিতে করিতে বলিল, “খুলেই বল্ না! সকল কথা বুঝি খুলে বলা যায়? এই যে

চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স হতে চললো, কিন্তু সে ভাবনা কি কারো আছে ?"

পিসীমা এবার ভ্রাতুষ্পুত্রের রাগের কারণটা বুঝিতে পারিলেন। হাসি চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ের কথা বলছিস্ ?"

রোষগম্ভীর কণ্ঠে হরিচরণ বলিল, "না, আমার শ্রাদ্ধের কথা বল্‌ছি।"

পিসীমা বলিয়া উঠিলেন, "বালাই, ষাট ! তা বাছা, তোর বিয়ের কথা কি আমি ভাবি না ? দিন রাতই ভাবচি।"

বিকৃতস্বরে হরিচরণ বলিল, "হাঁ, ভেবে ভেবে কালী হ'য়ে যাচ্চো। ভাবলে এদ্দিন কবে হয়ে যেত।"

পিসীমা বলিলেন, "আমি ভাবি কি না তা তুই কি জানবি, যিনি অন্তর্যামী তিনিই জানেন। তা শুধু ভাবলেই তো হবে না, এ আর কুলীনের ঘর নয় যে জুতো মেরে মেয়ে আনবে ; তোরা যে ছেরত্তার, টাকা দিতে হবে।"

হরি। হলেই বা দিতে, সে আর কত ?

পিসী। কত কি, কম-সম করে ধ'রলেও, পণে গয়নায় পাঁচ ছ'শোর তো কম নয়।

"তবেই হয়েছে" বলিয়া হরিচরণ ম্লানমুখে মাথা চুলকাইতে লাগিল। পিসীমা বলিলেন, "কি করবো বল, আমার কি তেমন সঙ্গতি আছে ? কাজেই চুপ করে আছি। তা নৈলে তোর ভাবনা আমি দিন রাত ভাবি। তুই আমাকে যাই মনে কর্ হরি, আমি কিন্তু তোকে আপনার বলেই মনে করি।"

ঈষৎ অনুতাপের স্বরে হরিচরণ বলিল, "তা কি আমি জানি না পিসীমা, তুমি পিসী, আমি ভাইপো, এতো আর পাতান সম্পর্ক নয়।

তবে আপনার লোক বলেই রাগের মাথায় দু'চার কথা বলে ফেলি পরকে কি কেউ বলতে যায়।"

পিসীমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা তো বটেই। তা বলেছিস্ বলেছিস্। এখন উঠে কলুবাড়ী হতে তেলটা নিয়ে আয় দেখি।"

হরিচরণ তামাক না খাইলেও হুঁকাটা এতক্ষণ ধরিয়াই ছিল; এখন হুঁকাটা রাখিয়া ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল. "তা যাচ্চি। কিন্তু একটা কথা বলছিলাম—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে, বস না।"

পিসীমা আসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্মুখে বসিলেন, এবং কথাটা কি জানিবার আশায় উৎসুক নেত্রে হরিচরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হরিচরণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আচ্ছা পিসীমা, ঐ যে ভট্‌চাজ্যিদের মেয়েটা থুবড়ো হয়ে রয়েছে, শুনছি তার বিয়ে হবে না।"

পিসীমা বলিলেন, "রমা ভট্‌চাজ্যির মেয়ে তো? তা হবে কোথা হতে, ওর মায়ের যে দোষ আছে। ওরা এক ঘ'রে হয়ে আছে, এক ঘ'রের মেয়েকে কে ঘরে নেবে?"

ঈষৎ বিরক্তভাবে হরিচরণ বলিল, "রেখে দাও একঘ'রে; ও সব বাজে কথা। আমি ও কথা মানি না। তুমি ঐ মেয়েটী দেখতে পার? বোধ হয় পয়সা কড়ি কিছু লাগবে না।"

পিসীমা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে হরিচরণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ঐ মেয়েটা!"

হরিচরণ গম্ভীরভাবে বলিল, "কেন, দোষ কি? এক ঘ'রে? সে আমি চালিয়ে নেব।"

বিস্মিত কণ্ঠে পিসীমা বলিলেন, "কিন্তু ওরা দেবে কেন?"

উত্তেজিত কণ্ঠে হরিচরণ বলিল, "দেবে কেন ? বিয়ে হচ্চে না, আর বলে দেবে কেন ?"

পিসীমা একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "বিয়ে না হলেও তোকে—"

বাধা দিয়া হরিচরণ বলিল, "কেন, আমি কি ? আমার কি রূপ নাই, না গুণ নাই ? আমি লেখাপড়া জানি না ?"

মাথা নাড়িয়া পিসীমা বলিলেন, "তা জানিস্ বৈকি, তবে তোর অবস্থা তো তেমন নয় ?"

ক্রুদ্ধভাবে হরিচরণ বলিল, "অবস্থাটা এমন মন্দই বা কি ? পুরুষের দশ দশা, কখন হাতী কখন মশা। আজ কম্পাউণ্ডার আছি ব'লে তুমি কি মনে কর, আমি চিরকালই এই দশ টাকা মাইনের কম্পাউণ্ডারি করব ? হরিচরণকে তো তুমি চেননা পিসীমা, আমি কি শুধু কম্পাউণ্ডারিই কচ্চি, তলে তলে আমি ডাক্তারীর আদ্য-অন্ত সব জেনে নিচ্চি। আর একটা বছর, এক বছর পরেই দেখবে, হরিচরণ তলাপাত্র ডাক্তার এইচ্‌. সি, টলাপাত্র সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে ডাক্তারখানা খুলে বসেছে।"

ভবিষ্যতের আশায় হরিচণের মুখটা যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, পিসীমার মুখভাব তেমন হইল না। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "বেশ তো, সেই দিনই হোক্‌, তখন তোকে বিয়ের তরে ভাবতে হবে কেন ? তখন কত লোক এসে পায়ে ধরে মেয়ে সেধে দেবে।"

নাসা কুঞ্চিত করিয়া হরিচরণ বলিল, "সে তো আর আজই দিচ্চে না। এখন আপাতত তুমি ঐটা দেখ না। মেয়েটি দেখতেও বেশ সুশ্রী, ডাগর ডোগরও বটে।

পিসীমা বলিলেন, "কিন্তু বাছা, ওরা যে মত করে, এমন তো মনে হয় না।"

মুখভঙ্গী করিয়া হরিচরণ বলিল, "সাধ করে কি বলি, তোমার ব্যাভার আচরণ কিছুই আপনার লোকের মত নয়। তুমি কোথায় তাদের মত করাবে, তা নয়, নিজেই দিন থাকতে গেয়ে উঠলে, তারা মত করবে না।"

হরিচরণ উঠিয়া চাদরখানা কাঁধে ফেলিল, এবং চটী জুতাটা পায়ে দিয়া রাগে জোরে জোরে পা ফেলিতে ফেলিতে বাড়ীর বাহির হইল। পিসীমা ডাকিয়া বলিলেন, "চললি যে রে, তেলটা এনে দিয়ে যা।"

"আমার বেলা গেছে" বলিয়া হরিচরণ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। পিসীমা রাগে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমিও ওবেলা পিণ্ডী চটকাব ভাল করে।"

আর সকলের মত হরিচরণও একদিন পিতা ভোলানাথ তলাপাত্রের গৃহে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, এবং তাহার আবির্ভাবে সূতিকাগৃহ আলোকিত না হইলেও শিশুসুলভ উচ্চক্রন্দন শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার বর্ত্তমান অন্নদাত্রী পিসীমা শঙ্খনাদ দ্বারা ভ্রাতার বংশধরের শুভ আবির্ভাব পল্লীমধ্যে প্রচারিত করিতেও ছাড়েন নাই। তারপর শুক্লপক্ষের শশিকলার মত না হইলেও বয়োবৃদ্ধির সহিত হরিচরণ একটু একটু বর্দ্ধিত হইয়া মাতাপিতার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। নরহরি আচার্য্য তাহার কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, বালকের লগ্নের পঞ্চমে ক্রূর গ্রহের দৃষ্টি থাকায় বিদ্যালাভ হইবে না, তবে বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ হইবে।

পিসীমা ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "তা বিদ্যে না হোক, অমনি আমার মুখ্যু সুখ্যু হয়ে বেঁচে থাক।"

তাহাই হইল। দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পাঠশালায় যাতায়াত করিয়া হরিচরণ শিশুশিক্ষা তৃতীয়ভাগের এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া,

লইল। তবে দ্বিতীয় নামতাটা আয়ত্ত করিবার জন্য পৃষ্ঠদেশে গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতজনিত কালশিরা পড়িয়া গেল। কোষ্ঠীর ফল মিথ্যা হইবার নহে। সুতরাং বিদ্যা বিষয়ে কিছু না হইলেও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনে হরিচরণ একজন অসামান্য পণ্ডিত হইয়া উঠিল। দুধের কড়ার সরটুকু বজায় রাখিয়া কিরূপে দুগ্ধটুকু উদরসাৎ করা যায়, এবং সেই পরিমাণ জল দিয়া লোকের সন্দেহ অতিক্রম করিতে হয়; ঘোষেদের গাছের আম, মাইতিবুড়ীর মাচার কুমড়া কিরূপে হস্তগত করিয়া গুরুমহাশয়কে উপহার দিয়া তাঁহার রোষ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, মাতার গুপ্তভাণ্ডে রক্ষিত পয়সাটী কি উপায়ে আত্মসাৎ করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ে হরিচরণ রীতিমত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে লাগিল।

ভোলানাথ যজমান ও স্কুলের সেক্রেটারী রামজীবন দত্তকে ধরিয়া ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। আঠার বৎসর বয়সে হরিচরণ যখন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইল, এবং বয়োধিক্যে গুম্ফ শ্মশ্রু তাহার মুখমণ্ডল অধিকার করিয়া তাহাকে শ্রেণীস্থ বালকবৃন্দের ভীতিস্থল করিয়া তুলিল, তখন জ্বরবিকারে হঠাৎ একদিন বাপের কাল হইল। অগত্যা হরিচরণ স্কুল ছাড়িয়া দিল।

হরিচরণের আরও দুইটী ছোট ভাই ছিল। তাহাদের মধ্যে যেটী বড় ও উপবীত, সে যজমানদের দরজায় ঘুরিয়া বহুকষ্টে সংসার চালাইতে লাগিল। হরিচরণ ইংরাজিনবীশ, সুতরাং সে চালকলা বাঁধার অপমান স্বীকার করিতে পারিল না। সে তেড়ী কাটিয়া, সিগারেট ফুঁকিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। আর মধ্যে মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে প্রহার ও মাতাকে গালি দিয়া, রাগে ভাতের হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া দরিদ্র সংসারের দুঃখ কষ্টকে আরও বাড়াইয়া তুলিত। শেষে মাতার তিরস্কারে ও প্রতিবেশীদের গঞ্জনায় বিরক্ত হইয়া, আপনার উদরান্নের সংস্থান আপনি করিতে

পারে কি না তাহা সকলকে দেখাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া কুড়ি বৎসর বয়সে হরিচরণ গৃহত্যাগ করিল, এবং অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে নেউগীপাড়ার হীরু-ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার পদে বাহাল হইল।

হীরু ডাক্তারের তখন এমন একটী লোকের দরকার ছিল, যে কম্পাউণ্ডাররূপে ডাক্তারখানায় বসিয়া থাকে, অথচ গাভী দুইটীর সেবা, হাটবাজার করা, ছেলে ধরা, সময়ে এক ছিলিম তামাক সাজা, এ সকল কাজই করিতে পারে। হরিচরণ তাঁহার সকল কাজ করিতে স্বীকৃত হইয়া পেটভাতার চাকরীতে নিযুক্ত হইল। তবে সে ডাক্তারবাবুকে এইটুকু স্বীকার করাইয়া লইল যে, তাহাকে কম্পাউণ্ডারী একটু একটু শিখাইতে হইবে।

চারি বৎসরে কুইনাইন মিকশ্চার, ফিবার মিকশ্চার প্রস্তুত করিতে শিখিয়া এবং কতকগুলা ডাক্তারী ঔষধের নাম মুখস্থ করিয়া লইয়া হরিচরণ ডাক্তারবাবুর কাছে মাহিনার দাবী করিয়া বসিল। ডাক্তার বাবু মাহিনা দিতে স্বীকৃত হইলেন না; হরিচরণ কাজে জবাব দিল।

এই সময়ে পরেশ নূতন ডাক্তারখানা খুলিয়া একজন কম্পাউণ্ডার খুঁজিতেছিল, হরিচরণ গিয়া কর্ম্মপ্রার্থী হইল। পরেশ তাহার পরীক্ষা লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিল না বটে, কিন্তু আপাতত অভিজ্ঞ কম্পাউণ্ডার পাইবারও উপায় ছিল না। এ দিকে ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগীর ভিড় এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, শুধু তাহাদের নাড়ী টিপিয়া ব্যবস্থা করিতেই বেলা দশটা বাজিত। অগত্যা পরেশ মিক্শ্চারদ্বয়ে অভিজ্ঞ হরিচরণকেই রাখিয়া দিল। তাহার বেতন দশ টাকা ধার্য্য হইল। অন্যান্য ঔষধ আবশ্যক মত পরেশ নিজেই প্রস্তুত করিয়া দিত, অথবা হরিচরণকে সম্মুখে বসাইয়া প্রস্তুত করাইত। তবে পয়জন্ (বিষাক্ত)

ঔষধের আলমারীতে তাহাকে হস্তার্পণ করিতে দিত না, সে আলমারীর চাবিটা নিজের কাছেই রাখিত।

হীরু ডাক্তারের বাড়ীতে চাকরী করিবার সময় তাঁহার বাড়ীতেই হরিচরণের খাওয়া দাওয়া চলিত। কিন্তু পরেশের বাড়ীতে সে বন্দোবস্ত ছিল না। তা ছাড়া বিলাত-ফেরতের ঘরে খাইতেও হরিচরণ রাজী ছিল না। তবে খাওয়ার জন্য তাহাকে বেশী ভাবিতে হইল না। নেউগী পাড়ার গায়েই সেনপুর গ্রামে তাহার পিসীর শ্বশুরবাড়ী। শ্বশুর বাড়ীতে শ্বশুরগোষ্ঠীর কেহ ছিল না, শুধু কতকগুলা জমি জায়গা ছিল; আর সেইগুলা আগলাইয়া পিসীমা একা পড়িয়া ছিলেন। হরিচরণ গিয়া তাঁহার আশ্রয় লইল।

কিন্তু দুই চারি দিনেই হরিচরণ বুঝিতে পারিল, পিসীমা বাজে খরচের নিতান্ত বিরোধী। জমিজায়গা ও তাহার উপস্বত্বে সঞ্চিত টাকাগুলা ভোগ করিবার লোক না থাকিলেও এবং ভবিষ্যতে তাহা পাঁচভূতের ভোগ্য হইলেও পিসীমা আপাতত ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য তাহা খরচ করিতে নিতান্ত কাতর। অগত্যা পিসীমার সঙ্গে খোরাকীর বন্দোবস্ত করিতে হইল। অনেক দর কসাকসির পর হরিচরণ আড়াই টাকা হিসাবে খোরাকী দিতে স্বীকৃত হইল। আড়াই টাকায় দুই বেলা খোরাকী হওয়া অসম্ভব হইলেও শুধু ভাইপো বলিয়াই পিসীমা ইহাতে রাজী হইলেন। হরিচরণ দূর ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পিসীমার বাড়ীতেই আহার ও বাসের বন্দোবস্ত করিয়া লইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হরিচরণ পিসীর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ডাক্তারখানায় গেল না, ভিন্ন পথে ভট্‌চাজ্যি পাড়ায় চলিয়া শৈলদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ঔষধাদি দিবার জন্য পরেশের আদেশে তাহাকে এই কয়দিনে অনেকবার এ বাড়ীতে আসিতে হইয়াছিল; সুতরাং বাড়ীটা তাহার অপরিচিত ছিল না। সুতরাং কোন সাড়া না দিয়াই সে যখন বাড়ী ঢুকিল, তখন শৈল গায়ের মাথার কাপড় খুলিয়া দর্পণ সম্মুখে বসিয়া কেশ প্রসাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহার সেই অনাবৃত সৌন্দর্য্য দৃষ্টিপথে পড়িতেই হরিচরণ থমকিয়া দাঁড়াইল, শৈল ছুটিয়া ঘরের ভিতর পলাইয়া গেল। কাত্যায়নী ঘরের দাবায় পিঁড়ী ঠেশান দিয়া বসিয়া মালা ঘুরাইতেছিলেন। হরিচরণকে দেখিয়া তিনি সোজা হইয়া বসিলেন, এবং "এস বাবা এস" বলিয়া নিকটস্থ ছোট পিঁড়ীখানা একটু ঠেলিয়া দিলেন। হরিচরণ আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কেমন আছেন?"

সহাস্যে কাত্যায়নী বলিলেন, "আজ অনেকটা ভাল আছি। আমাদের আর থাকাথাকি কি বাবা, যেতে পারলেই হয়।"

বিজ্ঞের ন্যায় মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে হরিচরণ বলিল, "অমন কথা বলবেন না। যেতে তো একদিন হবেই, তবে যে ক'দিন থাকতে পারা যায়, সেই ক'দিনই লাভ।"

কাত্যায়নী বলিলেন, "আমাদের এখন লাভের পালা নয় বাবা, লোকসানের পালা।"

হরিচরণ বলিল, "লোকসান হ'লেও তা সয়ে থাকতে হবে। ধরুন আপনি গেলে মেয়েটী দাঁড়াবে কোথায়?"

গম্ভীর স্বরে কাত্যায়নী বলিলেন, "মেয়েটাই হয়েছে আমার পায়ের বেড়ী। ওর তরে আমার মরণেও শোয়াস্তি নাই।"

হরিচরণ একটু ঝাঁকিয়া বসিয়া বলিল, "সে কথা ঠিক। অত বড় আইবুড় মেয়ে, আপনি রাগ করবেন না, আমাদের গাঁয়ে হ'লে এত দিন মুখ দেখাবার যো থাকত না।"

কাত্যায়নী একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। হরিচরণ মুখ তুলিয়া কাত্যায়নীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি রকম পাত্র চান?"

কাত্যায়নী দুঃখ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আর রকম সকম চাই না বাবা, যা হয় একটা পাওয়া গেলে মেয়েটার গতি করে দিই।"

পাশের ঘরের দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হরিচরণ বলিল, "তা হ'লেও ধরুন, যার তার হাতে তো দেওয়া চলে না। আপনার এমন চমৎকার মেয়ে, এত রূপ!"

বিরক্তিব্যঞ্জকস্বরে কাত্যায়নী বলিলেন, "ছাই রূপ! অমনতর কপাল নিয়েও মেয়ে মানুষ জন্মে?"

কাত্যায়নী মুখ ফিরাইয়া লইলেন। হরিচরণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আর তা হলে অসুখ কিছু জানতে পারেন নি?"

কাত্যায়নী। না, তবে উঠে দাঁড়াতে মাথাটা যেন ঘুরে পড়ে।

হরি। ওষুধ খেয়ে খেয়ে মাথা গরম হয়ে গেছে।

কাত্যা। কিন্তু পরেশ তো তবু ওষুধ খাওয়াতে ছাড়বে না!

একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া হরিচরণ বলিল, "ডাক্তারদের ঐ একটা রোগ, বিশেষ নূতন ডাক্তারদের। ওঁরা মনে করেন, যত ওষুধ খাওয়াবে, রোগী তত বেশী চাঙ্গা হয়ে উঠবে।"

কাত্যায়নী কোন উত্তর করিলেন না। হরিচরণ বলিতে লাগিল, "চিকিৎসা হিসাবে অনেকদিন আগেই আপনার ওষুধ বন্ধ করা চলতো। আমিও তো আজ দশ বচ্ছর এই নিয়ে কাটাচ্চি, এর হাটহদ্দ জানতে আমার আর বাকী নাই।"

কাত্যায়নী তাহার দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া সাগ্রহে বলিলেন, "বলতো বাবা, আমিও তো তাই বলি যে, ব্যারাম সেরে গেছে, আর ওষুধ কেন? কিন্তু মেয়েটাও সে কথা শুনবে না, পরেশ তো নয়ই। এখনো পর্য্যন্ত শিশিভরা ওষুধ গেলাচ্চে।"

হরিচরণ মুখ মুচকাইয়া একটু হাসিল; বিজ্ঞ ভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল, "কি জানেন, ওটা হচ্চে ডাক্তারদের ব্যবসাদারী, তিন দিনে রোগী সেরে উঠলে ব্যবসা চলবে কেন? আপনার মেয়ের দোষ কি বলুন, ওকে ডাক্তার যেমন বোঝাচ্চে, তেমনি বুঝছে। আমি বিলেত যাই নাই বটে, কিন্তু পাঁচজন বড় ডাক্তারের কাছে ঘুরে ফিরে এ সম্বন্ধে আমারও এক আধটু জ্ঞান জন্মেছে।"

পরেশের নিন্দায় যেন ঈষৎ মর্ম্মাহত হইয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "কিন্তু পরেশ কি ব্যবসাদার? আর আমাদের সঙ্গে ব্যবসাদারী করে তার লাভ কি?"

গম্ভীরভাবে হরিচরণ বলিল, "লাভ যে কি তা আপনি আমি কি জানব বলুন। সে কথা তিনিই বলতে পারেন। তবে এখানে তাঁর দু' বেলা যাতায়াতটা—আপনি কি বুঝেন জানি না, কিন্তু এর মধ্যেই পাঁচজনে পাঁচ কথা—"

পাশের ঘরের দরজার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই হরিচরণ সহসা থামিয়া গেল। দরজার উপর দাঁড়াইয়া শৈলজা এমনই ভ্রূকুটীভীষণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছিল যে, বক্তব্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই হরিচরণকে

নীরব হইতে হইল। সে হঠাৎ এমন কথাটা বলিয়া ফেলিয়া যে নিতান্ত অন্যায় করিয়াছে, ইহা বুঝিয়া তাহা সংশোধনের অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি বলিল, "কি জানেন, আপনারা তো পর নন, আর ডাক্তার বাবুও মনিব। আপনাদের নিন্দা শুন্‌লে কষ্ট হয়, তাই—যাক্‌, এখন আসি।" বলিয়া হরিচরণ ব্যস্তভাবে উঠিয়া আর কোন দিকে না চাহিয়াই দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

শৈল আসিয়া মাতার পাশে দাঁড়াইল; এবং ক্রোধগম্ভীরস্বরে বলিল, "লোকটা কি নেমকহারাম মা?"

কাত্যায়নী বলিলেন, "কিন্তু, একটা কথা ও ঠিক বলেছে, আমার আর ওষুধ খাবার দরকার নাই। কাল হ'তে আমি কিন্তু আর ওষুধ খাচ্চি না বাছা।"

রাগতভাবে শৈল বলিল, "না খাও না খাবে, কিন্তু ঐ মিথ্যুক লোকটা এবার এলে এমন দু'কথা শুনিয়ে দেব না!"

কাত্যায়নী শুধু বলিলেন, "ছিঃ!"

সেদিন ডাক্তারবাবু একটু দূরবর্ত্তী গ্রামে ডাকে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার ফিরিবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং ডাক্তারখানায় যাইতে হরিচরণের তেমন ত্বরা ছিল না। শৈলদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সে গগন কামারের কামারশালে বসিয়া তামাক খাইল; ধনু মুদীর দোকান হইতে একটা সিগারেট লইল; বেচু মাইতির গাছের দুইটা পেয়ারা পকেটে পুরিল। এইরূপে সংস্থানকার্য্য সম্পন্ন করিতে করিতে সে যখন ডাক্তারখানার দরজায় উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

ডাক্তারখানার দরজায় উপস্থিত হইয়া হরিচরণ দেখিল, দরজা খোলা। আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে দরজার সম্মুখে আসিতেই দেখিতে পাইল,

ডাক্তারবাবু স্বয়ং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন। ভয়ে হরিচরণের মুখ শুকাইয়া গেল। সে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকিয়া চাদরখানা রাখিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইল। পরেশ একবার মাত্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় স্বীয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

ঔষধ প্রস্তুত করিয়া পরেশ বাহিরে আসিল। বাহিরে লোক বসিয়াছিল, তাহার হাতে ঔষধ দিয়া পরেশ ঘরে ঢুকিয়া আপনার চেয়ারে বসিল। হরিচরণ আলো জ্বালিয়া দিল। পরেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

হরিচরণ আমতা আমতা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, পেটের যন্ত্রণায়, বড় কামড়ানি—"

পরেশ এমনই তীব্র দৃষ্টিপাত করিল যে, হরিচরণ আপনার পীড়ার বিবরণটা সম্পূর্ণ করিতে পারিল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ বলিল, "শক্ত কেস, তাড়াতাড়ি ওষুধের দরকার ব'লে প্রেস্‌ক্রুপসন্ লিখে তিনটের সময় লোকটাকে পাঠিয়ে দিয়েছি। ভাগ্যে তাড়াতাড়ি আমি এসে পড়লাম, নয় তো ওর ওষুধ পেতে রাত দশটা বাজতো।"

পরেশ উঠিয়া বাহিরে আসিল। হরিচরণ দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া উঁকি দিয়া যখন দেখিল, ডাক্তারবাবু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন সে ফিরিয়া সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া গুণ গুণ স্বরে গান ধরিল—

"প্রাণেরো অধিকো যারে ভালবাসি,
তারে শুধু চোখের দেখা দেখে আসি।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

তারাসুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে পরেশ, আজ বিকেলে কোথাও যাস্ না যেন।"

বিস্মিতভাবে পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল দেখি পিসীমা?"

পিসীমা বলিলেন, "কেন আবার? একটু দরকার আছে।"

পরেশ বলিল, "কিন্তু আমারও অনেকগুলো রোগী আছে পিসীমা!"

ঈষৎ ক্রুদ্ধকণ্ঠে পিসীমা বলিলেন, "আছে আছেই, দিনরাত রুগী, আর রুগী।"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "ডাক্তারদের রুগীই যে লক্ষ্মী। রুগীর অভাবে যে তাহাদের অনাহার।"

পিসীমা রাগিয়া বলিলেন, "যারা লক্ষ্মীছাড়া তাদের অনাহার। তোর কিসের অভাব বল্ তো? নাড়ী টিপে না বেড়ালে কি তোর খাওয়া চলবে না?"

মৃদু হাসিয়া পরেশ বলিল, "খাওয়া বেশ চলবে, কিন্তু দিন যে চলবে না পিসীমা।"

পিসীমা বলিলেন, "তা না চলে না চলবে। এখন যা বললাম, ওবেলা বাড়ীতে থাকবি বুঝলি।"

পরেশ বলিল, "তা বেশ বুঝেছি, কিন্তু কেন, সেইটাই বুঝতে পাচ্ছি না।"

পিসীমা বলিলেন, "ওবেলা মাণিকগঞ্জ হ'তে ক'জন ভদ্রলোক আসবে?"

পরেশ যেন অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "ভদ্রলোক ? আমাদের বাড়ীতে ?"

"কেন, এটা অভদ্রের বাড়ী নাকি ?"

"খুব ভদ্রেরও বাড়ী নয়, বিলাত ফেরতের বাড়ী।"

"রেখে দে তোর বিলাত ফেরত। পয়সার জোরে কত মুচি চলে যায়।"

"বল কি পিসীমা, একেবারে মুচি ?"

পিসীমা হাত নাড়িয়া বলিলেন, "মুচি বলবো না ত কি বলবো ? কত বামুন কায়েত, কত ছোট কাজ ক'রে পয়সার জোরে চলে যাচ্চে।"

মৃদু হাসিয়া পরেশ বলিল, "কিন্তু বিলেত ফেরতটা চলে না পিসীমা, তুমি সমাজকে সে দোষটা দিতে পারবে না।"

পিসীমা মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "চলে নাই বা কিসে ? এই যে কত বড় বড় বামুন তোর হাতের জল খাচ্চে।"

"সে ঔষধ ব'লে। শাস্ত্রে আছে ঔষধার্থে সুরাপানং।"

পিসীমাও এবার হাসিয়া ফেলিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই এক ছেলে বাপু, তোর সঙ্গে কথায় পারবার যো নাই। যাই হোক, মোদ্দা ওবেলা ঘরে থাকবি।"

পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কথাটা কি পিসীমা ?"

পিসীমা বলিলেন, "অপর কথা আর কি, তোকে দেখতে আসবে।"

পরেশ শিহরিয়া উঠিল, তাহার মুখখানা মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাকভাবে থাকিয়া সে গম্ভীরস্বরে ডাকিল— "পিসীমা !"

পিসীমা কার্য্যান্তরে গমনোদ্যত হইয়াছিলেন। পরেশের ডাকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলছিস্ ?"

পরেশ মাথাটা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "এত তাড়াতাড়ি কেন ?"

"তাড়াতাড়ি আবার কোন্‌খানটায় দেখলি ? আজ দেখতে এলে কি আজই বিয়েটা হয়ে যাবে ?"

"তা দেখাশোনাটাও না হয় দিন কতক পরেই হ'তো।"

"দিন কতক পরেও যখন হবে, তখন এখন হ'তেই বা দোষ কি ?"

"তবু।"

পরেশের মুখের দিকে চাহিয়া পিসীমা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখ পরেশ, তুই যা ভাবচিস্, আমিও যে তা ভাবি নাই, এমন নয়। কিন্তু সে হবে না। গোবিন্দ আকুলি—সেই চোখখেগো মুখপোড়া কিছুতেই পাঠাবে না।"

পরেশ ধীর নম্রস্বরে বলিল, "কিন্তু তাতে তার দোষ কি পিসীমা ?"

পিসীমা গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "দোষ নাই ? বৌমার সম্পূর্ণ দোষ আছে। তার সোয়ামীর ঘর, সে যদি আসে, তাকে কি ধরে রাখতে পারে ? আমি তাও চেষ্টা দেখেছি, গুপীর মাকে চুপি চুপি তার কাছে পাঠিয়েছি। কিন্তু সে বলে কি জানিস, খুড়ো খুড়ীর কথা ঠেলে কি যেতে পারি ?"

পরেশ বলিল, "ঠিকই বলে। গুরুজনের অপমান ক'রে আসা, সেটা কি ভাল ?"

পিসীমা রোষকম্পিত স্বরে বলিলেন, "গুরুজন ? মেয়েমানুষের সোয়ামীর চাইতে গুরুজন আর কে আছে রে ? দু'পাত ইংরাজী প'ড়ে আজ আমাকে লঘু গুরু শেখাতে এসেছিস।"

পরেশ চুপ করিয়া রহিল। পিসীমা তাহার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তারা কিছুতেই পাঠাবে না, সেও আসবে না।"

পরেশ নিরুত্তর। পিসীমা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তা বাছা, তুই যেমন ভাল বুঝবি করবি। মোদ্দা আমার একটা গতি করে দে। দাদা স্বর্গে গেছেন, আমি কি চিরকাল এই নরকে প'ড়ে তোদের সংসার ঠেলবো। আমার কি ইহকাল পরকাল, ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই নাই ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া পরেশ বলিল, "ধর্ম্মকর্ম্ম করবার তো কোন বাধা দেখছি না পিসীমা।"

পিসীমা অপেক্ষাসূচক স্বরে বলিলেন, "কি ক'রে করবো ? এই সংসারে থেকে ? কপাল আমার ! দশবার হরিনাম কত্তেই পাই না। আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে। আমি আর তোদের সংসার ঠেলতে পারবো না, তা বলছি।"

কথা শেষ করিয়াই পিসীমা রুষ্টভাবে গৃহ ত্যাগ করিলেন। পরেশ চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সম্মুখে ডাক্তারি মাসিক পত্রখানা অনাদৃত ভাবে পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যার সময় পরেশ পিসীমার কাছে গিয়া বলিল, "আমি এখন তা হ'লে ছুটী পেতে পারি পিসীমা ? আজ আর বোধ হয় কোন ভদ্রলোকই আসছেন না।"

পিসীমা ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলিলেন, "কি জানি বাছা, তাদের নিজ্জস আসবার কথা ছিল। কেন যে এলো না তাতো বলতে পারি না।"

সহাস্যে পরেশ বলিল, "তুমি আর কেমন ক'রে বলবে পিসীমা ; ভদ্রলোকের কথা ভদ্রলোকেরাই বলতে পারেন।"

পিসীমা একটু ভাবিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি বুঝেছি পরেশ, এর ভিতর লোক আছে। গাঁয়ের ঐ মুখপোড়ারাই গিয়ে ভাঙ্গচি দিয়ে এসেছে। আচ্ছা দিক্ ভাঙ্গচি, আমিও করালী চাটুজ্যের বোন, দেখি আমি ভাইপোর আবার বিয়ে দিতে পারি কি না।"

পরেশ বলিল, "তা তুমি পারবে পিসীমা, আমি কিন্তু একবার ঘুরে আসি।"

পরেশ প্রস্থানোদ্যত হইল। পিসীমা ডাকিয়া বলিলেন, "এমন তিন সন্ধ্যে বেলা আবার কোথায় যাবি ?"

পরেশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর দিল, "একবার ভট্‌চাজ্যিপাড়ায় যাব।"

"সাব্‌ভোমের বাড়ী নাকি ?"

"না, তাঁর জ্ঞাতি রমা ভট্‌চাজ্যির বাড়ী। রমা ভট্‌চাজ্যির স্ত্রীর অসুখ।"

"অসুখ কি খুব বেশী ?"

"না, যা হয়েছিল তাও প্রায় সেরে এসেছে। সমস্ত দিন যাওয়া হয়নি, এই সময় একবার দেখে আসি।"

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওর মেয়েটী কত বড় হ'য়েছে রে ?"

পরেশ বলিল, "তা খুব, যতটা বড় হওয়া উচিত নয় ততটাই হ'য়ে পড়েছে।"

একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া পিসীমা বলিলেন, "ঐ এক হতভাগী। বিয়ের কিছু হ'লো ?"

পরেশ বলিল, "কিছুই না। তুমি যোগাড় ক'রে দিতে পার পিসীমা ?"

পিসীমা সহাস্যে বলিলেন, "পারব না কেন ? আমি আবার কি না পারি।"

পরেশ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "দোহাই পিসীমা, আর কিছু পার বা না পার, এইটী তোমাকে পারতেই হবে। আর তা হলেই বুঝব, তুমি একটা মেয়ের মত মেয়ে বটে।"

হাসিতে হাসিতে পিসীমা বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, আমি কত বড় মেয়ে তা একদিন তোকে দেখিয়ে দেব।"

পরেশ আর কিছু না বলিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিল। পিসীমা বলিলেন, "মেয়েটীকে অনেকদিন দেখি নাই। একবার আসতে বলিস না।"

পরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "রক্ষে কর পিসীমা, আর তোমার বিয়ের যোগাড় কত্তে হবে না। একেই বেচারীরা একঘরে হয়ে আছে। তার উপর তোমাদের বাড়ীতে এসে আবার শূন্যঘরে হ'য়ে দাঁড়াবে।"

পরেশ হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। তারাসুন্দরী উঠিয়া মালা ছড়ার অনুসন্ধান করিতে করিতে গ্রামের পরশ্রীকাতর লোকগুলাকে সত্বর সংসার হইতে অপসারিত করিবার জন্য যমরাজকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গ্রামে একটা জনরব উঠিল, রমানাথ ভট্চাজ্যির মেয়ের সঙ্গে পরেশের বিবাহ হইবে। জনরবটা ক্রমেই এত প্রবল ভাব ধারণ করিল যে, ইতর ভদ্র সকলের মুখেই কথাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ ইহাতে বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না। কেহ বলিল, ইহা কি সম্ভব? কেহ বলিল, অসম্ভবই বা কি, 'যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।'

জনরবের একটু মূলও ছিল। তারাসুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। দেশে মেয়েরও অভাব ছিল না। কিন্তু বিলাত ফেরত, সুতরাং সমাজচ্যুত পরেশকে মেয়ে দিতে কেহই সাহসী হইতেছিল না। দুই একজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কপাল ঠুকিয়া অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু শেষে যখন তাহারা শুনিল, পরেশের প্রথম স্ত্রী বর্ত্তমান এবং ইচ্ছা করিলেই সে আসিয়া স্বামীর ঘর করিতে পারে, তখন অগত্যা পিছাইয়া পড়িল। তারাসুন্দরীরও জেদ বাড়িতে লাগিল, যেমন করিয়া হউক, পরেশের বিবাহ দিতেই হইবে। তিনি ঘটকদিগকে বেশী বিদায়ের লোভ দেখাইতে লাগিলেন।

ঠিক এই সময়ে পরেশ যখন রমা ভট্চাজ্যির কথাটা মনে করিয়া দিল, তখন তারাসুন্দরী যেন একটা উপায় দেখিতে পাইলেন। তিনি রামুকে দিয়া মা ও মেয়েকে বেড়াইতে আসিবার নিমন্ত্রণ করিলেন।

কাত্যায়নী তখনও সম্পূর্ণ সারিয়া উঠেন নাই বটে, কিন্তু নিমন্ত্রণের মধ্যে তিনি যেন আশার একটু ক্ষীণ আশ্বাস পাইলেন। সুতরাং একদিন আহারান্তে কাত্যায়নী মেয়েকে লইয়া পরেশের বাড়ীতে

উপস্থিত হইলেন। তারাসুন্দরী পাল্কী পাঠাইবার কথা বলিয়াছিলেন, কাত্যায়নী কিন্তু তাহাতে মত দিলেন না, হাঁটিয়াই আসিলেন।

তারাসুন্দরী তাঁহাকে সমাদর করিয়া বসাইলেন। উভয়ের মধ্যে সুখ দুঃখের অনেক কথা হইল। কাত্যায়নীর দুঃখে তারাসুন্দরী সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন।

তারপর তিনি শৈলকে দেখিয়া, তাহার মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। শৈল সারাবাড়ীখানা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। সেদিন পরেশ বাড়ীতে ছিল না, গ্রামান্তরে ডাকে গিয়াছিল। শৈল তাহার ঘরে ঢুকিয়া ঘরের প্রত্যেক জিনিষ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল। টেবিলের উপরে কয়েকখানা ইংরাজী ডাক্তারী বই এবং মাসিকপত্র ছিল। শৈল অনেক খুঁজিয়াও তাহাদের মধ্য হইতে একটাও কবিতা বা গান বাহির করিতে পারিল না। ভাবিল, ডাক্তার বাবুর প্রাণটা কি নীরস!

সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাত্যায়নী বিদায় হইয়া ঘরে গেলেন। রামু সঙ্গে সঙ্গে গিয়া তাঁহাদিগকে বাড়ী পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিল।

শুধু এই একদিন নয়, আরও দুই চারিদিন এইরূপ যাতায়াত হইল। এই যাতায়াতে কাত্যায়নীর সহিত একটা সৌহৃদ্য স্থাপিত হইল মাত্র, তা ছাড়া আর বিশেষ কোন কথা হইল না। লোকে কিন্তু কাত্যায়নীর এই যাতায়াতটা খুব আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছিল। সুতরাং তাহারা শীঘ্রই ন্যায়ের অনুমানখণ্ডের সাহায্যে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইল যে, এই সমাজচ্যুতা বিধবা এতদিন পরে আপনার অরক্ষণীয়া কন্যারত্নটীকে সমাজচ্যুত পরেশের হস্তে সমর্পণ করিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিবে। সিদ্ধান্তটা ক্রমে এক মুখ হইতে পাঁচমুখে স্থান পাইল।

গুজবটা কাত্যায়নী ও শৈলের কাণেও গেল, তারাসুন্দরীও শুনিলেন। কিন্তু কেহই কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। পরেশ আপনার কাজ লইয়াই ব্যস্ত ছিল, জনরবের দিকে তাহার মনোযোগ ছিল না। সার্ব্বভৌম মহাশয় কিন্তু একদিন এইদিকে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। পরেশ রোগী দেখিয়া যখন বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন সার্ব্বভৌম রাস্তায় তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে বাবাজী, বিয়েটা কত দিন হচ্চে?"

পরেশ শুনিয়া বিস্মিত হইল। সার্ব্বভৌম সহাস্যে বলিলেন, "বেশ, মেয়েটারও বিয়ে হচ্চিল না, তার জাতিরক্ষা হবে, অথচ— গোবিন্দ আকুলির ভাইঝিও তো ঘর করলে না। আমি অনেকবার গোবিন্দকে বলেছিলাম, ওহে মেয়ে পাঠিয়ে দাও। বিলাতেই যাক আর যাই করুক, বিয়ে তো হয়েছে। গোবিন্দ কেমন যে এক রোখা মানুষ, কিছুতেই শুনলে না। বল্লে—যার জাত নাই তার সঙ্গে আবার সম্বন্ধ কি। তা বাবাজি, তোমাকে তো সংসার ধর্ম্ম করতে হবে। অতি উত্তম! শুনে বড়ই সন্তুষ্ট হলাম। তবে ঘরটা একটু দোবস্থ এই যা। করালী ভায়ার ছেলে হ'য়ে—যাক্ বিধাতার ভবিতব্য। সকলই তাঁর ইচ্ছা!"

পরেশ শুধু মৃদু হাস্যে তাঁহার কথার উত্তর দিল।

বাড়ী ফিরিয়া পরেশ পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হলে বিয়ের সব ঠিকঠাক করে ফেলেছ পিসীমা?"

তারাসুন্দরী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "করি নাই, এইবার ক'রবো।"

পরেশ ঈষৎ রাগতভাবে বলিল, "কিন্তু ঐ দোষী ঘর ছাড়া আর ঘর পেলে না?"

গর্জ্জন করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "কে বলে দোষী ? আমি জানি, কোন দোষই নাই।"

"কিন্তু পাঁচজনে বলে তো ?"

"পাঁচ জনে বলে, তুইও বলবি ? তুইও ঐ মেয়েকে ঘরে আনতে পেছপাও হবি ? তুই না করালী চাটুজ্যের ছেলে ?"

পরেশ মাথা নীচু করিল। তারাসুন্দরী বলিলেন, "আমি কিন্তু ঐ মেয়েকেই ঘরে আনবো পরেশ, তাতে তুই কি গুরু এসে বল্‌লেও শুনবো না।"

পরেশ নিরুত্তর হইল। বাস্তবিক যে দোষীর ঘরের মেয়ে বলিয়া শৈলকে বিবাহ করিতে পরেশের আপত্তি ছিল তাহা নহে, কিন্তু সে এমন একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে পাড়িয়াছিল, যাহাতে সে কোন দিকেই কিছুমাত্র অবলম্বন খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এক স্ত্রী সত্ত্বে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে তাহার আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না, অথচ পিসীমার কথাটাকেও সে ঠেলিতে পারিতেছিল না। একে তো গুরুজনের কথার উপর কথা কহিবার অভ্যাস তাহার আদৌ ছিল না, তাহার উপর পিসীমার কথা না শুনিলে তিনি যে কিরূপ অনর্থ বাধাইয়া বসিবেন, পরেশ তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারিত না। অথচ পিসীমার আদেশ পালন করিতে গিয়া, এমন একটা ভয়ানক অন্যায় কার্য্য সে যে কিছুতেই সম্পন্ন করিতে পারিবে না, ইহা সে স্থির জানিত। সুতরাং পরেশ উভয় সমস্যার মধ্যে পড়িয়া যখন হাবুডুবু খাইতেছিল, তখন যে কোন একটা সামান্য বাধা দেখিতে পাইলে তাহাকেই পিসীমার সম্মুখে খুব বড় করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু পিসীমাও সহজে ছাড়িবার পাত্রী ছিলেন না ; তিনি পরেশের উপস্থাপিত বাধা-গুলাকে ফুৎকারে তৃণখণ্ডের ন্যায় উড়াইয়া দিতেছিলেন।

দেখিয়া শুনিয়া পরেশ হতাশ হইয়া পড়িতেছিল। তাহার এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল, সে গিয়া অনুপমাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলে, এবং এখানে আসিয়া থাকিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করে। কিন্তু ছিঃ, স্ত্রীর কাছে এতটা হীনতা স্বীকার! তাহা ছাড়া অনুপমা নিতান্ত বালিকা নয়, সে কি এ সকল কথা বুঝে না? সে কি জানে না যে, এদেশের রমণী স্বামিগৃহে বাস করিতে অসম্মত হইলে পুরুষ অনায়াসেই একাধিক বিবাহ করিতে পারে? জানিয়া শুনিয়াও যখন সে চুপ করিয়া আছে তখন তাহাকে বুঝাইতে যাওয়াই বৃথা।

পরেশ কোন দিকেই কোন উপায় দেখিতে পাইল না। জগৎ শুদ্ধ যেন তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জোর করিয়া তাহার দ্বারা এমন একটা অন্যায় কাজ সম্পন্ন করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। অধিক কি, এই কার্য্যে সে যাহার প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হইবে বলিয়া পশ্চাৎপদ হইতেছে, সেই অনুপমা পর্য্যন্ত যেন নির্ম্মমভাবে তাহাকে অন্যায়ের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। জগতের কেহই তাহার অনুকূলে দণ্ডায়মান হইতেছে না।

পরেশ জানিত না, একজন শুধু তাহার অনুকূলে দাঁড়াইয়া ছিল। সে তাহারই কম্পাউণ্ডার হরিচরণ।

হরিচরণ যখন জনরবটা শুনিল, এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ বাবুর বাড়ীতে শৈল ও তাহার মাতার যাতায়াত প্রত্যক্ষ করিল, তখন সে বড়ই উদ্বিগ্ন যইয়া পড়িল, এবং কি উপায়ে এই বিবাহে বাধা দেওয়া যায় তাহারই চিন্তায় বিভোর হইল। সে অনেক চিন্তার পর পিসীর শরণই গ্রহণ করিল এবং পিসীকে জোর করিয়া ধরিল, ইহার একটা উপায় করিতেই হইবে, নতুবা হরিচরণ হয় গলায় দড়ি দিবে, নয় বিবাগী হইবে।

হরিচরণের উদ্বন্ধন-মৃত্যুতে বা সংসার ত্যাগে ততটা ক্ষতি বিবেচনা না করিলেও পিসীমা তাহাকে নিরাশ করিলেন না ; আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ওরে বাছা, তোকে গলায় দড়িও দিতে হবে না, বিবাগীও হতে হবে না। আমি না পারি কি ? তবে বাছা, তোমাকে কথামত চল্‌তে হবে।"

একান্ত ব্যাকুলতার সহিত হরিচরণ বলিল, "তুমি জলে ডুবতে বললে জলে ডুববো পিসীমা, আগুনে ঝাঁপ দিতে বললে তাই দেব।"

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা তবে ক্ষান্ত ঠাকুরুণের ক্ষ্যামতাটা একবার দেখ্‌

বাস্তবিকই ক্ষান্ত ঠাকুরুণের ক্ষমতা একটু ছিল। তিনি সাধারণ স্ত্রীলোকের মত শুধু কলহে এবং অন্নধ্বংসে নিপুণা ছিলেন না। বিষয় বুদ্ধিও তাঁহার এক আধটু ছিল। গ্রামের চাষা ভূষারা তাঁহার কাছে শুধু তিন পয়সা সুদে টাকা ধার করিতে আসিত না, অনেক সময়ে বিষয় কার্য্যেরও পরামর্শ লইতে আসিত। ঘরাও বিবাদে তাহারা প্রায়ই ক্ষান্তঠাকুরাণীকে মধ্যস্থ মানিত। তাঁহার মধ্যস্থতায় বিবাদ কোথাও মিটিত, কোথাও বা বেশী বাধিয়া যাইত। তবে সে বিরোধে ক্ষান্তঠাকুরুণ নিরপেক্ষ থাকিতেন, এবং উভয় পক্ষকেই পরামর্শ প্রদানে আপ্যায়িত করিতেন। গ্রামের বৌ-ঝিদের কাছে তাঁহার খুব নাম যশ ছিল। বিশ্বাসও যথেষ্ট ছিল। কেহ গোপনে ধান চাল বেচিয়া পাঁচ টাকা হাতে করিতে পারিলে তাহা নিরাপদে রক্ষার জন্য ক্ষান্ত ঠাকরুণের কাছে গচ্ছিত রাখিত। ক্ষান্ত ঠাকরুণ তাহা তিন পয়সা সুদে ধার দিয়া মহাজনী করিতেন। তাহার পর যাহার টাকা প্রয়োজন মত সে তাহা ফিরাইয়া লইত, কিন্তু উপস্বত্বটা ক্ষান্তঠাকরুণেরই থাকিত। কখন কখন গচ্ছিত টাকাও

ফিরাইয়া দিতে হইত না। এইরূপে তিনি হাতে কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

ঘটকালীতেও ক্ষান্ত ঠাকরুণের পারদর্শিতার অভাব ছিল না। দূর দূরান্তরে যাতায়াত না করিলেও আশপাশের গ্রামের অনেক ছেলে মেয়ের বিবাহে তিনি ঘটকালী করিয়াছেন। তবে বয়স হওয়ায় আর পারিয়া উঠিতেন না বলিয়া কাজটা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। হরিচরণের অনুরোধে পরিত্যক্ত কাজটা আবার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

রামু জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ছোড় দি, সত্যি সত্যি পরেশের আবার বিয়ে দেবে ?"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "সত্যি নয় তো কি মিথ্যে বিয়ে দেব ? কেন বল্ দেখি ?"

রামু বলিল, "না, তাই জিজ্ঞেস্ কচ্চি।"

একটু পরে বলিল, "আচ্ছা ছোড়দি, তা হ'লে বৌমার কি হবে ?"

তারাসুন্দরী ঈষৎ রাগতভাবে বলিলেন, "হবে আবার কি, ঘুঁটে কুড়ুনীর মেয়ে ঘুঁটে কুড়িয়ে বেড়াবে।"

রামু একটু গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমাদের ঘরে হ'লে ঘুঁটে কুড়িয়েই বেড়াত, কিন্তু তোমাদের ভদ্দর লোকের ঘরে—তাই বলচি।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "ভদ্র ঘরের মেয়ে হ'লে ভদ্রের মত ব্যাভার হ'তো, সোয়ামী ছেড়ে, শ্বশুরের ঘর ছেড়ে, বাপের বাড়ীতে নেচে বেড়াত না।"

রামু ক্ষুব্ধস্বরে বলিল. "অমন কথা ব'লো না ছোড়দি, বৌমার কোন দোষ নাই। যত পাজীর হাড় ঐ একচোখো বামুনটা। বলবে বামুনকে গাল দিচ্চে, কিন্তু সাধে কি গাল দিই, তার আক্কেলকে গাল দিই। কি বলব বেটা বামুন, তা নইলে বুঝতে পাত্তো, সে কেমন বামুন, আর আমি কেমন গয়লার ছেলে।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "ওরে রামু, তুই থাম্। ও সব সমান, যেমন খুড়ো, তেমনি ভাই-ঝি। মেয়েটাও বড় কম যায় না, আমি বেশ চিনে নিয়েছি। আচ্ছা, আগে বিয়েটা দিই, তারপর দেখাব মজা।"

রামু একটু চুপ ক্‌রিয়া থাকিয়া বলিল, "দেখ ছোড়্‌দি, সেদিন শ্যামনগর থেকে আসবার সময় ওনাদের বাড়ী গিয়েছিলুম, বলি কে কি বলে শুনে যাই।"

একটু ব্যগ্রতার সহিত তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর, ওরা কি বললে?"

"আর কে কি বলবে? বৌমা আমাকে আদর ক'রে বসালে ঘরে সন্দেশ ছিল, তাই দিয়ে জল খেতে দিলে।"

"তার পর?"

"তারপর জিজ্ঞাস করলে, পিসীমা কেমন আছে, তোমরা সব কেমন আছ।"

"পরেশের কথা কিছু বললে না?"

তিরস্কারের স্বরে রামু বলিল, "তুমি যেন পাগল ছোড়দি, সে কথা আবার মুখ ফুটে জিজ্ঞেস কত্তে পারে? আমি মোদ্দা সকলকার কথা বললুম।"

মৃদু হাসিয়া তারাসুন্দরী বলিল, "ওঃ, তোকে সন্দেশ খাইয়েছিল, তাই তোর এত টেনে কথা?"

রামু রাগিয়া বলিল, "রেখে দাও তোমার সন্দেশ! রামু গয়লা কারো সন্দেশ মোণ্ডার তোয়াক্কা রাখে না। আমি উচিত কথা বলবো, তা সে বাবা কেন্নে হোক্ না।"

তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর আর কোন কথা হ'লো?"

রামু বলিল, "হলো বৈকি। আমি বল্লুম, তুমি আমাদের বাড়ী যাবে না বৌমা?" বৌমা বল্লে, 'যাব না কেন, তোমরা কবে নিতে এসে ফিরে গিয়েছ?' আমি তো ছোড়দি, লজ্জায় অধোবদন।"

তারাসুন্দরী একটু চড়া গলায় বলিলেন, "বটে, এই তো দাদার কাজের সময় আনা হয়েছিল। তা রৈল কেন?"

রামু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "[illegible] কথা কও ছোড়দি, সে তো কদিনের কড়ারে আনা হ'য়েছিল। তার পর আনতে গিয়েছিলে?"

ঝঙ্কার দিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "ওঃ, ভারী বড়মানুষের মেয়ে, রোজ রোজ তাঁর খোসামোদ ক'রে আনতে যেতে হবে।"

রামু একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া বলিল, "এ তোমার নেহাৎ গরজ কথা ছোড়দি। বড় মানুষের মেয়েই হোক, আর গরীবের মেয়েই হোক, শ্বশুরবাড়ী তো বটে, যেচে কি আসতে পারে? এই যে আমাদের কেশের মা চার ছেলের মা হ'য়েছিল, তবু বাপের বাড়ী গেলে আমাকে আনতে যেতে হ'তো। মেয়েরা বাপের বাড়ী সেধে যেতে পারে, কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে সেটী হয় না।"

শেষের কথাটাকে দৃঢ় করিবার জন্য রামু কথার সঙ্গে সঙ্গে বার দুই ঘাড়টা নাড়িল। তারাসুন্দরী মুখখানাকে খুব গম্ভীর করিয়া রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "হয় না তো আনতে যাও। আমি কি বারণ ক'রে রেখে'ছি?"

তাঁহার মুখের উপর সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রামু বলিল, "আজ যাব?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে, আজ দিন ভাল থাকে আজই নিয়ে আয়।"

রামু বসিয়াছিল, উঠিল। বলিল, "আচ্ছা টোলে গিয়ে দিনটা ঠিক ক'রে আসি।"

রামু প্রস্থানোদ্যত হইল। তারাসুন্দরী ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,

"কিন্তু আনা চাই, তা ... স বলে দিচ্ছি। তা নইলে তোরই একদিন কি আমারই এক দিন।"

"আচ্ছা আচ্ছা" ব... রামু হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

রামু টোলে গিয়া ...দিন দেখাইল। সেদিন রবিবার, পশ্চিমমুখে দিক্‌শূল। নক্ষত্রটাও ...াল ছিল না। পরদিন সোমবারেই দিন ঠিক হইল। রামু সেখান হই...ত সোজা সেনপুরে গোবিন্দ আকুলীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

আকুলী মহাশয় তখ... বামস্কন্ধে নামাবলী, দক্ষিণ স্কন্ধে গাত্রমার্জ্জনী, ডান হাতে লাঠি এব বাঁ হাতে লণ্ঠন লইয়া বাহির হইতেছিলেন। রামুকে দেখিয়া একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে রামচরণ যে, ভাল তো?"

রামচরণ হাত দুইটা কপালে ছোঁয়াইয়া প্রণাম সারিয়া বলিল, "আজ্ঞে, অমনি পরাণগতিক চলে যাচ্চে।"

গম্ভীর ভাবে একবার গ্রীবা আন্দোলিত করিয়া আকুলী মহাশয় বলিলেন, "বটে! তারপর কি মনে করে?"

রামু বলিল, "একবার বৌমাকে দেখতে এলাম। আর ওনাকে নিয়ে যাবার কথাও বলতে এয়েচি। কাল দিন ভাল আছে।"

আকুলী মহাশয়ের মুখখানা একটু বিকৃত হইল। তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুটা ছিল না, বাম চক্ষুটার তীব্র দৃষ্টি রামুর উপর নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের ডাক্তারবাবুর চলছে কেমন?"

রামু বলিল, "চলাচলি আর কি, পরেশ তো পয়সার পিত্যেশী নয়। তবু মাসে দু'একশো হচ্চে বৈকি।"

একটু কুটিল হাসি হাসিয়া আকুলী মহাশয় বলিলেন, "আর পয়সার পিত্তেশী হ'লে বুঝি এতদিনে একটা জমিদারী কিনৃতো?"

রামুও স্বরে বেশ একটু তীব্রতা আনিয়া উত্তর করিল, "জমিদারী কিনতেই বা হবে কেন ঠাকুর মশাই, বাপের যা বিষয় আছে, সেই তো একটা জমিদারী। পাঁচ খান গাঁয়ের ভিতর এত জমি জায়গা বাগান বাগিচে আর কোন্ বেটার আছে ?"

আকুলী মহাশয় ভ্রূকুটী করিলেন। রামুর কথার উত্তরে বলিলেন, "বেশ, ভাল হ'লেই ভাল, হাজার হোক আমার কুটুম্ব তো। সেদিন মেজো ছেলেটার বড্ড অসুখটাই হয়েছিল, ভাবলুম একবার ডাকাই। আবার মনে হলো কি জানি বাপু, বড় ডাক্তার, যদি আমাদের মত গরীবের ঘরে না আসেন।"

রামু সদম্ভে বলিল, "গরীবের ঘরে ? গরীবের ঘরেই তো দিন রাত প'ড়ে আছে। বড় লোকের বাড়ীর ডাক ফেলে গরীবের ঘরে আগে যায়।"

মৃদু হাসিয়া আকুলী মহাশয় বলিলেন, "হাঁ হাঁ, পসার করবার সময় ও রকম কত্তে হয় বটে। ঐ রকম কত্তে কত্তে দু'দশ বছর পরে যদি পশার হয়। বেশ, ভাল হলেই ভাল।"

আকুলী মহাশয় প্রস্থান করিলেন, রামু বিরক্ত ভাবে বাড়ী ঢুকিয়া ডাকিল, "বৌমা !"

অনুপমা আসিয়া রামুকে বসাইল, এবং বাড়ীর সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল। রামু তাহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিল, "কাল যে যেতে হচ্ছে বৌমা।"

সহাস্যে অনুপমা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, বরণডালা সাজাবার লোকের অভাব হ'য়েছে নাকি ?"

রামু মুখটা নীচু করিয়া ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠে বলিল, "তুমিও তা হ'লে শুনেছ ?"

অনুপমা বলিল, "কথা কি চাপা থাকে ?"

রামু বলিল, "কিন্তু ওটা বাজে কথা।"

অনুপমা বলিল, "আমি যেন শুনেছিলাম সত্যি।"

রামু জোর গলায় বলিল, "সত্যি হ'লে আমি তোমাকে নিতে আসতাম না বৌমা। ও সত্যি হয়, তুমি একবার গিয়ে বললেই দেখবে, সব সত্যি একেবারে মিথ্যে হ'য়ে গিয়েছে ?"

অনুপমা চুপ করিয়া রহিল। রামু জিজ্ঞাসা করিল, "যাবে না বৌ মা ?"

অনুপমা অতি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "যাব

রামু সহর্ষে বলিল, "এই তো কথার মত কথা। আপনার ঘর আপনি নিয়ে একবার দখল করে বসো তো. তার পর দেখি, কোন্ বেটা বেটী কি করে।"

অনুপমা ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রামু বলিল, "আর দেখ বৌমা, পরেশেরও কষ্টের সীমা নাই। সারা দিন এ গাঁ সে গাঁ ঘুরে এসে না পায় সময়ে একটু জল, না পায় একটা কথা কইবার লোক।"

অনুপমার মুখখানা বেদনার চিহ্নে ভরিয়া উঠিল। রামু বলিল, "তা হলে কাল বিকেলে ৫টার পরে পাল্কী নিয়ে আসবো।"

অনুপমা বলিল, "আচ্ছা।"

রামু চলিয়া গেল। অনুপমা বাড়ীতে সব কথা বলিল, খুড়ী আবার খুড়াকে বলিলেন। খুড়া তখন পরেশের অনাচার অবিচার অসামাজিক ব্যবহার প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া অনেক কথাই কহিলেন, এবং সেখানে কিছুদিন বাস করিবার পর অনুপমা যদি এখানে আসে তাহা হইলে তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে ইহাও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। খুড়ী মেয়েমানুষ ; মেয়েমানুষে মেয়েমানুষের

মনের কথা যেমন বুঝে এমন পুরুষে বুঝে না; সুতরাং তিনি উত্তর করিলেন, "তা হোক, ওর এখানেই আসবার দরকার কি, জন্ম জন্ম সেই ঘর করুক।"

একটু উপহাসের হাসি হাসিয়া আকুলী মহাশয় বলিলেন, "সেটা তোমারও প্রার্থনা, আমারও প্রার্থনা, কিন্তু হলে তা ঘটে উঠে কৈ। আজকাল পরেশের আচার ব্যাভার তো ভাল না। রমা ভটচাজ্যির মেয়ে, যাকে তোমরা খিরিষ্টানী মেয়ে বল, তার সঙ্গে মিশে কি কাণ্ডটাই না কচ্চে। সেও খিরিষ্টানী, ও নিজেও বিলেত ফেরত, মিলেছে ভাল কিনা। দেশ শুদ্ধ লোক তো ছি ছি কচ্চে। অথচ নেংটার নাই বাট-পাড়ের ভয়। লোকে বলছে গির্জ্জেয় নিয়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করবে।"

অনুপমা ঘরের বাহিরে ছিল; কথাটা কাণে গেলে তাহার চোখ মুখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। কিন্তু ক্ষণপরেই খুড়ার সত্য-বাদিতা ও রামুর নির্ভয় উক্তি স্মরণ হওয়ায় সে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইল।

গৃহিণীর সহিত অনেক বাদানুবাদের পর শেষে আকুলী মহাশয় মত দিলেন। কিন্তু গৃহিণী এবং অনুপমা দুইজনকেই জানাইয়া দিলেন যে, অনুপমা শ্বশুরালয়ের অন্নজল গ্রহণ করিলে তিনি আর তাহাকে গৃহে স্থান দিতে পারিবেন না। ইহাতে সে রাগ করিয়া বাপের সাড়ে তিন বিঘা জমির ভাগ লইতে চায়, আকুলী মহাশয় তাহাও ছাড়িয়া দিবেন, তথাপি তিনি সমাজের কাছে মাথা হেঁট করিতে পারিবেন না।

অনুপমা সে দিন বিছানায় পড়িয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ভাবিল। তাহার এক দিকে গুরুজনের অবমাননা, অন্যদিকে নারীহৃদয়ের সকল আশা, সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি। শুধু তাহাই নয়, স্বামীর কষ্টের

কথাগুলাও মনে আসিল। তিনি তৃষ্ণায় জল, ক্লান্তিতে বিরাম, কষ্টে সহানুভূতি পান না; অথচ তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ সামর্থ্য কোনটারই অভাব নাই। তাহাকে স্বামিগৃহে যাইতেই হইবে। নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া যদি সে স্বামিসেবাই করিতে না পাইল, তবে তাহার জন্মটাই যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল, জীবন একেবারে ব্যর্থ। অবজ্ঞা! কৈ, তাঁহার কথায় বা কার্য্যে অবজ্ঞার লক্ষণ তো প্রকাশ পায় না? তবে তেমন আগ্রহ বা অনুরাগও দেখা যায় নাই। কিন্তু সেটাতেও তো তাঁহার দোষ নাই। অনুপমার নিজের মধ্যে এমন কোন গুণ নাই, যাহাতে স্বামী তাহার উপর অনুরক্ত হইতে পারেন। কাজ কি অনুরাগে? সে মেয়েমানুষ, স্বামিসেবাই তাহার একমাত্র ধর্ম্ম, একমাত্র কর্ত্তব্য। অপরের অনুরাগ বিরাগে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া সে সেই ধর্ম্ম, সেই কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইবে, এতটুকু হৃদয়বল কি তাহার নাই? আর বিবাহ—অনুপমার দৃঢ় বিশ্বাস,—বিবাহের কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি কখন এতটা নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারেন না, যতটা নিষ্ঠুর ব্যবহার অনুপমা তাঁহার প্রতি করিয়াছে। নিজের নিষ্ঠুরতা স্মরণে অনুপমা আপনাকে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারিল না।

পরদিন রামু যথাসময়ে পাল্কী লইয়া উপস্থিত হইল। অনুপমা খুড়ীর পায়ের ধূলা লইয়া পাল্কীতে উঠিল।

পাল্কী যখন পরেশের বাড়ীর দরজায় আসিয়া থামিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে; অন্ধকার হয় নাই, কিন্তু দিনের আলো নিবিয়া গিয়াছে, পৃথিবীর উপর ধূসরবর্ণের একটা ছায়া পড়িয়াছে।

অনুপমা পাল্কী হইতে নামিলে রামু ট্রাঙ্কটা মাথায় লইয়া উপরের ঘরে চলিল; অনুপমা তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। উপরে পরেশের ঘর অনুপমা জানিত, সুতরাং সিঁড়াতে উঠিবার সময় তাহার পা

দুইটা যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু উপরে উঠিয়া ঘরের দরজার সম্মুখে গিয়া রামু এমনই থতমত হইয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল যে, তদ্দর্শনে অনুপমা বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। সে ব্যস্তভাবে আপনার কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি গৃহমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিল। কিন্তু যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার পা দুইটা যেন অচল হইয়া গেল। দেখিল, দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া পশ্চিমের জানালার সম্মুখে পরেশ ও শৈল পাশাপাশি দণ্ডায়মান।

অনুপমা শৈলের নাম শুনিয়াছিল, কিন্তু সে যে এত বড় মেয়ে, এমন সুন্দরী, তাহা আজ প্রথম দেখিল। আবার সেই প্রথম দর্শন ঘটিল তাহারই স্বামীর পার্শ্বে। এত পাশে যে, পরস্পরের অঙ্গ প্রায় পরস্পরের গাত্রস্পর্শ করিয়াছে। শৈলজার এলো চুলের একগোছা বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া পরেশের বাহু স্পর্শ করিতেছে ; পরেশের উত্তপ্ত নিশ্বাস-বায়ুতে শৈলজার অলকরাজি যেন উল্লাসে কাঁপিয়া উঠিতেছে। পশ্চিম আকাশ হইতে লাল মেঘের ছটা আসিয়া উভয়ের মুখে হর্ষবিমিশ্রিত লজ্জার রক্তরাগ মাখাইয়া দিয়াছে।

অনুপমা তাহাদের দিকে চাহিয়া বিস্ময়বিমূঢ়ার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে যখন চৈতন্য হইল, তখন সে রামুর মুখের উপর একবার কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়াই নীচে নামিয়া চলিল। রামুও হতবুদ্ধির ন্যায় তাহার অনুবর্ত্তন করিল।

নীচে নামিয়া আসিয়া অনুপমা একবার দাঁড়াইল। রামু ডাকিল, "বৌমা!"

অনুপমা উগ্র অথচ অনুচ্চস্বরে বলিল, "পাল্কী কোথায়?"

রামু বলিল, "বাইরেই আছে।"

অনুপমা বলিল, "শীগ্‌গীর ডাক।"

রামু ট্রাঙ্কটা নামাইয়া একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, "চলে যাবে বৌমা ?"

কঠোর স্বরে অনুপমা পুনরায় আদেশ করিল, "পাল্কী ডাক।"

রামু আর কিছু বলিতে সাহস করিল না, সে তাড়াতাড়ি পাল্কী ডাকিতে গেল। বেহারারা তখনও চলিয়া যায় নাই, বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতেছিল। রামু গিয়া তাহাদের ডাকিয়া আনিল। অনুপমা পাল্কীতে উঠিতে গেল। রামু ভীতভাবে বলিল, "আপনার রাজত্ব পরের হাতে তুলে দিয়ে চল্লে মা ?"

অনুপমা তাহার মুখের উপর একটা কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পাল্কীতে উঠিল। রামু হতাশস্বরে বলিল, "একবার ছোড়দির সঙ্গে দেখা ক'রে—"

বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে অনুপমা বলিল, "না।"

ভিতর হইতে তারাসুন্দরী ডাকিলেন, "রামু!"

রামু ধরা গলায় উত্তর দিল, "কেন ?"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "বৌমা এসেছে কি ?"

"না" বলিয়া রামু বেহারাদের পাল্কী তুলিতে ইঙ্গিত করিল। বেহারারা পাল্কী তুলিল, রামু ট্রাঙ্ক মাথায় লইয়া পাল্কীর পশ্চাৎ ছুটিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সেদিন কোথাও ডাক ছিল না, সুতরাং জ্যৈষ্ঠের দীর্ঘ অপরাহ্নটা পরেশের নিকট ক্রমেই বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। কাগজ পড়িয়া, বই ঘাঁটিয়া অপরাহ্নের দীর্ঘতাকে যতই সংক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ততই তাহা যেন অসহ্য দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছিল। ঘড়ির বড় কাঁটাটা যেন নিতান্ত ক্লান্ত ও অবসন্নভাবে এমনই ধীরে ধীরে চলিতেছিল যে, তাহাতে পরেশ কাঁটাটার উপর না রাগিয়া থাকিতে পারিতেছিল না। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, ঘড়িটা বুঝি অচল হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু টিক্ টিক্ শব্দে আপনার সচলত্ব প্রমাণ করিয়াও ঘড়িটা যে কেন এত আস্তে আস্তে চলিতেছিল, পরেশ তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না।

অস্থিবিদ্যা, ভেষজতত্ত্ব তখন ঠিক অতি তিক্ত ভেষজের মতই বোধ হইতেছিল। অগত্যা পরেশ আলমারী খুলিয়া একখানা ইংরাজী উপন্যাস বাহির করিল। একে তো উপন্যাসে তাহার কোনদিনই রুচি ছিল না, তাহার উপর উপন্যাসখানার প্রথমেই যখন প্রণয়-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল, তখন সে পুস্তকখানিকে আলমারির যথাস্থানে স্থাপন করিয়া, কোন্ বহিখানা প্রীতিকর হইতে পারে, আলমারীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাই অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

সহসা আলমারীর কাঁচের উপর কাহার ছায়া পড়িল। পরেশ চকিত ভাবে ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল, দরজায় শৈলজা। নিদাঘের প্রচণ্ড মধ্যাহ্নে সহসা জলদোদয় দর্শনে ক্ষুদ্র পক্ষী চাতকের মনে কতখানি আনন্দ হয় জানি না, কিন্তু শৈলকে দেখিয়া পরেশের মনে যে খুব বেশী পরিমাণেই আশা ও আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা তাহার

মুখের ভাবেই সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইল। তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া শৈল মৃদু হাসিয়া নমস্কার করিল পরেশও সহাস্যে প্রতিনমস্কার করিল। তারপর আলমারী বন্ধ করিয়া সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা এসেছেন নাকি ?"

শৈল বলিল, "হাঁ, তিনি এসেছিলেন, কিন্তু চলে গিয়েছেন

"কোথায় গেলেন ?"

"গোপীনাথের মন্দিরে। আজ একাদশী কিনা, সেখানে পুরাণ পাঠ হবে।"

"তা হ'লে তোমরা অনেকক্ষণ এসেছ ?"

"খুব বেশীক্ষণ নয়, তবে আধঘণ্টা হ'তে পারে।"

"তাই বা কম কি" বলিয়া পরেশ একটু হাসিয়া সামনের চেয়ারখানা ঝাড়িয়া দিয়া নিজে আসন গ্রহণ করিল। শৈল ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল, "আমি মনে করেছিলাম আপনি ঘরে নাই। তার পর পিসীমার মুখে শুনিলাম যে, আজ কোথাও যান নি।"

শৈল বসিল না, সে ঘরের এদিকে সে দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং ঘরে যে সকল জিনিষ বিশৃঙ্খল হইয়াছিল, সেই গুলিকে সুশৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া রাখিতে লাগিল। কাপড়, জামা, তোয়ালে প্রভৃতি ভাঁজ করিয়া কাঠের আলনার উপর রাখিল ; ট্রাঙ্কের উপর ধুলা পড়িয়াছিল, ঝাড়ন দিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া দিল ; ছবি-গুলার পাশে মাকড়সার জাল হইয়াছিল, একখানা চৌকীর উপর উঠিয়া সেগুলা ঝাড়িয়া ফেলিল। গৃহসংস্কারে তাহার এই ব্যস্ততা দেখিয়া পরেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, "ও সব কতক্ষণের জন্য ?"

শৈল মৃদু তিরস্কারের স্বরে উত্তর করিল, "যতক্ষণের জন্যই হোক, আপনি একজন বিলাতফেরত ডাক্তার, আপনাকে এ রকম নোংরা

হ'য়ে থাকতে দেখলে লোকে বলবে কি? ও দেখুন দেখি, কুঁজোটার পাশে কত জঞ্জাল ধুলো জমে আছে ?"

পরেশ বলিল, "ওদের স্বহস্তে স্থানচ্যুত করা আমি নিতান্ত নিষ্ঠুরতা মনে করি।"

শৈল হাসিয়া বলিল, "ডাক্তারের হৃদয়ে এটা কোমলতা—আশ্চর্য্য বটে! তবে আপনি স্বহস্তে না পারেন, চাকরটা বললে সে তো এগুলা পরিষ্কার ক'রে দিতে পারে।"

পরেশ বলিল, "বললে তো? আমার ওদিকে কোনদিন লক্ষ্যই হয়নি।"

শৈল বলিল, "লক্ষ্য যে হয় নি, তা বেশ বোঝাই যাচ্ছে, নইলে আপনি যে ঘরের ভিতর কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের কল্পনা ক'রেছেন এটা আদৌ সম্ভব নয়।"

পরেশ ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি রকম ?"

শৈল হাসিতে হাসিতে বলিল, "রকম বড় মন্দ নয়, এই দেখুন, এখানে দু'তিনটে ছোলার গাছ হয়েছে।"

পরেশ কৌতুহলের সহিত গিয়া দেখিল, সত্যই কুজোর অনতিদূরে ভিজা ধুলার উপর কয়টা ছোলার গাছ জন্মিয়াছে। সকালে ভিজা ছোলা খাওয়া পরেশের অভ্যাস, এবং তাহারই দুই চারিটা কোনরূপে এই নির্জ্জন আর্দ্র স্থানে পড়িয়া যে আপনাদের বংশবিস্তারের চেষ্টা করিতেছে, পরেশ ইহা বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া হাসিতে লাগিল। শৈল গাছগুলাকে তুলিয়া ফেলিতে গেল; পরেশ বাধা দিয়া বলিল, "আহা, থাক্ থাক্, বেশ নধর গাছগুলি।"

শৈল বলিল, "কিন্তু এই রকম নধর গাছের উপর দয়া প্রকাশ কত্তে কত্তে যদি আরও দু'দশটি গাছ এসে আপনাকে দয়া করে, তা হ'লে ক্রমে যে আপনাকে অরণ্যচারী হ'য়ে পড়তে হবে।"

৮

পরেশ হাসিয়া বলিল, "ক্ষতি কি, আমার 'যথারণ্যং তথা গৃহং'।"

পরেশ হাসিলেও তাহার হাসির ভিতর দিয়া যে একটা নৈরাশ্যের ম্লান ছায়া ফুটিয়া উঠিল, তাহা শৈলজার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। সে নতমুখে গাছগুলি তুলিয়া স্থানটা পরিষ্কার করিতে লাগিল। পরেশ ফিরিয়া স্বস্থানে আসিল।

শৈল গৃহের অন্যান্য স্থান পরিষ্কার করিয়া টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ছি ছি, টেবিলটা ধূলো-বালিতে কি হ'য়ে আছে! উঠুন আপনি।"

পরেশ গম্ভীরভাবে বলিল, "না, দেখছি তুমি আমার ঘরের নিত্য সঙ্গীগুলির উপর অত্যাচার ক'রেই ছাড়লে না, শেষে আমারও উপর অত্যাচার আরম্ভ করলে।"

শৈল সহাস্যে বলিল, "অনাচারে থাকার চাইতে একটু অত্যাচার সহ্য করা ভাল নয় কি ?"

পরেশ উঠিতে উঠিতে বলিল, "কাজেই, কারণ তুমি যখন অত্যাচার না ক'রেই ছাড়বে না।"

পরেশ গিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। শৈল টেবিল ঝাড়িতে লাগিল। সে প্রথমে বই কাগজ প্রভৃতি নামাইল; টেবিলের ধূলা ঝাড়িল, নেকড়া দিয়া মুছিল, তার পর এক একখানা বই ঝাড়িয়া সাজাইয়া রাখিতে আরম্ভ করিল। একখানা বই ঝাড়িতে গেলে তাহার ভিতর হইতে একখানা ছোট ফটোগ্রাফ বাহির হইয়া পড়িল। শৈল বই ঝাড়িতে ঝাড়িতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিল, ইহা ডাক্তার বাবুরই ফটো। শৈল স্থির দৃষ্টিতে ফটোখানার দিকে চাহিয়া রহিল। পরেশ তখন বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল, সুতরাং ইহা দেখিতে পাইল না।

তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। দূর চক্রবালপ্রান্তে, যেখানে নিবিড় ধূম্রবর্ণের স্থূলরেখা আকাশ ও ধরণীর মধ্যস্থ দাঁড়াইয়া দৃষ্টি-সীমা রুদ্ধ করিয়া দিতেছিল, তথায় ঠিক গাছের মাথার পাশ দিয়া একটা বৃহৎ সুবর্ণগোলক যেন ধীরে ধীরে বনানীগর্ভে নামিয়া যাইতেছিল। উপরে একখানা মেঘ গায়ে সোণালি রং মাখিয়া পশ্চিম আকাশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। নীচে পৃথিবী বিদায়ের ম্লান হাসি হাসিয়া মুখের উপর অন্ধকারের আবরণ টানিয়া দিতেছিল খা পরেশ স্থির মুগ্ধ দৃষ্টিতে পশ্চিমাকাশের সেই সান্ধ্যশোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল। শৈল যে কখন্ আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছিল সে জ্ঞান পর্য্যন্ত তাহার ছিল না। যখন জ্ঞান হইল, তখন চকিতভাবে ফিরিয়া দেখিল, পশ্চিমাকাশের সেই সুবর্ণচ্ছটা শৈলের ললাটে ওষ্ঠে গণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইয়া আর একটা নূতন সৌন্দর্য্য ঠিক পাশেই ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সেই সন্ধ্যালোক-প্রদীপ্ত অভিনব সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পরেশ শিহরিয়া উঠিল।

ঠিক সেই সময়ে অনুপমা আসিয়া দ্বার সম্মুখে দাঁড়াইল।

অনুপমা যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে কিন্তু ফিরিয়া যাইতে পারিল না। প্রত্যাগমন কালে ক্রোধবশতঃ পায়ের শব্দ বুঝি একটু বেশী হইল, চুড়ীর সঙ্গে বালার সজ্ঘর্ষণে একটু ঠুন্ ঠুন্ শব্দ উঠিল। শৈল চমকিতভাবে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, "কে ?"

পরেশও ফিরিয়া চাহিল। শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "কে ?"

সহাস্যে পরেশ বলিল, "মানুষ নিশ্চয়।"

শৈলও ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "এবং স্ত্রীলোক।"

"ঠিক।"

"কিন্তু পরিচয় ?"

"জিজ্ঞাসা ক'রে আসতে পার।"

হঠাৎ শৈলর মুখ দিয়া বাহির হইল, "বৌদি?"

পরেশ নীরবে মৃদু হাসিল শৈল বলিল, "কিন্তু চলে গেলেন যে?"

সত্যই তো, চলিয়া গেল কেন? পরেশের মুখে যেন একটু শঙ্কার ছায়া পড়িল। গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "কি জানি।"

তাহার মুখের ভাব দেখিয়া শৈলও যেন একটু শঙ্কিত হইল। সে হতবুদ্ধির ন্যায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরেই সহসা বলিয়া উঠিল, "বৌদিকে দেখে আসি, নীচে যাই।"

শৈল দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গেল। কিন্তু নীচে গিয়া যখন বৌদির কোন অনুসন্ধান পাইল না, এবং পিসীমাও কোন সন্ধান দিতে পারিলেন না, তখন শৈল পুনরায় উপরে আসিয়া পরেশকে বলিল, "কৈ, বৌদি তো আসেন নি।"

পরেশ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "আসেন নি?"

শৈল বলিল, "না।"

পরেশ নিঃশব্দে জানালার দিকে মুখ ফিরাইল। শৈল ঈষৎ শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কে?"

পরেশ একটু হাসিয়া বলিল, "ভূত।"

শৈলর মুখখানা ম্লান হইয়া গেল; সে পরেশের দিকে আর একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

নীচে হইতে কাত্যায়নী ডাকিলেন, "শৈল!"

শৈল ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। পরেশ উদাস দৃষ্টিতে জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন পশ্চিম আকাশের স্বুবর্ণদ্যুতি মিলাইয়া গিয়াছে; স্তূপে স্তূপে অন্ধকার আসিয়া দৃষ্টিপথের সম্মুখে কৃষ্ণ যবনিকা বিস্তৃত করিয়া দিতেছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রিতে পরেশ আসিয়া রামুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে এসেছিল ?"

রামু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বৌ মা।"

"কেন এসেছিল ?"

"আনতে গিয়েছিলাম।"

"তারপর ?"

"তারপর চলে গেলেন।"

"কেন গেলেন ?"

অনুপমার চলিয়া যাইবার কারণটা জানিলেও রামু সে কথাটা স্পষ্ট বলিতে পারিল না ; সে শুধু নীরবে দাঁড়াইয়া ঘাড়ে হাত বুলাইতে লাগিল। পরেশ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রোষ-গম্ভীর-স্বরে বলিল, "এর পর কিন্তু আমাকে না জানিয়ে যেন না আনা হয়।"

"আচ্ছা" বলিয়া রামু চলিয়া গেল। পরেশ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

কেন গেল ? আসিয়াই হঠাৎ এরূপে চলিয়া যাইবার কারণ কি ? একটা কথাও না বলিয়া, চলিয়া যাইবার কোন কারণ না জানাইয়াই চলিয়া গেল। তবে কি শৈলর এ ঘরে উপস্থিতিই চলিয়া যাইবার কারণ ? কিন্তু শৈল থাকায় এমন কি দোষ হইয়াছিল, যাহাতে সে এমন ভাবে চলিয়া যাইতে পারে। আলাপ পরিচয় থাকিলে এমন কি কেহ কখনও থাকে না ? বিলাতে তো পরস্পর পরিচিত স্ত্রীপুরুষের বন্ধুভাবে এরূপ মিলন সর্ব্বদাই ঘটে। তাহাতে তাহাদের স্ত্রীর মনে তো কিছুমাত্র মালিন্য উপস্থিত হয় না ? কিন্তু তাহারা শিক্ষিতা মহিলা, আর এটা অশিক্ষিতের দেশ।

পরেশের ধারণা শিক্ষিতা মহিলাদের অপেক্ষা এদেশের অশিক্ষিতা মহিলাদের ভাবচরিত্র অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। কিন্তু আজিকার ঘটনায় সে ধারণা যেন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ছি ছি, এ মেয়েগুলা এমনই অপদার্থ যে, তাহারা এত সামান্য কারণে ...র উপর কুৎসিত সন্দেহ করিতে পারে। একটুও বিবেচনা না ...া, কোন বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইয়া,অপরাধীকে তাহার অপরাধের ...কত্ব প্রমাণ করিবার অবসর না দিয়াই ভালবাসার উপর এরূপ অলীক সন্দেহ হৃদয়ে স্থান দেওয়া কি ঘোর অবিচার, নিষ্ঠুর অত্যাচার নহে! শৈল যদি কোনক্রমে এই সন্দেহের আভাষটুকুও জানিতে পারে? ছি ছি, এই স্ত্রীলোকগুলার প্রবৃত্তি কি নীচ!

পরেশ শুধু রাগিল না, অনুপমার উপর ঘৃণা ও বিরক্তিতে তাহার মনটা যেন জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, এবং এরূপ সন্দেহ-প্রবণ স্ত্রীকে লইয়া যে তাহাকে সংসার করিতে হয় নাই, ইহাই ভাবিয়া যেন একটু স্বস্তি বোধ করিল।

সকালে বাড়ীর বাহির হইতেই পরাণ মণ্ডল আসিয়া ছেলের কঠিন অসুখের কথা জানাইল, এবং ডাক্তার বাবুকে একবার দেখিতে যাইবার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করিল। পরেশ তাহাকে ধমক দিয়া তাড়াইয়া দিল, তারপর ডাক্তারখানায় ঢুকিতেই উপস্থিত রোগীদের কলরব শুনিয়া বিরক্তির সহিত এমন তীব্র ধমক দিল যে, তাহাতে রোগীর দল ভয়ে যেন কাঠ হইয়া গেল। তারপর রোগীদের দেখিবার সময় পরেশ এমনই ক্রোধ ও অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিল যে, হরিচরণ পর্য্যন্ত তাহাতে ভীত না হইয়া থাকিতে পারিল না। ডাক্তার বাবুর এই অস্বাভাবিক উত্তেজনা দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিল।

কোনরূপে রোগীগুলাকে বিদায় দিয়া পরেশ ডাক্তারখানা হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

যাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না, তথাপি পরেশ কখন ধীর কখন বা অধীর পদক্ষেপে একটা পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। ডাক্তারবাবুকে পথে দেখিলেই অনেকে তাহাকে হাত দেখাইতে আসিত। আজিও কেহ কেহ হাত দেখাইতে সম্মুখীন হইল, কিন্তু পরেশের দৃষ্টির তীব্রতা দেখিয়াই ভয়ে ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল। পরেশ খানিকটা ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে শৈলদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

কাত্যায়নী তখন স্নান করিতে গিয়াছিলেন, শৈল স্নান সারিয়া ছোট পিতলের সাজিটী হাতে লইয়া ফুল তুলিতেছিল। বাড়ীর ভিতরেই কতটা জায়গা ঘিরিয়া শৈল একখানি ছোট ফুলবাগান তৈরী করিয়াছিল। বাগানে গাছ খুব বেশী ছিল না। দুই তিন ঝাড় বেল, এক ঝাড় চন্দ্রমল্লিকা, দুইটা গোলাপ, এক ঝাড় যুঁই, একটা রক্তকরবী মাত্র ছিল। এক পাশে একটী তুলসী গাছও ছিল। শৈল নিজে পূজা আহ্নিক করিত না, মার পূজার জন্যই ফুলগাছগুলি তৈরী করিয়াছিল, এবং তাঁহারই জন্য ফুল তুলিতেছিল। ফুল তোলার সঙ্গে সঙ্গে গাছের পাকা পাতা, শুকনা ডাল ভাঙ্গিয়া দিতেছিল, গাছের গোড়ার ঘাস আগাছা তুলিয়া ফেলিতেছিল। ভিজা চুলগুলা পিঠের উপর ঝাঁপিয়া পড়িয়াছিল; কস্তা পেড়ে শাড়ীর লাল পাড়টা রোদে জল্ জল্ করিতেছিল; সেই চুলের পাশে, শাড়ীর মাঝে স্নানশুদ্ধ মুখখানি ঠিক প্রভাতের পদ্মের মত দেখাইতেছিল। পরেশ তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইল।

আজ শৈল শুধু স্মিতহাস্যেই পরেশের অভ্যর্থনা করিল; পরেশ গিয়া বাগানের ভিতর দাঁড়াইল, এবং এদিকে সেদিকে ফিরিয়া

কৃষিবিজ্ঞানের মতে কোন্ গাছটা কোন্ থানে কি ভাবে বসান উচিত, গোলাপ গাছের পরিচর্য্যা কিরূপ, পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ বুদ্ধিকৌশলে পরাগ সম্মিলন দ্বারা কত জাতীয় গোলাপ ও অন্যান্য পুষ্পের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বলিতে লাগিল। শৈল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সেই সকল চেষ্টা ও অনুসন্ধানের মহৎ ফল অবশ্য আমার এই ছোট বাগানটিতে ফলতে পারে না।"

পরেশ বলিল, "নিশ্চয়ই ফলতে পারে। কাজের ছোট বড় দুই সমান। আমাদের একটা দোষ এই যে, আমরা মনে করি, ছোট আয়োজনের ভিতর দিয়ে বড় কাজকে ফুটিয়ে তোলা যায় না, সে জন্য খুব বড় রকমের আয়োজন দরকার। কিন্তু এটা বাস্তবিক ভুল। অনেক সময়ে খুব ছোট ছোট ব্যাপারের ভিতর দিয়েই বড় কাজটা ফুটিয়ে তোলবার খুব বেশী সুবিধা থাকে। মনে কর, তোমার এই এক ঝাড় সাদা চন্দ্রমল্লিকা আছে, আমি যদি এটাকে কেটে—"

ব্যস্তভাবে শৈল বলিয়া উঠিল, "রক্ষা করুন ডাক্তারবাবু, আমার ঐ একটী ঝাড় চন্দ্রমল্লিকার উপর দিয়ে আপনাকে ছোট বড় কোন কাজই ফুটিয়ে তুলতে হবে না।"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "ভয় নাই, আমি সত্যি সত্যি তোমার এই একটী ঝাড় কাটছি না।"

শৈলও হাসিয়া বলিল, "বিশ্বাস কি, কাটাকুটিতে আপনারা যে খুব মজবুত, ছুরী চালালেই হ'লো, তা সে যেখানেই লাগুক!"

পরেশ বলিল, "আমাকে কি তেমনি হাতুড়ে ডাক্তার মনে কর?"

শৈল উত্তর করিল, "না, এবং সেই জন্যই আপনাদের বেশী ভয় করি। হাতুড়েদের কাছে বরং রক্ষা আছে, কিন্তু আপনাদের ঐ যে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক শিরা উপশিরার সংস্থান দেখে ধীর ভাবে

ছুরী চালান, ওটা বাস্তবিকই ভয়ানক। ও যেন ঠিক এক কোপে পাঁঠা কাটা। নয় কি ?"

উত্তরের প্রত্যাশায় পরেশের দিকে ফিরিয়াই শৈল বলিয়া উঠিল, "ঐ যা ওকি করলেন ? গোলাপটা ছুঁয়ে ফেললেন ?"

পরেশ বলিল, "তাতে ওর জাত গেল নাকি ?"

শৈল বলিল, "জাত যাবে কেন, ওটা নষ্ট হ'য়ে গেল। আপনার পায়ে যে জুতো, আর আপনার তো হাত ধোয়া নয়।"

পরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "জুতোটা আছে বটে, কিন্তু হাত আমার রীতিমত সাবান দিয়ে ধোয়া।"

শৈল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ফুল তোলা শেষ করিয়া শৈল বলিল, "ঘরে বসবেন আসুন।"

পরেশ বলিল, "না যাই, বসলে তো পেট ভরবে না।"

"যদি ভরে ?"

"অবশ্য মা যদি চেষ্টা করেন।"

শৈল রাগতভাবে বলিল, "কেন, আমি এতই অক্ষম নাকি ?"

সহাস্যে পরেশ বলিল, "ততদিন লোক অক্ষমই থাকে, যতদিন সে তার ক্ষমতার প্রমাণ না দেখায়।"

শৈল ঘাড় ঘুরাইয়া বলিল, "তার প্রমাণ আমি আজই দেখাব।"

"ঠিক ?"

"ঠিক।"

"তা হ'লে আমি ঘুরে আসছি।"

"কত দেরী হবে ?"

"ঘণ্টাখানেক ?"

"বেশ, কিন্তু আসা চাই। আমারই—"

দিব্য দিতে গিয়া শৈল আপনার নিকট আপনি এমনই লজ্জিত হইয়া পড়িল যে, কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না। পরেশ বলিল, "নিশ্চয়ই আসবো। কিন্তু এটাও বলে যাচ্ছি, লুচী কচুরী খাব না।

পরেশ চলিয়া গেল। শৈল মায়ের পূজার জায়গায় ফুলের সাজি রাখিয়া উনান ধরাইতে চলিল।

কাত্যায়নী যখন স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, শৈল তখন উনান ধরাইয়া ডালের হাঁড়ী চাপাইয়া দিয়াছে। কাত্যায়নী দেখিয়া অবাক হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি ?"

শৈল বলিল, "আজ আমি রাঁধব, ডাক্তার বাবুকে নিমন্ত্রণ করেছি !"

মৃদু হাসিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "খাবার নিমন্ত্রণ, না উপোষের নিমন্ত্রণ ?"

শৈল রাগে মুখ ভার করিয়া বলিল, "কেন, আমি রাঁধতে জানি না বুঝি ?"

কাত্যায়নী বলিলেন, "খুব জানিস্, চল্ দেখি।"

শৈল জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "খবরদার বলছি, তুমি হাঁড়ী ছুঁতে পাবে না। আমি যা জানি তাই রাঁধব।"

অগত্যা কাত্যায়নী আহ্নিক করিতে গেলেন।

মনের ভিতর যে বিরক্তির বোঝা লইয়া পরেশ বাটী হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহাকে অপেক্ষাকৃত লঘু করিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইলে রামু জানাইল, জনৈক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হইতে বৈঠকখানায় বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। পরেশ ফিরিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল, এবং ঘরে ঢুকিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "একি, শিরীষ যে ?"

আগন্তুক যুবক আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া উৎফুল্লকণ্ঠে বলিল,

"ঠিক ঠাউরেছ, আমি শিরীষই বটে। আর তুমি যে পরেশদা তাতেও বোধ হয় একটুও ভুল নাই।"

পরেশ হাসিয়া তাহাকে আসনে বসাইয়া নিজে পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর হঠাৎ কি মনে করে?"

শিরীষ বলিল, "কিছুই মনে ক'রে নয়। কাজ না থাকলে লোকে খুড়োর গঙ্গাযাত্রা করে। আমার খুড়ো জ্যাঠা কেউ নাই, কাজেই দেশভ্রমণে যাত্রা করেছি।"

পরেশ বলিল, "সেটা খুব ভাল কাজ। এ বৎসর না এম, এ, দিয়েছিলি?"

মাথা নাড়িয়া শিরীষ বলিল, "শুধু দিয়েছিলাম এই সংবাদটুকুই রেখেছ, আর একেবারে ফাষ্ট ক্লাশ—ফাষ্ট; সে খবর রাখবার ফুরসৎ হয় নি বুঝি?"

পরেশ আনন্দ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এবার তা হ'লে কি করবি?"

শিরীষ উত্তর করিল, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। চিরকালই তো জান, ক'রবো সঙ্কল্প ক'রে কোন কাজই করি না।"

পরেশ বলিল, "দেখছি বৈরাগ্যটুকু এখনো টনটনে আছে।"

শিরীষ বলিল, "এবং আশা করি চিরকালই থাকবে। তোমরা বোঝ না পরেশ দা, সংসারে একমাত্র 'বৈরাগ্যমেবাভয়ম্'।"

"বিয়ে থা করেছিস্?"

"সুবিধা হ'য়ে ওঠে নি।"

"মা এখন কোথায়? কেমন আছেন?"

তিনি এখন খুব ভাল জায়গাতেই আছেন, আর সেখান হ'তে

সংবাদ আদান প্রদানের উপায় না থাকলেও আমি জোর ক'রে বলতে পারি, তিনি সেখানে বেশ নিশ্চিন্তই আছেন।"

শিরীষের হাস্যরঞ্জিত মুখখানা একটু গম্ভীর হইয়া আসিল। পরেশ বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "এঁ্যা, মা মারা গেছেন ?"

শিরীষ গম্ভীর হাসি হাসিয়া বলিল, "একেবারে আকাশ হ'তে পড়লে যে পরেশ দা ? 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ' জান তো ?"

পরেশ স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। কলিকাতায় অবস্থান কালে শিরীষের জননী তাহার মাতৃস্থান অধিকার করিয়া, মাতৃহীন বালকের কতটা অভাব পূরণ করিয়াছিলেন,তাহা সে ছাড়া আর কেহ জানিত না। আজ তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে পরেশ যেন নূতন করিয়া মাতৃবিয়োগের শোক অনুভব করিল ; তাহার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল। শিরীষ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং পরেশের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া হাস্যতরল কণ্ঠে বলিল, "দোহাই পরেশ দা, তোমার শোকতাপ এখন রেখে দাও। বেলা এগারটা বাজে, তার উপর আড়াই ক্রোশ পথ হেঁটে এসে ক্ষিদেয় আমার সর্ব্ব শরীর ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছে।"

পরেশ উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতর চলিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

"কলিকাতার গাড়ী ক'টায় পরেশ দা ?"

"কেন ?"

"আমাকে যেতে হবে।"

"আজই ?"

"এখনি।"

"তবে এলি কেন ?"

"বুঝতে পারি নাই।"

বলিয়া শিরীষ মুখখানা গম্ভীর করিয়া রহিল। পরেশ কিছু বুঝিতে পারিল না। একটু পরে শিরীষ বলিল, "মনে করেছিলাম, আমি তোমার সেই শিরে আছি, আর তুমিও সেই পরেশদাই আছ, এখানে এলে ঠিক ছোট ভায়ের মতই আদর যত্ন পাব। এই ভেবেই এসেছিলাম, অপমানিত হ'তে আসি নাই ?"

পরেশ বিস্ময়ে নির্ব্বাক্। শিরীষ রোষগম্ভীর স্বরে বলিল, "তুমি কি মনে কর পরেশ দা, আমি শুধু তোমার কাছে আদর পেতে এসেছি ? তুমি আদর যত্নের জান কি ? অথচ যে জানে তাকে আমার সামনে হ'তে পরের মতই সরিয়ে রাখলে। আমি কি এতই পর ?"

পরেশ এবার হাসিয়া উঠিল ; বলিল, "তাই মনে করেই যদি এসে থাকিস্ শিরীষ, তাহ'লে তোর এখানে থাকা উচিত হয় না। চল্, [illegible] তুলে দিয়ে আসি।"

শিরীষ তাহার দিকে বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অভিমানক্ষুব্ধ

স্বরে বলিল, "রেখে দাও তোমার পরিহাস! কেন, আমি অন্যায় কথা বলেছি নাকি?"

পরেশ বলিল, "সম্পূর্ণ অন্যায়। এখানে যার অস্তিত্ব নাই, তুই তাকে চাস। কাজেই এটা ছেলেদের আকাশের চাঁদ ধরবার আবদারের চেয়ে আর বেশী কিছু নয়।"

শিরীষ জিজ্ঞাসা করিল, "সেকি, তোমার তো অনেক দিন বিয়ে হ'য়েছে?"

পরেশ তখন তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া শিরীষ খুব জোরে একটা দম ফেলিয়া বলিল, "তাই হোক, তোমার কথা শুনে আমার অন্য রকম মনে হ'য়ে ছিল।"

পরেশ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, 'জাতস্য হি ধ্রুবো' নাকি?"

শিরীষ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "যেতে দাও। আচ্ছা, তাঁর বাপের বাড়ীটা কোথায় বল তো। আমি একবার সেখানে গিয়ে বোঝাপড়া ক'রে আসি।"

পরেশ বলিল, "সে বড় শক্ত ঠাঁই। আচ্ছা, সে তখন পরে হবে। এখন চল্ একটু বেড়িয়ে আসি। আমি আজ একটা মস্ত অন্যায় ক'রে ফেলেছি, তার সংশোধন ক'রে আসতে হবে।"

"মস্ত অন্যায়?"

"ভারী মস্ত অন্যায়। সেধে নিমন্ত্রণ নিয়ে খেতে যাওয়া হয় নি। তোকে দেখে সব ভুলে গিয়েছি।"

শিরীষ বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তার আর কি, এবেলা দু'জনে খেয়ে তার শোধ দিয়ে আসবো।"

শিরীষকে সঙ্গে লইয়া পরেশ বাটীর বাহির হইল। পথে যাইতে যাইতে শিরীষ এই গ্রামখানার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবা

উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার অসম্ভব প্রশ্ন করিতে লাগিল। পরেশ সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিল। গ্রামের লোকেরা এই নবাগত যুবকটীর দিকে বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

শৈলদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া পরেশ বাড়ী ঢুকিতেই শৈল বলিয়া উঠিল, "আড়ি ডাক্তারবাবু, আপনার সঙ্গে আড়ি।"

কিন্তু কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই শিরীষকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে লজ্জায় যেন জড়সড় হইয়া পড়িল। তাহার এই লজ্জাসন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করিয়া পরেশ সহাস্যে বলিল, "ওকে দেখে লজ্জা কত্তে হবে না। ও শিরীষ।"

কিন্তু এই পরিচয়ের পর শৈল যেন আরও একটু বেশী লজ্জিত হইয়া পড়িল, এবং সেই লজ্জার বশে এই আগন্তুক দুইটীকে যে আসন দিয়া বসাইতে হইবে এই সহজ কর্ত্তব্যটাও যেন ভুলিয়া গেল। কাত্যায়নী ঘরের ভিতর ছিলেন; পরেশের সাড়া পাইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন, এবং শিরীষকে তাহার সঙ্গে দেখিয়া মাথার কাপড়টা কপাল পর্য্যন্ত টানিয়া দাবার উপর আসন পাতিয়া দিলেন। পরেশ তাঁহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আপনিও ওকে দেখে লজ্জা কচ্চেন বুঝি? ও ছোঁড়াকে দেখে লজ্জা করবার কিছুই নাই। যদিও এম, এ, পাশ করেছে, তবু ওর মত বওয়াটে নির্ল্লজ্জ ছোঁড়া দুনিয়ায় আর নাই। এই দেখুন না, বেড়াতে আসবে, তা জামাটা পর্য্যন্ত গায়ে দিলে না, খালি গায়েই বেরিয়ে পড়লো।"

বলিয়া পরেশ উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিল। কাত্যায়নীও স্নেহ-কোমল দৃষ্টিতে শিরীষের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। আর শৈল সলজ্জ কটাক্ষে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, জামা গায়ে না দেওয়ায়

ইহার কিছুমাত্র অপরাধ হয় নাই, অনাবৃত সুগঠিত দেহের উপর লম্বমান শুভ্র উপবীতগুচ্ছে উহাকে যেমন সুন্দর মানাইয়াছে, অনাবশ্যক পরিচ্ছদে আবৃত হইলে বোধ হয় এমন মানাইত না।

শিরীষ কাত্যায়নীকে লক্ষ্য করিয়া পরেশের উক্তির প্রতিবাদে বলিল, "পরেশদার কথায় আপনি একটুও বিশ্বাস করবেন না। পরেশ দা আমাকে ঐ রকমই ব'লে থাকে। আচ্ছা আপনিই বলুন তো, আমি কিসে বওয়াটে, হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া হ'লাম।"

কাত্যায়নী মৃদু হাসিয়াই তাহার কথার সত্যতাটুকু স্বীকার করিয়া লইলেন। শৈল মুখে কাপড় চাপা দিল।

পরেশ বসিল, শিরীষ কিন্তু বসিল না; সে সারা বাড়ীটা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। শৈলর বাগানে ঢুকিল; বাগানের প্রত্যেক গাছটী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল, গাছের গোড়ার আগাছা তুলিয়া ফেলিল, শুক্‌নো ডাল ভাঙ্গিয়া দিল; পরিশেষে প্রাচীরের গায়ে পেয়ারা গাছ হইতে দুইটা পেয়ারা পাড়িয়া তাহার সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল। কাত্যায়নীকে সম্বোধন করিয়া পরেশ সহাস্যে বলিল, "এই দেখুন আমার কথা সত্য কি না। লজ্জা ভয় থাকলে অচেনা অজানা পরের বাড়ীতে এসে কেউ কখন পেয়ারা পেড়ে খেতে পারে কি?"

শিরীষ স্বচ্ছন্দ-হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।"

কাত্যায়নী কিন্তু এই নির্লজ্জ ছেলেটীকে পাইয়া বড়ই আমোদ বোধ করিলেন। শিরীষও অল্পক্ষণের মধ্যেই নানাবিধ উৎপাত উপদ্রব দ্বারা তাঁহার স্নেহ আকর্ষণ করিয়া লইল।

ইহার পর সে যে কয়দিন এই গ্রামে রহিল, সেই কয়দিনই, দিনের

অধিকাংশ সময় এই বাড়ীতেই অতিবাহিত করিত। ক্রমে শৈলর লজ্জা দূরীভূত হইলেও সে কিন্তু এই যুবকটীর সঙ্গে তেমন মিশিতে পারিল না; মিশিতে গেলে একটা অজ্ঞাত সঙ্কোচ আসিয়া তাহাকে বাধা দিত। তাহার এই সঙ্কুচিত ভাবটুকু শিরীষের অপ্রীতিকর না হইলেও সে কিন্তু কাত্যায়নীর নিকট অনুযোগ করিতে ছাড়িল না। কাত্যায়নী কখন হাসিয়া কন্যাকে স্নেহপূর্ণ তিরস্কার করিতেন, কখন বা তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিয়া বিষাদের গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইত।

শিরীষ ইহাঁদের সকল দুঃখ কাহিনীই শুনিয়াছিল। শুনিয়া সে কিন্তু একটুও দুঃখ প্রকাশ করিল না; বরং বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে এমন ঘটনা যে নিতান্তই স্বাভাবিক বিজ্ঞের ন্যায় এইরূপ মত প্রকাশ করিল। শৈলের বিবাহ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিল না, এবং সে বিষয়ে কাত্যায়নীকে বিন্দুমাত্র আশ্বাস দিল না।

এক সপ্তাহ পরে শিরীষ কলিকাতায় চলিয়া গেল। গ্রামের লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, এতদিনের পর রমা ভটচাজ্যির মেয়ের একটা হিল্লে হ'ল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

"মা কোথায় গো !"

শৈল দাবায় বসিয়া মোজার উপর উলের ফুল তুলিতেছিল। মুখ তুলিয়া দেখিল, এক বর্ষীয়সী বিধবা উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে একটু বিস্ময়ের সহিত আগন্তুকার দিকে চাহিল। আগন্তুকা ক্ষান্ত ঠাকরুণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কোথায় ?"

"গা ধুতে গিয়েছেন।"

"কোথায় ? ফিরতে কি বেশী দেরী হবে ?"

শৈল উত্তর করিল' "না।"

ক্ষান্ত ঠাকরুণ দাবার উপর বসিবার উপক্রম করিলে শৈল তাড়াতাড়ি একখানা আসন পাতিয়া দিল। ক্ষান্ত ঠাকরুণ তাহাতে বসিয়া শৈলর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি মোজা বুনছো ?"

মৃদু হাসিয়া শৈল উত্তর দিল, "না, ফুল তুলচি।"

ক্ষান্ত ঠাকরুণ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তা মন্দ কি। আমারও এক বোনঝি, সেও এমনি কেমন মোজা, কম্পোটার, রুমাল সব বুনতে পারে। এমনি জুতো তৈরী করে যে, এক এক জোড়া জুতো বিশ পঞ্চাশ টাকায় বিকোয়।"

শৈল নীরবে মৃদু হাসিল। ক্ষান্ত ঠাকরুণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, এঁর যে মেয়েটার বিয়ের কথা হচ্ছে, সেটী কোথায় ?"

হাসি চাপিয়া শৈল বলিল. "কোথায় বেড়াতে গিয়েছে।"

"সেটী দেখতে কেমন ?"

"আমারই মত।"

গম্ভীর মুখে ক্ষান্ত ঠাকরুণ বলিলেন, "তা হ'লে মন্দ কি, তোমার গায়ের রং তো নেহাৎ ময়লা নয়।"

শৈল একটু চাপা হাসি হাসিল। ক্ষান্ত ঠাকরুণ বলিলেন, "কি জান মা, আজকালকার ছেলেরা আগে রূপটাই দেখে। আমার হাতে দু'-তিনটী ছেলে আছে কি না।"

শৈল সহাস্যে বলিল, "তাই না কি ?"

ক্ষান্ত ঠাকরুণ গর্ব্বসহকারে একবার মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "ছেলের অভাব কি! তবে আসল কথা কি জান, মেয়ের একটু রূপ আর কিছু পয়সা থাকা চাই। যেমন পয়সা চালাবে তেমনি ছেলে পাবে। বলে গুড় দিলেই মিষ্টি হয়।"

শৈল নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। ক্ষান্ত ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এঁর বড় মেয়ে ?"

শৈল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। ক্ষান্ত ঠাকরুণ বলিলেন, "তোমার বিয়ে হয়েছে কোথায় ?"

সহাস্যে নতমুখে শৈল বলিল, "নিশ্চিন্ত পুরে।"

একটু ভাবিয়া ক্ষান্ত ঠাকরুণ বলিলেন, "সে বর্দ্ধমান জেলায় বুঝি ?"

শৈল ঘাড় নাড়িল। ক্ষান্ত ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সোয়ামী কি করে ?"

"ডাক্তার।"

"বেশ বেশ, অমন পয়সা আর কোন চাকরিতে নাই মা। যে ছেলেটীর কথা বলচি, সেটীও ঐ, তা মিলবে ভাল।"

বলিয়া ক্ষান্ত ঠাকরুণ দন্তহীন মুখে একটু হাসির লহর তুলিলেন।

শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটী ডাক্তারি করে ?"

ক্ষান্ত ঠাকরুণ মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "এখনও করে নি, এখন কম্পাওণ্ডারি করছে, বছর খানেক পরেই একজন বড় ডাক্তার হয়ে বসবে।"

ইনি যে ঘটক ঠাকরুণ তাহা বুঝিতে শৈলর বিলম্ব হইল না। ঘটক ঠাকরুণ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সগর্ব্বে বলিতে লাগিলেন, "যেমন ঘর তেমনি বর। বাপ নাই, কিন্তু মা, ভাই, বোন, বিষয়, আশয়, জমি জায়গা সব জাজ্জল্যমান। ছেলে দেখতেও মন্দ নয়, পয়সারও খাঁকতি নাই।"

"ছেলে কোথায় কম্পাউণ্ডারী করে ?"

"এই—এইখানেই, কোথায় মা অত নাম কি আমার মনে থাকে ? বিলেত ফেরত খুব বড় ডাক্তারের কাছেই কাজ করে, মোটা মাইনে পায়।"

শৈল আর কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু মাতাকে বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়া থামিয়া গেল। এবং সুতা কাঁটা উল প্রভৃতি লইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল।

অতঃপর কাত্যায়নীর সহিত কথায় বার্ত্তায় ক্ষান্ত ঠাকরুণ যখন শুনিলেন, এতক্ষণ তিনি যাহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন সেইটাই পাত্রী, তখন তিনি আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। এত বড় মেয়ে, ছেলের মা বলিলেই হয়, ইহার এখনো বিবাহ হয় নাই, ইহাও কি সম্ভব! সুতরাং মেয়ে বা মেয়ের মা, কে যে তাঁহার সহিত রহস্য করিতেছে তাহা স্থির করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। শেষে কাত্যায়নীর কথায় যখন শৈলকেই পাত্রী বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন, তখন তিনি হরিচরণের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, ক্ষান্ত ঠাকরুণ পুনরায় কাত্যায়নীর নিকট ছেলের রূপ গুণ ঐশ্বর্য্যাদির বিবরণ বেশ গর্ব্ব সহকারেই বিবৃত করিলেন, এবং উপযুক্ত বিদায় পাইলে খুব কম পয়সায় এক মাসের মধ্যেই যে এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন পাত্রটীকে তাঁহার জামাতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে পারেন এরূপ আশ্বাসও দিলেন। শেষে পাত্রপক্ষ কোন তারিখে মেয়ে দেখিতে আসিবেন স্থির করিয়া জানাইবেন আশা দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঘটকার সহিত রহস্য করার জন্য কাত্যায়নী মেয়েকে একটু তিরস্কার করিতে ছাড়িলেন না।

এদিকে হরিচরণ রাত্রিতে পিসীমার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে পিসীমা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "হাঁরে হরি, তুই ঐ ধেড়ে মাগীকে বিয়ে করবার জন্য খেপেছিস্? ও মেয়ে, না মেয়ের মা।"

হরিচরণ বলিল, "আমিই বা কোন কচি খোকাটী। তুমি নিজে গিয়েছিলে নাকি পিসীমা?"

"না গেলে দেখলাম কি ক'রে?"

ব্যস্তভাবে হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর? তার পর?"

পিসীমা বলিলেন, "তারপর আর কি, কথাবার্ত্তা ক'য়ে এলাম।"

"ওদের মত আছে?"

"মত আবার নাই? বলে—হাবা ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথায়?"

হরিচরণ আনন্দে লাফাইয়া উঠিল, উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "জীতা রও পিসীমা, একটু পায়ের ধূলো দাও।"

পিসীমা নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তা যেন দিচ্ছি, কিন্তু—"

বাধা দিয়া হরিচরণ বলিল, "এর আর একটুও কিন্তু নাই পিসীমা, কিন্তু মিন্তু সব ছেড়ে আগে চার হাত এক হাত করে দাও।"

পিসীমা বলিলেন, "সে তো হবেই, তবে আমি ভাবচি, ঐ ধেড়ে মেয়ে—"

রাগে হাতে হাত চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া হরিচরণ বলিল, "আমার ধেড়ে মেয়ে আছে, আমারই আছে, তাতে তোমার বাবার কি। তুমি এখন বিয়ে দেবে কি না বল ?"

ক্ষান্ত ঠাকরুণ বিরক্তির সহিত বলিলেন, "এই মরে চেঁচিয়ে। যদি বিয়েই দেব না, তবে কথাবার্ত্তা ক'য়ে এলাম কেন ?"

"তাই বল" বলিয়া হরিচরণ আরামের নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তখন পিসী ভাইপো মিলিয়া, কিরূপ সাবধানে কাজ করিতে হইবে তাহারই পরামর্শে প্রবৃত্ত হইল। শেষে হরিচরণ বলিল, "একটা কাজ কত্তে হবে পিসীমা, আমাদের ডাক্তার বাবুকে আগে ওখান হতে সরাতে হবে। তাঁর যে রকম অনাগোনা চলেছে, তাতে গতিক বড় ভাল বোধ হয় না।"

পিসীমা বলিলেন, "তাকে কেমন ক'রে সরাব রে ?"

হরিচরণ বলিল, "তার খুব সহজ উপায় আছে। তোমাদের গাঁয়েরই গোবিন্দ আকুলীর ভাইঝির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হ'য়েছে জান তো ?"

সপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, "তা আর জানি না। সে বিয়ের রেতে কি কাণ্ড! মারামারি, গালাগালি, ছাঁদনা তলা থেকে বর চলে গেল। তারপর তো ওর সঙ্গে অনির বিয়ে হয়।"

হরিচরণ বলিল, "কিন্তু বিলেত ফেরত বলে বৌটা ঘর কর্ত্তে যায় না। এখন যাতে সে গিয়ে ঘর করে সেটা কত্তে হবে।"

চিন্তিত ভাবে পিসীমা বলিলেন, "বিলেত ফেরত ব'লে যখন সোয়ামীর ঘর কত্তে চায় না, তখন আমার কথাতেই কি যাবে ?"

হরিচরণ ঘাড় নাড়িয়া চড়া গলায় বলিল, "আলবাৎ যাবে। তোমার কথায় যদি আমার মত লক্ষীছাড়ার হাতে কেউ মেয়ে দেয়, তবে ও মেয়েটাও তোমার কথায় সোয়ামীর ঘর করবে। এ যদি না পার তা হ'লে আমি দিব্যি ক'রে বলতে পারি, বিয়েও দিতে পারবে না।"

সগর্ব্ব হাস্যে পিসীমা বলিলেন, "আচ্ছা, পারি কি না দেখ।"

পরদিন ক্ষান্ত ঠাকরুণ গোঁসাই পুকুরে স্নান করিতে গিয়া নিবিষ্টচিত্তে শিব পূজা করিতে করিতে শুনিতে পাইলেন, পূর্ব্ব দিবসে গোবিন্দ ঠাকুরের ভাইঝি অনি শ্বশুর বাড়ী গিয়াছিল; কিন্তু তাহাকে বাড়ী ঢুকিতে দেওয়া হয় নাই। বাড়ীর বাহির হইতে ধুলো পায়েই তাড়াইয়া দিয়াছে।

... PUBLIC LIBRARY
Estd. 1902.
MAJU, HOWRAH.

বিংশ পরিচ্ছেদ

অনেক ভাবিয়া ক্ষান্ত ঠাকরুণ পরদিন গোবিন্দ আকুলীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। গৃহিণী তাঁহাকে আদর করিয়া বসাইলেন, এবং ইদানীং তিনি আর এদিকে আসেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্ষান্ত ঠাকরুণ জানাইলেন, যে, তিনি নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় কোথাও যাইতে পারেন না, নতুবা তিনি সর্ব্বদাই তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া থাকেন। গৃহিণী তখন গুরুতর ব্যস্ততাপূর্ণ কার্য্যটা কি তাহা জানিতে চাহিলেন। উত্তরে ক্ষান্ত ঠাকরুণ বলিলেন, "কাজটা অপর কিছু নয় মা, একটা বিয়ে। ঐ যে নেউগী পাড়ায় রমা ভটচাজের একটী বছর পনের ষোলর মেয়ে আছে, সেটীর তো বিয়ে কিছুতেই হয় না। তার মা এসে কেঁদে পড়েছে, কাজেই চেষ্টা দেখতে হচ্চে।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথাও ঠিক হ'লো ?"

ক্ষান্ত ঠাকরুণ বলিলেন, "হাঁ, ঠিক সবই হ'য়ে গিয়েছে, শুধু চার হাত এক হওয়া বাকী। কিন্তু বলতে কি মা, তোমরা আপনা আপনি—সেই জন্যেই ছুটে এলাম। বলি, দোষটা এড়িয়ে রাখি।"

শঙ্কিতভাবে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দোষটা কি ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ক্ষান্ত ঠাকরুণ বলিলেন, "দোষ কি জান মা, বিয়েটা হচ্চে, তোমাদের জামাই পরেশ ডাক্তারের সঙ্গে।"

গৃহিণী স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষান্ত ঠাকরুণ অপরাধীর ন্যায় মুখখানাকে একটু সঙ্কুচিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তা আগে মা, আমি কিছুতেই হাত দিই নাই ; কিন্তু পরেশের পিসী ছাড়লে না। বলে, সে বৌকে তো ঘরে নেব না, সে

আর আসবেও না। কাজেই পরেশের বিয়ে দিতে হবে। তা আমি মাঝে না থাকলেও যে বিয়ে আটকাবে এমন বোধ হয় না। কাজেই বুঝলে তো মা।"

রুদ্ধ কণ্ঠে গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "সত্যি পরেশ আবার বিয়ে করবে?"

অনুপমা পুকুর ঘটে হইতে বাসন ধুইয়া আনিতেছিল। কথাটা শুনিয়াই সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, পরক্ষণেই দ্রুতপদে স্বকার্য্যে চলিয়া গেল। ক্ষান্তঠাকরুণ তাহার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আহা, মেয়ে তো নয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকরুণ। এমন মেয়ের উপর সতীন।"

গৃহিণী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কপাল!"

তারপর অনুপমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শুনলি অনু?"

অনুপমা রন্ধনশালা হইতেই উত্তর করিল, "শুনেছি খুড়ীমা, বেশ সমানে সমানে মিলেছে, একজন বিলেত ফেরত, আর একজন খিরিষ্টানী।"

শ্লেষের স্বরে বলিলেও তাহার গলাটা যে ভারী ইহা বুঝিতে খুড়ীমার বিলম্ব হইল না। ক্ষান্ত ঠাকরুণ কিন্তু ততটা লক্ষ্য করিলেন না; তিনি অনুপমার কথাতেই সায় দিয়া বলিলেন, "সত্যি বাছা, মেয়েটার যেন খিরিষ্টানী খিরিষ্টানী ঢঙ্। আমার তো মোটেই ভাল লাগে না। যেমন কাপড় পরার ধরণ, তেমনি কথার ধরণ, তার উপর রূপেরও তো ধুচুনী। তোমার ভাসুরঝির পায়ের কাছেও দাঁড়াতে পারবে না।"

গৃহিণী নিরুত্তরে স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। ক্ষান্ত ঠাকরুণ বলিতে লাগিলেন, "দেখ বাছা, আমার কথা যদি শোন, তা হ'লে বলি, মেয়েটীকে পাঠিয়ে দাও। হ'লেই বা বিলেত ফেরত গা, আজকাল

বলে কত কি চলে যাচ্চে। ও গিয়ে আপনার ঘরে চেপে বসুক, আমিও ওদিকে আলগা দিই। দেখি বিয়েটা কি ক'রে হয়।"

অনুপমা রন্ধনশালার বাহিরে আসিয়া বলিল, "তা হ'লে তোমার ঘটক বিদায়টা যে মারা যাবে ?"

ক্ষান্ত ঠাকরুণ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মারা যায় তোর কাছ থেকে আদায় ক'রে নেব। ওলো ছুঁড়ি, তুই কি জানবি, তোর খুড়ীমা জানে। এঁর শাশুড়ী, তোর ঠাকুর মা, তার সঙ্গে আমার কি ভালবাসাই ছিল। এক জীব এক প্রাণ ; মাগী ক্ষান্ত দিদি বলতে অজ্ঞান হতো।" তোদের যাতে মন্দ হয় আমি তা কি কত্তে পারি !"

মন্দ করিতে পারুন বা না পারুন, তিনি যে কিরূপে ঠাকুরমার ক্ষান্ত দিদি হইতে পারিয়াছিলেন, অনুপমা তাহাই ভাবিতে লাগিল। কেন না ক্ষান্ত ঠাকরুণের বয়স চল্লিশের কিছু উপর, অথচ ঠাকুর মা দশ বার বৎসর পূর্ব্বে ষাট বৎসরে মারা গিয়াছেন। সেই ত্রিশবর্ষাধিক বয়স্কা ঠাকুরমা কোন্ হিসাবে যে ক্ষান্ত ঠাকরুণকে দিদি সম্বোধনে সম্মানিত করিতেন অনুপমা তাহা বুঝিতে পারিল না। তবে ক্ষান্ত ঠাকরুণের হঠাৎ আজ ঠাকুরমার ক্ষান্তদিদি হইতে আসিবার যে বিশেষ কোন একটা কারণ আছে, সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইল।

অতঃপর ক্ষান্ত ঠাকরুণ খানিক বসিয়া নানারূপে গৃহিণীকে বুঝাইয়া দিলেন, অনুপমাকে সেখানে পাঠাইয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত, নতুবা বিবাহ কিছুতেই রোধ হইবে না। এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি সে দিনের মত বিদায় লইলেন, এবং পরদিন আসিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত জানিয়া যাইবেন এরূপ আশ্বাসও দিয়া গেলেন। গৃহিণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

অনুপমা ব্যস্তহস্তে কাজ সারিতে লাগিল। কাজও তখন বেশী ছিলনা, আহারাদি হইয়া গিয়াছিল। কাজের মধ্যে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার এবং রোদে শুকান কাপড়গুলাকে ঘরে তোলা। অনুপমা সেই সামান্য কাজগুলাকেই যেন খুব বড় করিয়া অতিমাত্র ব্যস্ততার সহিত সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সেই ব্যস্ততার মধ্যেও একটা কথা শুধুই তাহার মনের ভিতর জাগিয়া উঠিতে লাগিল, আবার স্বামী বিবাহ করিতেছেন। অনুপমা কাজের কোন ব্যস্ততা দিয়াই মনের এই স্বাভাবিক গতিটাকে প্রতিহত করিতে পারিল না। অবশেষে হাতের কাজগুলাও যখন শেষ হইয়া আসিল, তখন সে হতাশ চিত্তে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

বিছানার একপাশে খুড়ীমার তিন বছরের ছেলেটী শুইয়া ঘুমাইতেছিল। অনুপমার ইচ্ছা হইল, তাহাকে জাগাইয়া খুব একটা গোলমালের সৃষ্টি করে। কিন্তু জাগাইতে গিয়াও জাগাইতে পারিল না; বরং তাহার গায়ে যে মাছিগুলা বসিয়া ঘুমের ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল, পাখার বাতাস দিয়া সে গুলাকে তাড়াইয়া দিল। তারপর তাকের উপর হইতে রামায়ণখানা পাড়িয়া লইয়া মাথার দিকের জানালার উপর ফেলিয়া গুন্‌গুন্ স্বরে পড়িতে আরম্ভ করিল,—

"শ্রীরাম বলেন শুন জনক দুহিতে,
বিষম দণ্ডক বন না যাইও সীতে।
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস।
বালিকা হইয়া কেন কর এ সাহস?
অন্তঃপুরে নানাভোগে থাক মন সুখে।
ফল মূল খেয়ে কেন ভ্রমিবে দণ্ডকে?

তোমার সুসজ্জা শয্যা পালঙ্ক কোমল।
কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হবে চরণ কমল॥
চিন্তা পরিহর প্রিয়ে ক্ষান্ত হও মনে।
বিষম রাক্ষসগুলা আছে সেই বনে॥"

অনুপমা ভ্রূকুটী করিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। একটা রৌদ্র-পীড়িত কাক চালের উপর বসিয়া হাঁ করিয়া হাঁপাইতেছিল, নির্মেঘ আকাশটা যেন ভীষণ দাবদাহে পুড়িয়া যাইতেছিল, দুইটা ঘু ঘু সামনের আমগাছের পাতার ভিতর নিঃশব্দে পাশাপাশি বসিয়াছিল। অনুপমা দৃষ্টি ফিরাইয়া পুনরায় পড়িতে লাগিল—

"শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে।
কহেন রামের প্রতি কুপিত সন্তাপে॥
নিজ নারী রাখিতে যে ভয় করে মনে।
তারে বীর বলে নাকো কোন ধীর জনে॥
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফুটে!
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে॥
তব সঙ্গে থাকি যদি ধূলি লাগে গায়।
অগুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায়॥
তব সহ থাকি যদি পাই তরুমূল।
স্বর্গ কিম্বা গৃহ নহে তার সমতুল॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগে যদি ভ্রমিয়া কানন।
শ্যামরূপ নিরখিয়া করিব বারণ॥"

অনুপমা বইখানা মুড়িয়া ফেলিল, এবং উভয় করতলের মধ্যে চিবুক রাখিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। একটা তপ্ত দমকা বাতাস তাহার মুখের উপর দিয়া বহিয়া গেল।

সহসা ডাক আসিল, "বৌমা !"

অনুপমা ত্রস্তে ফিরিয়া দেখিল, রামচরণ রৌদ্রতপ্ত উঠানে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। অনুপমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

রামচরণ যে অনুপমার উপর বেশ প্রসন্ন ছিল তা নয়, বরং পরেশকে উপেক্ষা করায় তাহার উপর একটু বিতৃষ্ণাই জন্মিয়াছিল। স্ত্রী যে কোন কারণেই স্বামীকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না, এ ধারণাটা রামচরণের মনে বদ্ধমূল ছিল। সুতরাং স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া অনুপমার পিত্রালয়ে থাকা তাহার চক্ষে নিতান্ত বিষদৃশ বোধ হইত, এবং ইহার জন্য সে অনুপমাকে বিরক্তির দৃষ্টিতেই দেখিত। ইহার উপর এক-চোখো আকুলী ঠাকুরের উপর তাহার কেমন একটা বিদ্বেষ ভাব ছিল। সেটাও অনুপমার উপর বিরক্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ঘটনাস্রোত এমনই বিভিন্নমুখী হইয়া পড়িল যে, তাহাকে বাধ্য হইয়া অনুপমার পক্ষপাতী হইতে হইল।

অনুপমার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেও পরেশ যে শৈলকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনে, এটা রামচরণের নিকট বড়ই বিষদৃশ বোধ হইল। একে তো এত বড় আইবুড় মেয়ে কোন ভদ্র ঘরের কুলবধূ হইতে পারে বলিয়া রামচরণের বিশ্বাস ছিল না, তাহার উপর সেই নির্লজ্জা ধেড়ে মেয়েটা যখন হাসিয়া হাসিয়া পরেশের সহিত কথা বার্ত্তা কহিত, তখন রোষে রামচরণের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে থাকিত। পরেশ যতই এই মেয়েটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করিত, রামচরণের চিত্তটা ততই তাহার সম্বন্ধে ঘোর বিদ্রোহী হইয়া উঠিত।

তারপর যখন শৈলজার সহিত পরেশের বিবাহের কথা চলিল, তখন সেটা রামচরণের আদৌ ভাল লাগিল না। একে তো এই মেয়ে, তাহার উপর গ্রামে তাহারা দোষী বলিয়া পরিচিত। বিবাহের কথায় সেই দোষের কথাটা তুলিয়া অনেকেই 'যোগ্যং যোগ্যেন

যুজ্যতে' বলিয়া রামচরণকে উপহাস করিতে লাগিল। রামচরণের সেটা অসহ্য হইল। ছি, ছি, করালী চাটুজ্যে—যাহার প্রতাপে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খাইত, তাহার ছেলে এমন ঘরে বিবাহ করিবে? আজ কর্ত্তা বাঁচিয়া থাকিলে কি এতটা হইতে পারিত! রামচরণ তারাসুন্দরীর কাছে আপনার মনোবেদনা জানাইল। কিন্তু তারাসুন্দরী তখন অনুপমার উপর স্বীয় ক্রোধের প্রতিশোধ লইতে ব্যস্ত। তিনি রামচরণের কথায় ততটা কাণ দিলেন না। রামচরণ ইহাতেও নিরস্ত হইল না। কিরূপে বিবাহ বন্ধ করিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

অবশেষে রামচরণ দেখিল, এ ক্ষেত্রে অনুপমার সহায়তা না লইলে কার্য্যোদ্ধার সহজ হইবে না। অগত্যা তাহাকে তাহাই করিতে হইল। সে মধ্যে মধ্যে গোবিন্দ আকুলির বাড়ীতে যাতায়াত করিয়া অনুপমার মনের গতি জানিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কয়েকবার যাতায়াতে সে বুঝিল, নদী উভয় কূল প্লাবিত করিয়া আপনার প্রবাহকে যতই অন্য পথে প্রেরণ করুক, তাহার মূল প্রবাহ ঠিক সাগরের দিকেই ছুটিয়া যায়। তা'ছাড়া অনুপমার স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে তাহার মনটাও অনুপমার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল, এবং সে এই প্রতিমাটি লইয়া গিয়া পরেশের শূন্য মন্দিরে স্থাপন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তারপর তারাসুন্দরীর অনুমতি ক্রমে একদিন সে এই প্রতিমাকে মস্তকে লইয়া পরেশের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল, কিন্তু প্রতিমার স্থাপন হইল না; সে গৃহ তখন রামচরণের দৃষ্টিতে কলুষিত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং সে প্রতিমাকে মাথায় লইয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া গেল।

ইহার পর রামচরণ প্রায় পনর দিন আর অনুপমার সহিত সাক্ষাৎ করিল না। লজ্জায় সে এ দিকে আসিতে পারিল না।

এ দিকে সে লক্ষ্য করিল, এই পনর দিনের মধ্যে পরেশ তিন চারি দিন শৈলদের ঘরে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিল। শৈলও কারণে অকারণে প্রায়ই আসিয়া পরেশের কাছে সারা বেলা কাটাইয়া যাইতে লাগিল। সে আসিলে পরেশ আর বাড়ীর বাহির হইত না। রোগীদের ডাক আসিয়া ফিরিয়া যাইত; কত গরীব লোক ডাক্তারবাবুর প্রত্যাশায় দ্বারে হত্যা দিয়া বসিয়া থাকিত। রামচরণের ইহা অসহ্য হইল। কিন্তু উপায় নাই; তারাসুন্দরীও শৈলর পক্ষে। রামচরণের এক একবার ইচ্ছা হইল, সে চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কিন্তু এতকালের চাকরী ছাড়িয়া যাওয়া, বিশেষ পরেশকে ত্যাগ করা তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। রামচরণ ক্ষোভে আপনার হাত আপনি কামড়াইতে লাগিল।

অনুপমা মেয়েটাই বা কি রকম! সে আসিয়া কি এই অলক্ষ্মীটাকে কুলার বাতাস দিয়া দূর করিতে পারে না? কুলার বাতাসও দিতে হইবে না; যেমন ঈশার মূলের গন্ধে সাপ পলায়, তেমন তাহার গায়ের বাতাসেই এই অলক্ষ্মীটা বাড়ী ছাড়িয়া পলাইবে। কিন্তু সে আসিবে কি? এই অলক্ষ্মীস্পর্শে অপবিত্র গৃহে লক্ষ্মী আসিয়া কি অধিষ্ঠিত হইবেন?

কিন্তু তাহাকে আনিবার কথা তারাসুন্দরীকে আর বলা যায় না। একবার বলিয়া সে ঠকিয়াছে, আবার কোন্ মুখে সে কথা তুলিবে? তবু কোন প্রকারে এক দিন সে কথা তুলিল। শুনিয়া তারাসুন্দরী ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তোর যখন নেহাৎ ঝোঁক, তখন চল্, একদিন আমি ফুলচন্দন নিয়ে গোবিন্দ আকুলীর বাড়ী যাই। পাল্কী ডাকবি, না হেঁটেই যাব?"

রামচরণ এ কথার উত্তর না দিয়া পলাইয়া গিয়াছিল।

তারপর রামচরণ অনেক ভাবিয়া ঠিক করিল, তাহাকে আনিতে হইবে, নয় তো এ বাড়ীর মঙ্গল নাই। ঐ খিরিষ্টানী যে দিন বৌ হইয়া ঘরে ঢুকবে সেই দিনই বাস্তুদেবতা বাস্তু ছেড়ে ছুটে পালাবেন। কিন্তু রামচরণ থাকতে সেটী হবে না। আগে সেখানে গিয়ে বৌমার মনটা বেশ করে জেনে আসি। তারপর ছোড়দিকে এমন চেপে ধরবো যে, না বলতে পারবে না।

এইরূপ স্থির করিয়া রামচরণ হঠাৎ একদিন অনুপমার নিকট উপস্থিত হইল। অনুপমা সাদরে তাহাকে বসাইল, এবং ব্যস্তভাবে বাড়ীর সকলের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল, উত্তরে রামচরণ সকলের কুশল জ্ঞাপন করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি যাবে না বৌমা ?"

মৃদু হাসিয়া অনুপমা উত্তর দিল, "কোথায় যাব ?"

রামচরণের ইচ্ছা হইল, সে উত্তর দেয় "চুলোয়।" কিন্তু সে উত্তরটা চাপিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিল, "নিজের ঘরে যাবে।"

উত্তরে অনুপমা একটু হাসিল মাত্র। রামচরণ মাথা নাড়িয়া বলিল, "দেখ বৌমা, পর ভাবলে খুব আপনার লোকও পর হয়ে যায়। নয় তো পরও আবার আপন হয়।"

অনুপমারও মুখখানা গম্ভীর হইয়া আসিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "বিয়ের ঠিক হ'য়ে গিয়েছে ?"

মাথা নীচু করিয়া মাটীতে আঙ্গুল ঘষিতে ঘষিতে রামচরণ বলিল, "ঠিক আর কি। তুমি না গেলেই ঠিক, গিয়ে পড়লেই সব বেঠিক। তুমি যদি নিজের ঘরে গিয়ে চেপে ব'সো—"

মৃদু হাসিয়া অনুপমা বলিল, "জোর ক'রে নাকি ?"

রামচরণ বলিল, "হাঁ, জোর ক'রে। সোয়ামীর ঘর তো বটে।"

সহাস্যে অনুপমা বলিল, "কারো উপর জোর জুলুম করা কি ভাল?"

ঈষৎ ক্রুদ্ধ স্বরে রামচরণ বলিল, "আর আপনার অধিকারটা পরের হাতে ছেড়ে দেওয়াই খুব ভাল বুঝি?"

অনুপমা নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল রামচরণ আশান্বিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল বৌমা, যাবে?"

অনুপমা উত্তর করিল, "না।"

রামচরণের আশাপ্রদীপ্ত মুখখানা অন্ধকার হইয়া আসিল। সে ঘাড় নীচু করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর সহসা মুখ তুলিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখেছি বৌমা, কিন্তু তুমি এক সৃষ্টি ছাড়া মেয়ে।"

রামচরণ উঠিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। অনুপমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন বেলাটাও পড়িয়া আসিয়াছিল। সে ঘরে ঢুকিয়া কলসীটা লইয়া গা ধুইতে চলিল।

গা ধুইয়া অনুপমা যখন কলসী কক্ষে ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন সহসা অশ্বপদশব্দে চমকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল। চাহিতেই দেখিল, একটা ঘোড়া আরোহী সমেত কার্ম্মুকনিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় উল্কাবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। অনুপমা ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

চক্ষের পলক না ফেলিতেই ঘোড়াটা সম্মুখে আসিয়া পড়িল। আরোহী চীৎকার করিয়া সাবধান করিয়া দিল। কিন্তু অনুপমা তখন ভয়ে এতটা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার পা তুলিবার শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না। সে শুধু স্তব্ধদৃষ্টিতে অশ্ব ও তাহার আরোহীর দিকে চাহিয়া রহিল।

আর এক মুহূর্ত্ত পরেই সে ক্ষিপ্তপ্রায় অশ্বের পদতলে বিমর্দ্দিত হইবে। আরোহী প্রাণপণ শক্তিতে রাশ টানিয়া ধরিল। উন্মত্ত অশ্ব দ্রুত ধাবনে বাধা পাইয়া পশ্চাতের পদদ্বয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, এবং পরক্ষণেই ভীম বিক্রমে লম্ফপ্রদান করিল। সঙ্গে সঙ্গে আরোহী সমেত অশ্ব পথপার্শ্বস্থ খাদে সশব্দে নিপতিত হইল।

অনুপমা চীৎকার করিয়া উঠিল। অনেক লোক ছুটিয়া আসিল। তাহারা ঘোড়ার নীচে হইতে সংজ্ঞাশূন্য আরোহীকে টানিয়া তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "একি, ডাক্তারবাবু যে!"

অনুপমার কক্ষ হইতে জলপূর্ণ কলসীটা সশব্দে মাটীতে পড়িয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অবশ পা দুইটাকে কোনরূপে টানিয়া লইয়া অনুপমা যখন ঘরে ফিরিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। খুড়ী মা তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া সচকিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েছে অনু, এত দেরী হ'লো যে?"

অনুপমা সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। ক্ষণকাল পূর্ব্বে তাহার সম্মুখে যে ভয়ানক কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল, তাহাকে সে একটা প্রলয় কাণ্ড অপেক্ষা একটুও কম মনে করিতে পারিল না, এবং সেই আকস্মিক প্রলয় ঘটনায় চিত্তটা এমনই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার মনের কাছে সকলই যেন সন্ধ্যার অস্পষ্ট দৃশ্যের মত ঝাপ্সা বোধ হইতেছিল। সে কলসীটা নামাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িতে ঘরে ঢুকিল।

সত্যই কি ভয়ানক ব্যাপার! আর একটু হইলেই দ্রুতগামী ঘোড়াটা পায়ের চাপে তাহাকে দলিয়া পিসিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু তাহা হইল না, তাহাকে বাঁচাইবার জন্য পরেশ জোরে ঘোড়ার রাশ টানিয়া ঘোড়াসমেত নিজেই পড়িল। উঃ, সে পতন ব্যাপারই কি সাংঘাতিক! সে ব্যাপারটা মনে করিতে অনুপমা তখনও শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। যেন একটা প্রকাণ্ড মন্দিরের মাথা ভূকম্পে একবার কাঁপিয়া উঠিয়াই তাহার চোখে ঝাপ্সা লাগাইয়া হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! এ দৃশ্য অপেক্ষা তাহার দেহের উপর দিয়া ঘোড়াটা ছুটিয়া গেলে কি ভাল হইত না? তাহার দেহে না হয় আঘাত লাগিত, না হয় সে মরিয়া যাইত, কিন্তু চোখের উপর

এই দৃশ্যটা—তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া স্বামী নিজে ঘোড়া চাপা পড়িল, এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা তো দেখিতে হইত না! সে, যে স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, সেই স্বামী তাহাকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণ দিতে গেল, এ যন্ত্রণাটা যে সব চেয়ে অসহ্য!

কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে না হইয়া যদি আর কোন একটা মেয়ে ঘোড়ার সামনে পড়িত, তাহা হইলে কি হইত? পরেশ কি তাহার উপর দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিত, না তাহাকেও ঠিক এইরূপেই রক্ষা করিবার চেষ্টা করিত! যদি মানুষ হয়, তাহা হইলে সে অনুপমাকে বাঁচাইয়া এমন কোন একটা কাজ করে নাই যাহাতে স্ত্রীর উপর তাহার ভালবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর সকলের জন্য যাহা করিত, অনুপমার জন্যও তাহাই করিয়াছে, সুতরাং তাহাতে কষ্ট বোধ করিবার কিছু থাকিলেও গর্ব্ব অনুভব করিবার মত কিছুই নাই; সে পরেশের নিকট কৃতজ্ঞ হইতে পারে, কিন্তু তাহার ভালবাসার কাছে মাথা নীচু করিতে পারে না।

অনুপমা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বুকের ভারা বোঝাটাকে হাল্কা করিয়া গৃহকার্য্যে মন দিল। কিন্তু সকল কার্য্যের মধ্যেই তাহার মনের বোঝাটা ক্রমেই যেন বেশী ভারি হইয়া আসিতে লাগিল।

রাত্রির রান্না শেষ করিয়া অনুপমা আঁচল পাতিয়া দাবার উপর শুইয়াছিল, একটু তন্দ্রাও যেন আসিতেছিল, সেটা কিন্তু গাঢ় হইতে পারিতেছিল না। আধ নিদ্রা আধ জাগরণের মধ্যে অপরাহ্নের ঘটনাটা চোখের সামনে যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। আর সেই সঙ্গে তন্দ্রার পরিবর্ত্তে একরাশ চিন্তা আসিয়া মনের উপর চাপিয়া বসিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতেছিল, তাঁর আঘাতটা গুরুতর হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; বাড়ীতে সেবা শুশ্রূষার লোকও তেমন নাই।

হয় তো সেবার জন্য তাহার ডাক আসিবে। সে ডাকে তাহাকে যাইতেই হইবে, না গিয়া থাকিতে পারিবে না। কিন্তু এতখানি রাত্রি হইল, কেহই তো ডাকিতে আসিল না। বাহিরে কুকুরটা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, অনুপমা ভাবিল, রামচরণ আসিয়াছে; সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। কিন্তু রামচরণ আসিল না, কুকুরটারও আর কোন শব্দ শুনা গেল না। অনুপমা আবার শুইয়া পড়িল।

আঘাতটা কি সত্যই গুরুতর হইয়াছে! লোকেরা যখন ঘোড়ার নীচে হইতে টানিয়া বাহির করিল, তখন অজ্ঞান। কে জানে কোথায় আঘাত লাগিয়াছে। কতকটা রক্তও যেন দেখা গিয়াছিল; মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া যায় নাই তো? শুনা যায় মাথার খুলি ভাঙ্গিলে মানুষ আর বাঁচে না। না না, খুলি ভাঙ্গিবে কেন, মাটী তো তেমন শক্ত নয়; জল শুকাইয়া গেলেও মাটী এখনও বোধ হয় নরম আছে! তাই আছে কি? আঃ, সে যে নিত্যই এই জায়গাটার পাশ দিয়া জল আনিতে যায়; অথচ সেখানকার মাটী নরম কি শক্ত, এক দিনও যদি লক্ষ্য করিয়া দেখিত, তাহা হইলে আজ তাহাকে এত ভাবিতে হইত না। এমনি একটু সামান্য সামান্য অমনোযোগের জন্য লোককে এক এক সময় কত ভাবিতে হয়!—রাত্রি না হইলে এখনই সে জল আনিবার অছিলায় দেখিয়া আসিতে পারিত। না না, এই তো সেদিন একটু বৃষ্টি হইয়া গেল, মাটী নিশ্চয়ই নরম, মাথায় চোট লাগে নাই, শুধু ঘোড়ার চাপেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, একটু ওষুধ পত্র খেলেই সেরে যাবে। কিন্তু সেই রক্তটা? সেটা বোধ হয় হাতে পায়ে কিছু—পাশের বাড়ীর দরজায় কে ডাকিল,—"বামা!" অনুপমা শুনিল—বৌমা!

সে ধড়মড় করিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, "কে—"

আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তাহার কাণে আসিল, "ও বামী, ও পোড়ার মুখী।"

অনুপমা বুঝিতে পারিল, ইহা কেদার জ্যেঠার কণ্ঠস্বর, দরজা খুলিয়া দিবার জন্য তিনি আপনার ভগ্নীকে ডাকিতেছেন। অনুপমা অবসন্ন ভাবে পুনরায় শুইয়া পড়িল।

ইহার একটু পরেই আকুলী মহাশয় বাড়ীতে আসিলেন। গৃহিণী উঠিয়া তাঁহাকে ভাত বাড়িয়া দিলেন। আকুলী মহাশয় আহারে বসিয়া গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শুনেছ, পরেশ ঘোড়া হতে পড়ে গিয়েছে।"

গৃহিণী ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল কি? কোথায় পড়লো?"

আকুলী মহাশয় গৃহিণীর জিজ্ঞাসার উত্তরে জানাইলেন, এই সেনপুরেই ঘোড়া ছুটাইয়া যাইতে যাইতে রাস্তার নীচে খালে ঘোড়াসমেত পড়িয়া গিয়াছে, পড়িয়া অজ্ঞান হইয়াছে। কেন পড়িয়াছে তাহা তিনি জানেন না, খুব সম্ভব ঘোড়াটা ক্ষেপিয়া উঠিয়া সওয়ার শুদ্ধ খালে পড়িয়াছে। সংবাদ পাইয়া তিনি দেখিতে যাইতেছিলেন, পথে চৈতন কামারের মুখে শুনিলেন, এখনো জ্ঞান হয় নি, রহিমপুরের অতুল ডাক্তার আসিয়াছে, বর্দ্ধমানের সিবিল সার্জ্জনকে আনিতে লোক গিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া তিনি রাত্রিতে যাওয়া নিষ্ফল জ্ঞানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

অনুপমা মাথাটা উচু করিয়া রান্নাঘরের দিকে কাণ পাতিয়াছিল, সে উঠিয়া বসিল। গৃহিণী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ গা, কি হবে তা হলে? বাঁচবে তো?"

আকুলী মহাশয় মৃদু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "যে রকম

শুনিলাম, তাতে বাঁচবার লক্ষণ তো কিছুই দেখছি না। তবে কি জান, বাঁচা মরা ঈশ্বরের হাত, মানুষের তো তাতে কোন জোর নাই। নেহাৎ পরমায়ুর জোর থাকে, তবেই এ যাত্রা রক্ষা, নইলে—কি জান, অতি দর্পটা কিছুই নয়। একটু লেখাপড়া শিখলেই যে ব্রাহ্মণ সজ্জন বা গুরুতর লোকের অপমান কত্তে হবে, এমন কোন কথা নাই। গ্রামের ব্রাহ্মণদের কম অপমানটা করলে! সে সব ব্রহ্মনিশ্বাস যাবে কোথায়?"

গৃহিণী তাড়াতাড়ি নিতান্ত মিনতির স্বরে বলিলেন, "সে যা হয়েছে হোক, তাই ব'লে তুমি আর অভিশাপ দিও না। হাজার হোক আমাদের জামাই।"

আকুলী মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন, হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ-গহ্বরস্থ ভাত কয়টা পাতের চারিপাশে ছড়াইয়া পড়িল। হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "অভিশাপ আমি দিই না, তবে কি জান, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। পাপ কল্লে তার ফলভোগ কর্ত্তেই হবে। এই সে দিন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কি অপমান করেছে জান? তাঁর নাতি তিনটী শিশি নিয়ে ওষুধ আনতে গিয়েছিল, তা ঐ রেমো বেটা, যে বেটা মাঝে মাঝে আসে, ঐ বেটা গয়লার ছেলে ওষুধ নাই বলে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এ সব কি সয়? কলি হলেও এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠছে, দিন রাত হচ্চে, এখনো ব্রাহ্মণের গলায় যজ্ঞোপবীত রয়েছে। যাক্, সকলই জগদম্বার ইচ্ছা।"

গম্ভীরভাবে কথাগুলি বলিয়া আকুলী মহাশয় অতঃপর নিঃশব্দে আহার শেষ করিয়া উঠিলেন। গৃহিণী অনুপমাকে খাইবার জন্য ডাকিতে আসিলেন, কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া ডাকিতে পারিলেন না। ভাত তরকারীতে চাপা দিয়া রান্নাঘর বন্ধ করিয়া

আস্তে আস্তে তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন; স্নেহকোমল কণ্ঠে ডাকিলেন, "অনু!"

অনুপমা একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল।

সারারাত্রির মধ্যে অনুপমা একবারও ঘুমাইতে পারিল না, একটু তন্দ্রা আসিলেই সেই সঙ্গে সেবাবঞ্চিত আহতের আর্ত্তনাদ আসিয়া তাহার চিত্তকে জাগাইয়া দিতে লাগিল। অনুপমা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইল। ইহার মধ্যে সে নিজের যাইবার কথা একবারও ভাবিল না, শুধু সেবা করিবার জন্য তাহাকে কেহ লইতে আসিল না কেন, ইহাই চিন্তার বিষয় হইল, এবং সেই চিন্তার পরিণামে এমন একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কা মনের ভিতর জাগিয়া উঠিতে লাগিল, যাহাকে তাড়াইবার জন্য সে ছটফট করিতে লাগিল। না না, সামান্য মাত্র আঘাত, হয়তো সারিয়া গিয়াছে, তেমন সেবা শুশ্রূষার প্রয়োজন হয় নাই। নতুবা রামচরণ কোন্ কালে তাহাকে লইতে আসিত। কোন আশঙ্কা নাই বলিয়াই সে আসে নাই। আশঙ্কা কি? অমন জোয়ান লোকটা, ঘোড়ার একটু চাপে তাহার কি হইবে?

মন অমঙ্গলাশঙ্কী। সঙ্গে সঙ্গে মনে আসিল, কিন্তু পরাণ বাগ অসুরের মত চেহারা, সেদিন হুঁচোট খাইয়া পড়িল, ডাক্তার ডাকিতেও বিলম্ব সহিল না। না না, সে তাহার নিয়তি, নিয়তি! অনুপমা বালিশটাকে দুই হাতে জড়াইয়া তাহার মধ্যে মুখটা এমন জোরে গুঁজিয়া রাখিল যে, তাহার মনে হইল, এই মুখের ভিতর দিয়াই যেন বাহিরের অমঙ্গল চিন্তাগুলা মনের কাছে গিয়া হাজির হইতেছে।

সকালে তাহার মুখ চোখের ভাব দেখিয়া খুড়ীমা ভীত হইলেন;

আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় কি মা, এমন কত লোক ঘোড়া হতে পড়ে যায়।"

অনুপমা কোন উত্তর করিল না। খুড়ীমা তাহার আশঙ্কার গুরুত্ব অনুভব করিয়া একটু মিথ্যার আশ্রয় লইয়া বলিলেন, "তোর কিছু ভয় নাই, গুপীর মা চোখে দেখে এসেছে, তেমন কিছু চোট লাগে নি।"

বাধা দিয়া অনুপমা করুণ গম্ভীর স্বরে বলিল, "না খুড়ীমা, খুব বেশী লেগেছে।"

তাহার ধারণাটা উড়াইয়া দিবার জন্য খুড়ীমা যেন একটু রাগের ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "হাঁ, লেগেছে, কে তোকে বললে বল্‌তো?"

অনুপমা বলিল, "আমি চোখে দেখেছি।"

"চোখে দেখেছিস্?"

"হাঁ, আমিই ঘোড়া চাপা পড়তাম, আমাকে বাঁচাতে গিয়েই—"

অনুপমা কথাটা শেষ করিতে পারিল না। খুড়ীমাও তাহার কথায় বিস্ময়-স্তব্ধভাবে খানিকটা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তার পর ধীর কোমলস্বরে বলিলেন, "তুই যাবি অনু?"

অনুপমা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়?"

খুড়ীমা তাহার মাথায় একটা হাত রাখিয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ছি মা, এই কি রাগ অভিমানের সময়? আমি পাল্কী আনিয়ে দিচ্চি, সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে নে!"

অনুপমা কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

মধ্যাহ্নকালে পরেশের বাড়ীর দরজায় পাল্কী হইতে নামিয়া অনুপমা দেখিল, অদূরে রামচরণ বসিয়া রহিয়াছে। অনুপমাকে দেখিয়াও সে কোন কথা বলিল না, মুখ ফিরাইয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল। অনুপমা শঙ্কা-জড়িত পদে বাড়ী ঢুকিল।

বাড়ীখানা নিস্তব্ধ, যেন সেখানে একটী প্রাণীও বাস করে না। অনুপমার বুক দুর দুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে আস্তে আস্তে সিঁড়ী দিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সেই ধীর পদক্ষেপের মৃদু শব্দ টুকুতেই স্তব্ধ বাড়ীখানা যেন শব্দিত হইয়া উঠিল। অনুপমা কম্পিত চরণে উপরে উঠিয়া পরেশের ঘরের সম্মুখীন হইল। কিন্তু ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বেই এক কিশোরী বিদ্যুতের মত আসিয়া দরজার উপরে দাঁড়াইল, এবং দুই হাতে দরজা আগলাইয়া মৃদু অথচ কঠোর স্বরে বলিল, "আমি এখন তোমাকে এ ঘরে ঢুকতে দিতে পারি না।"

অনুপমা তাহার মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

কিশোরী স্থির স্বরে উত্তর করিল, "আমি শৈল।"

অনুপমা বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মেয়ে বড় হইলে, মেয়ের বিবাহের জন্য শুধু মা বাপেরই যে বেশী ভাবনা হয় তাহা নহে, মা বাপের চেয়ে বেশী ভাবনা হয় পাড়া প্রতিবেশীদের। এমন কি এই ভাবনায় স্থলবিশেষে তাঁহাদের অজীর্ণ রোগেরও সম্ভাবনা দেখা যায় ; এবং ইহার প্রতিকারের জন্য তাঁহারা আসিয়া অযাচিতভাবে অনেক উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু সকল স্থলেই মাতাপিতা তাঁহাদের এই অমূল্য উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হন না। সেই কারণে এই সকল পরম হিতৈষী প্রতিবেশিগণ নিরুপায় হইয়া অবাধ্য পিতামাতাকে শাসন করিবার জন্য এমন সকল কথার জল্পনা করেন এবং আপনাদের প্রখর কল্পনা-শক্তির প্রভাবে এমন সকল দোষের আবিষ্কার করিতে থাকেন, যাহাতে তাঁহাদের হিতৈষণার ফলে মেয়েটীর চিরকুমারী হইয়া থাকা ছাড়া উপায়ন্তর দেখা যায় না।

কাত্যায়নীর পক্ষেও প্রতিবেশীদের এই হিতৈষণা প্রবৃত্তি নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকে নাই। যদিও তিনি সমাজচ্যুতা, তাঁহার সহিত সমাজের লোকদের কোন সংস্রব ছিল না, তথাপি এত বড় একটা ধেড়ে মেয়ে যে তাঁহাদের চোখের সাম্‌নে ঘুরিয়া বেড়াইবে, সমাজের কেহই তাহাকে গ্রহণ না করিলেও মা যে তাহাকে পাত্রস্থ না করিয়া পেটে ভাত জল দিবে, এটা নিতান্তই অসহ্য। তাহার উপর এই মেয়েটা পরেশ ডাক্তারের বাড়ী যাতায়াত করাতে তাহাদের সহ্য-শক্তিটা একেবারেই সীমা অতিক্রম করিয়াছিল।

সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য হইয়াছিল হরিধন ঘোষালের। জগা ধোপা

পরেশের নামে যে মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিল, তাহার প্রথম সাক্ষী ও প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন ঘোষাল মহাশয়। কিন্তু ডাক্তারের সাক্ষ্যে জগার মস্তকের ক্ষতটা তাহার স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া প্রমাণিত হইলে মোকদ্দমাটা যখন খারিজ হইয়া গেল, এবং জগা অবশেষে ঋণগ্রস্ত হইয়া পরেশের নিকট কাঁদিয়া পড়িল, তখন ঘোষাল মহাশয়ের ক্রোধ ও ক্ষোভের সীমা রহিল না। পরেশকে কি উপায়ে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরেশের অবস্থা সকল প্রকারেই তাঁহার চেষ্টা ও শক্তিকে নিষ্ফল করিয়া দিল।

অবশেষে ঘোষাল মহাশয় স্বীয় নাসা ছেদন করিয়া অপরের যাত্রা ভঙ্গ করার নীতি অবলম্বন করিলেন। তিনি এই পাষণ্ড বিলাত-ফেরতের পুষ্করিণীর জল ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং গ্রামের অনেককেই উহা ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু পরেশ তখন পুষ্করিণীর সংস্কার করিয়া, তাহার দুইটা ঘাট বাঁধাইয়া দিয়া পুকুরটাকে এমনই লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছিল যে, তাহার জলের লোভ সম্বরণ করা অপরের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। এমন কি, সার্ব্বভৌম মহাশয়ও গোপনে গৃহিণীকে বলিয়া দিলেন যে, পাষণ্ডের পুষ্করিণী হইলেও পানের জলটা যেন রায় পুকুর হইতেই আনয়ন করা হয়; জল নারায়ণ, উহাতে দোষ নাই। ঘোষাল মহাশয় কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, পচা পুকুরের জল খাইয়া মরিতে হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি অধার্ম্মিকের পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করিব না। এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ফলে ঘোষাল মহাশয়কে জ্বর জ্বালার উৎপাতে একটু ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল বটে, কিন্তু তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না, এ সকল অদৃষ্টের ফল বলিয়া সহ্য করিতে লাগিলেন।

কিন্তু পরেশের সহিত শৈলর ঘনিষ্ঠতাটা তাঁহার একেবারেই অসহ্য

হইয়া পড়িল। তিনি সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এ রকম হ'লে গাঁয়ে বাস করা যে দায় হ'য়ে উঠবে সাব্‌ভোম খুড়ো ?"

সার্ব্বভৌম মহাশয়ও সদুঃখে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত কলিমাহাত্ম্য কীর্ত্তন পূর্ব্বক বলিলেন, "এখন আর কে কার কথা শুনে বল। এখন কি আর সে সমাজ আছে, না সমাজশাসন আছে। এর পর সব একাক্কার হ'য়ে যাবে। শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হবার নয়।"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "সে যখন হবে তখন হবে। কিন্তু আমরা থাকতে চোখের উপর এত অনাচার দেখতে পারব না। এর প্রতিকার কর্ত্তেই হবে।"

সার্ব্বভৌম প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঘোষাল বলিলেন, "একটা নীচ ঘর দেখে মেয়েটার বিয়ে দেওয়া যাক্, তা হ'লেই গোলযোগ মিটে যাবে।"

সার্ব্ব। কিন্তু মেয়ের মা যদি সম্মত না হয় ?

ঘোষাল। হ'তেই হবে। সহজে না হয়, জোর ক'রেও কাজ সারতে হবে।

সার্ব্ব। কিন্তু জোর জবরদস্তি করলে যদি পুলিস আদালত করে ?

ঘোষাল রাগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "পুলিস আদালত করলেই তো হয় না, তার অনেক পন্থা আছে। আমি ছেলে দেখি, আপনি ওর মাকে রাজি করান।"

সার্ব্বভৌম ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহাতে সম্মত হইলেন।

সার্ব্বভৌম মহাশয় সেই দিনই কাত্যায়নীর নিকট উপস্থিত হইয়া সক্ষোভে বলিলেন, "হ্যাঁ বৌ মা, শেষে ভটচায্যি-কুলে কালী দিলে ?"

কাত্যায়নী কিছু বুঝিতে পারিলেন না, শুধু মাথার কাপড়টা গলার

কাছ পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "দেশে কি আর পাত্র পেলে না বৌমা, তাই মেয়েটাকে এমন অরক্ষণীয়া ক'রে রেখেছ ?"

কাত্যায়নী ভাবিয়াছিলেন, তিনি না জানি কি একটা ভয়ানক অপরাধ করিয়াছেন। ভাবিয়া তিনি খুব শঙ্কিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সার্ব্বভৌমের কথায় তিনি যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, কেন না এ অভিযোগের মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই। সার্ব্বভৌম উত্তরের জন্য কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথাবার্ত্তা কোথাও হয়েছে ?"

কাত্যায়নী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, ঠিক হয় নাই। সার্ব্বভৌম মস্তক আন্দোলন করিয়া বলিলেন, "কিন্তু ঠিক না হওয়াও তো আর ভাল দেখায় না বৌমা। ধর, বয়সও তো পনর ষোল হ'য়েছে। শাস্ত্রে লিখেছে—

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥"

এ বড় সহজ কথা নয় বৌমা, চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হয়; শুধু নরকস্থ হয় না, অভিশাপ দেয়।"

কাত্যায়নী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "আজকাল লোকে আর এ সব মানে না, কিন্তু যে না মানুক, আমাদের বংশে তো এসব না মানলে চলবে না। কাশী দাদা কি সহজ পণ্ডিত ছিলেন ? তাঁর পৌত্রী দ্বারা যদি কুল কলঙ্কিত হয়, তবে সেটা কম আপশোষের কথা নয় তো বৌমা !"

মৃদুস্বরে কাত্যায়নী বলিলেন, "চেষ্টা তো দেখছি।"

সহাস্যমুখে সার্ব্বভৌম বলিলেন, "চেষ্টা দেখবার কি সময় আর

আছে, এখন কোন রকমে দায় হ'তে উদ্ধার পাওয়া দরকার। রাগ ক'রো না বৌমা, আত্মীয় বলেই এত কথা বলছি। ধর.না, ভাল ছেলেই বা তুমি পাবে কোথায়? সত্য হোক, মিথ্যা হোক সমাজে একটা দুর্ণাম আছে তো?"

কাত্যায়নী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "এই জন্য আমি তখনই রমানাথকে বলেছিলাম, কিছু দিয়ে সমাজের এই গোলযোগটা মিটিয়ে দাও। কিন্তু সে কথা তখন কাণে নিলে না, দেশ ছেড়ে কলকাতাবাসী হ'ল। আরে যেখানেই যাও, দেশ বা সমাজ ছেড়ে যাবে কোথায়? যাক্, সকলই তারার ইচ্ছা। এখনকার কথা এই যে, উচু আশা ছেড়ে দাও, কোনরকমে মেয়েটীকে পাত্রস্থ করে মান সম্মান বজায় রাখ।"

মৃদুস্বরে কাত্যায়নী উত্তর করিলেন, "আচ্ছা।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "আর একটা কথা তোমাকে বলে যাই বৌমা, মেয়েটী তোমার নেহাত ছোট নয়; এত বড় মেয়ে যে দিন রাত কারো বাড়ীতে আনাগোনা করবে, সেটাও ভাল দেখায় না। এতে পাঁচজনে পাঁচ রকম কথা বলতে পারে। বলতে পারে কেন, এখনই তার সুর তুলেছে। তবে এই বুড়োর ভয়ে, বুঝলে কিনা, এখনো কেউ তেমন স্পষ্ট কিছু বলতে সাহস করেনি। কিন্তু পাঁচজনের মুখে সরা চাপা দেওয়া—বুঝলে কিনা।"

কাত্যায়নী বুঝিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া নখ খুঁটিতে লাগিলেন।

শৈল খিড়কীর ঘাটে কাপড় কাচিতে গিয়াছিল। সে এই সময় ভিজা কাপড়ে ছপ্ ছপ্ শব্দ করিতে করিতে, গামছা দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বাড়ী ঢুকিল। সার্ব্বভৌম তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই যেন অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "এঃ, সত্যিই

তো মেয়েটা বড্ড বড় হ'য়ে গিয়েছে। কে বলবে পনরো ষোল বছর বয়স, যেন বিশ পঁচিশ বছরের মেয়ে।"

শৈল যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সার্ব্বভৌম বলিতে লাগিলেন, "সত্যিই আর রাখা যায় না, আর যেখানে সেখানে যেতে দেওয়াও উচিত নয়। আচ্ছা, আমি কালই ছেলের চেষ্টা দেখছি। কিন্তু খবরদার, পরেশ ডাক্তারের বাড়ী যেন আর না যাওয়া হয়। তা হ'লে বাছা, আমি তোমাদের কোন কথাতেই নাই।"

তারপর তিনি শৈলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বুঝেছিস্ শৈল, আর যেন ও বাড়ীতে যাস্ না।"

ঈষৎ হাসিয়া শৈল বলিল, "কিন্তু এতদিন যে গিয়েছি, তার জন্য কিছু প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হবে কি দাদা মশায় ?"

সহাস্যে সার্ব্বভৌম বলিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত ? হাঁ, একদিন আমাকে খাইয়ে দিস্। না না, এ তামাসার কথা নয় বৌমা, একে এত বড় মেয়ে, তার উপর বিলেত ফেরতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে শুনলে কেউ কি ঘরে নেবে ?"

শৈল কাপড় ছাড়িবার জন্য ঘরে ঢুকিল। সার্ব্বভৌম মহাশয় আর একবার কাত্যায়নীকে সাবধান করিয়া দিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। এমন সময় কিষ্টু গয়লার মা ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "আহা, আর শুনেছ গা, ডাক্তার বাবু ঘোড়া হ'তে পড়ে গিয়েছে।"

সার্ব্বভৌম ও কাত্যায়নী বিস্ময়ে শিহরিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। শৈল কাপড়খানা গায়ে জড়াইতে জড়াইতে বাহিরে আসিল। কিষ্টুর মা হাত মুখ নাড়িয়া আক্ষেপ সহকারে বলিতে লাগিল, "আহা, মাথার খুলিটা নাকি চৌচির হ'য়ে গিয়েছে। গাঁ শুদ্ধ লোক ভেঙ্গে পড়েছে। পড়বে না ? ডাক্তারবাবু যে গরীবের মা বাপ।"

শৈল মুহূর্ত্তে পরিধেয় খানা কোনরূপে গায়ে মাথায় জড়াইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সার্ব্বভৌম ও কাত্যায়নী স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

সকালে অনুপমা ষ্টোভ জ্বালাইয়া চায়ের জল গরম করিতেছিল; এ কাজটা তাহার আদৌ অভ্যাসের মধ্যে নহে, সুতরাং কাজটা যেন তাহার একটু বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। পরেশ গায়ে একটা গরম কাপড় জড়াইয়া বিছানার উপর বসিয়া প্রতিপদে তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেছিল, যেন ষ্টোভটা বেশী জ্বলিয়া না উঠে, কেটলিটা না পড়িয়া যায়, গরম জল গায়ে ছিটকাইয়া না পড়ে। কিন্তু তাহার এই সাবধানতায় অনুপমার বাধ বাধ ভাবটা যেন একটু বেশী হইয়া উঠিতেছিল। বাহিরে থম-থমে মেঘে সমগ্র আকাশটা ভরিয়া ছিল, বাদলের ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছিল; একটা স্তব্ধ বিষাদে সারা পৃথিবীটা যেন ভরিয়া উঠিয়াছিল।

পরেশ ব্যস্তভাবে বলিল, "জলটা নামাও, সব যে পড়ে গেল।"

অনুপমা অতিমাত্র ব্যস্ততার সহিত কেটলিটা নামাইয়া লইল, কিন্তু তাড়াতাড়িতে একটু জল ছিটকাইয়া পায়ে পড়িয়া গেল। অনুপমা মুখটা একটু বিকৃত করিল। পরেশ বলিল, "এই দেখ, যা ভেবেছি, পায়ে গরম জল পড়লো!"

অনুপমা বিরক্তির সহিত কেটলিটা ধপ্ করিয়া মেঝের উপর রাখিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। পরেশ বলিল, "দাঁড়িয়ে রইলে যে, চা ফেলে দাও না।"

অনুপমা এক মুঠা চা ফেলিয়া দিয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল। পরেশ মুখখানাকে একটু বিকৃত করিয়া বলিল, আহা, অতগুলা চা দিলে?"

অনুপমা নিরুত্তরে চায়ের কাপে দুধ চিনি ঢালিল। তারপর তাহাতে চায়ের জল ঢালিয়া পরেশের হাতে দিল। পরেশ এক চুমুক খাইয়াই বিকৃত মুখে বলিল, "এ্যা, বড্ড কড়া হ'য়ে গিয়েছে।"

অনুপমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ বলিল, "শৈল কিন্তু বেশ চা তৈরী করে।"

অনুপমা স্বামীর মুখের উপর একটা তীব্র ভ্রূকুটী নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। পরেশ কিন্তু সে ভ্রূকুটী লক্ষ্য না করিয়াই বলিল, "এই জন্যই বলেছিলাম, থাক, থাক, তুমি পারবে না।"

অর্দ্ধেকটা চা খাইয়া পরেশ বাটীটা নামাইয়া রাখিল। অনুপমা নিঃশব্দে খুব ক্ষিপ্রহস্তে চায়ের বাটী, কেটলী, ষ্টোভ প্রভৃতি লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। পরেশ গায়ের কাপড়টা ভাল করিয়া জড়াইয়া বালিশে হেলান দিয়া বসিল।

খানিক পরে অনুপমা হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের মত ঘরে ঢুকিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "শৈলকে আনতে পাঠাও।"

পরেশ বিস্ময়ের সহিত মাথাটা একটু তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল দেখি ?"

অনুপমা পূর্ব্ববৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "নৈলে তোমার ঠিক মত সেবা হবে না।"

পরেশ মৃদু হাসিল ; বলিল, "না হয় নাই হ'লো।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া অনুপমা বলিল, "না হ'লে চলবে কেন ? তুমি সেরে উঠবে কিসে ?"

পরেশ বলিল, "সেরে উঠবার আর বাকী নাই। আর যদিই বাকী থাকে, সে জন্য তাকে এনে আটকে রাখবার অধিকার আমার নাই।"

অনুপমা বলিল, "অধিকার নাই তো এতদিন এসে ছিল কেন ?"

পরেশ এবার একটু রাগতভাবে বলিল, "তোমার বিচারে সেটা তার একটা মস্ত অপরাধ ব'লে গণ্য হ'তে পারে, কিন্তু আত্মীয়তা বা ভাল-বাসা থাকলে সকলেই এই রকম ক'রে থাকে।"

অনুপমা গুম হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। পরেশ তাহার দিকে একটা ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রামচরণকে ডাকিল, এবং বাহিরে কোন জরুরি ডাক আসিয়াছে কিনা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

রামচরণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "ঘোষাল বুড়ো এসে ব'সে আছে।"

পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

রামচরণ বলিল, "বুড়োর ছোট ছেলের বড্ড অসুখ।"

পরেশ উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ব'লে দাও, আমি কাপড় ছেড়ে যাচ্চি।"

রামচরণ হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "দাঁড়িয়ে রইলে যে ?"

রামচরণ বলিল, "তুমি—তুমি কি ক'রে যাবে ?"

ঈষৎ বিরক্তভাবে পরেশ বলিল, "যে রকম ক'রে মানুষ যায়।"

রামচরণ একটু গুম্ হইয়া থাকিয়া বলিল, "তার চেয়ে একটা ওষুদ লিখে দাও না কেন ?"

পরেশ বলিল, "রোগী রইল নিজের ঘরে, আমি রইলাম এখানে। আমি কি খড়ি পেতে রোগ ঠিক করবো ?"

রাম। তবে অন্য ডাক্তার ডাকুক না কেন।

পরে। অন্য ডাক্তার পেলে আমার কাছে আসতো না।

রাম। এমন মিনি পয়সায় ডাক্তার পাবে না বটে। অথচ বামুন একদিন তোমাকে জেলে দেবে ব'লে লাফিয়ে ছিল।

পরে। জেলে দেয় নি তো ?

রাম। সেটা নেহাৎ পেরে উঠলো না ব'লে।

ঈষৎ হাসিয়া পরেশ বলিল, "যখন পেরে ওঠেনি, তখন যেতে দোষ কি ?"

রামচরণ আর কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া গেল। পরেশ গায়ের কাপড়টা উত্তমরূপে গায়ে জড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় অনুপমা বাঁ হাতের তেলোর উপর কাপড় রাখিয়া তাহাতে গরম দুধের বাটী বসাইয়া ঘরে ঢুকিল, এবং পরেশকে বাহির হইতে উদ্যত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে দরজার উপর দাঁড়াইয়া পড়িল। পরেশ কিন্তু তাহাকে যেন দেখিতে পায় নাই এমনই ভাবে পাশ কাটাইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। অনুপমা ধীরে ধীরে বলিল, "দুধ এনেছি।"

"রেখে দাও" বলিয়া পরেশ অতিরিক্ত ক্ষিপ্রপদে পাশ কাটাইয়া যেমন ঘরের বাহির হইবে, অমনই তাহার গায়ের কাপড়টা লাগিয়া অনুপমার হাতের দুধের বাটীটা দুধ সমেত অনুপমার পায়ের উপর পড়িয়া গেল। অনুপমা একটু অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিবা মাত্র পরেশ চমকিতভাবে ফিরিয়া চাহিল, এবং আপনার এই অস্বাভাবিক রূঢ় ব্যবহারে এমন লজ্জিত হইয়া পড়িল যে, প্রথমটা সে কোন কথাই বলিতে পারিল না। তারপর আপনাকে একটু সামলাইয়া লইয়া কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "দুধটা কি খুব গরম ছিল ?"

দুধটা খুবই গরম ছিল, এবং তাহার স্পর্শে পায়ের দাহযন্ত্রণাও যথেষ্ট হইতেছিল ; অনুপমা কিন্তু সে যাতনাটা গোপন করিয়া নত মুখে গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "না।"

মেঝেয় যে দুধটা পড়িয়াছিল, তাহা হইতে তখনও ধোঁয়া উঠিতেছিল। পরেশ ইহা লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল, "না কেন, খুবই গরম ছিল। ঐ যে পায়ের চামড়াটা লাল হ'য়ে উঠেছে।"

অনুপমা কোন উত্তর করিল না ; সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ বলিল, "আমি এখনি একটা মলম পাঠিয়ে দিচ্ছি, সেটা লাগিয়ে দিও।"

বলিয়াই পরেশ দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল। অনুপমা কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল ; তারপর মেঝের দুধটাকে হাত দিয়া বাটীতে তুলিয়া লইল, এবং কাপড় দিয়া ঘরটা মুছিয়া লইয়া নীচে চলিয়া গেল।

নীচে যাইতেই তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরেশ বাইরে গেল বৌমা ?"

অনুপমা ঘাড় নাড়িয়া তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তর দিল। তারাসুন্দরী বলিলেন, "কোথায় গেল আবার ?"

অনুপমা যেন খুব অবজ্ঞার সহিত উত্তর করিল, "জানি না।"

সে এতক্ষণ উপরে ছিল, পরেশকে দুধ খাওয়াইয়া আসিল, তাহার সম্মুখ দিয়াই পরেশ বাহির হইয়া গেল ; অথচ কোথায় গেল তাহা জানে না, এ উত্তরটা তারাসুন্দরীর মনোমত হইল না। অসুস্থ লোকটা বাহির হইয়া গেল, কিন্তু সে কোথায় যাইতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিল না।

স্বামী স্ত্রীর কোন ব্যবহারটাই ইদানীং তারাসুন্দরীর পছন্দ হইতেছিল না। উভয়ের মধ্যে এই ছাড়াছাড়া ভাব, পরস্পরের সম্বন্ধে পরস্পরের এই আগ্রহশূন্যতা, এ সকল কোনও গৃহিণীর চক্ষেই শুভচিহ্ন বলিয়া লক্ষিত হয় না। তারাসুন্দরীরও হইতেছিল না। তবে এজন্য

তিনি অনুপমাকে যতটা দোষী বিবেচনা করিয়াছিলেন, পরেশের দোষ ততটা দেখিতে পান নাই। কেননা পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া তিনি পরেশের উপর অনুপমার উপেক্ষার ভাবটাই বেশী দেখিতে পাইতেছিলেন, এবং ইহাতে অনুপমার উপর মনে মনে খুব বিরক্তও হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং অনুপমার এই 'জানি না' উত্তরটা তাঁহার সেই বিরক্তিটাকে একটু প্রবল করিয়া দিল। কিন্তু তিনি মুখে কিছুই বলিলেন না।

একটু পরে রামচরণ একটা শিশিতে কতকটা মলম আনিয়া অনুপমার কাছে দিল। তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কার ওষুদ ?"

রামচরণ বলিল, "বৌমার পায়ে গরম দুধ পড়ে গিয়েছে, তার মলম।"

আশ্চর্য্যান্বিতভাবে তারাসুন্দরী বলিলেন, "ওমা, কখন্ আবার পায়ে দুধ পড়লো ? কৈ আমাকে তো কিছু বল নি বৌমা ?"

অনুপমা বাটনা বাটিতেছিল, সে কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে আপনার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। তারাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন, "কখন্, দুধ পড়লো ? আমার সামনেই তো দুধের কড়া নামালে।"

মৃদুস্বরে অনুপমা বলিল, "এখানে পড়ে নি।"

"তবে কোন্‌খানে ? পরেশকে দিতে গিয়ে ? কতটা পড়েছে ?"

"সব।"

"সব ? তা হ'লে পরেশের খাওয়া হয় নি বল।"

"না"।"

গালের উপর হাত রাখিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "অবাক কল্লে বৌমা, একটু দুধ দিতে গিয়ে বাটীশুদ্ধ দুধটা ফেলে দিলে ? ছেলেটারও

খাওয়া হ'লো না ? না বাছা, তোমাদের দিয়ে যদি একটীও কাজ হবে। কৈ দেখি, ওমা, এ যে ফোস্কা উঠেছে। কি মেয়ে তুমি বাপু, দুধটা গেল, ছেলের খাওয়া হ'লো না, তার ওপর পায়ে ঘা ক'রে বসলে। এখন উঠে ওষুদ লাগাও।"

অনুপমা মলমের শিশিটা তুলিয়া লইল, এবং সেটাকে ছুঁড়িয়া নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিল। তারাসুন্দরী খানিকটা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ওষুদটা ফেলে দিলে বৌমা ?"

অনুপমা চুপ করিয়া রহিল। তাহার এই নীরবতায় তারাসুন্দরী যেন একটু বেশী রাগিয়া উঠিলেন ; মুখ ভার করিয়া ক্রোধগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি রাগ করবে বৌমা, কিন্তু উচিত কথা, এই জন্যই ছেলের সঙ্গে তোমার বনিবনাও হয় না।" বলিয়াই তিনি সম্মুখ হইতে রাগতভাবে সরিয়া গেলেন। অনুপমাও আস্তে আস্তে উঠিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

"আপনি নাকি আজ বাইরে গিয়েছিলেন, ডাক্তারবাবু ?"

ঈষৎ হাসিয়া পরেশ বলিল, "আমার বাইরে যাওয়া ততটা দোষের হয় নি, যতটা দোষ তোমার বাইরে আসায় হ'য়েছে। তোমার নাকি বিয়ের কথাবার্ত্তা ঠিক হ'য়েছে ?"

শৈল একটুও লজ্জার ভাব প্রকাশ না করিয়া সহাস্য মুখেই বলিল, "আপনি কি মনে করেন, আমি চিরকাল আইবুড়ো থাকবো ?"

পরেশ বলিল, "আমার অতি বড় শত্রুর সম্বন্ধেও আমি এমন মন্তব্য প্রকাশ করি না। কেন না, এদেশে দশ দিন না খেতে পেলেও চলে যায়, কিন্তু বিয়ে না হ'লে এক দণ্ডও চলে না। বিশেষতঃ মেয়েদের। তাদের যত শীঘ্র বিবাহ-সমুদ্র পার ক'রে দেওয়া যায়, ততই মঙ্গল।"

শৈল নীরবে মৃদু হাস্য করিল। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "সার্ব্বভৌম মহাশয় নাকি বিবাহের প্রধান উদ্যোগী ?"

শৈল বলিল, "তিনি চেষ্টা না করলে বিবাহ হ'তো না।"

পরে। কিন্তু তাঁর এই নিঃস্বার্থ চেষ্টার উদ্দেশ্যটা কি ?

শৈল। আমাদের জাতি-ধর্ম্ম রক্ষা।

পরে। জাতি তো তোমাদের নাই-ই। আর ধর্ম্ম, যেদিন তুমি দশম বর্ষ অতিক্রম ক'রেছ, শাস্ত্র তো সেইদিনই তোমাকে ধর্ম্মের গণ্ডীর বাইরে ফেলে দিয়েছে।

শৈল। কিন্তু আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতিকুটুম্ব, তাঁদের তো একটা ধর্ম্ম আছে।

বলিয়া শৈল একটু চাপা হাসি হাসিল। পরেশ ক্ষণকাল গম্ভীর-ভাবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পাত্র নাকি হরিচরণ ?"

ঈষৎ হাসিয়া শৈল বলিল, "আপনি দেখছি সকল সংবাদই রাখেন ?"

"আত্মীয় কুটুম্ব না হ'লেও সংবাদটা রাখতে হয় বৈ কি।" বলিয়া পরেশ একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, "কিন্তু হরিচরণ তোমার স্বামী হ'বার উপযুক্ত বটে।"

পরেশের মুখখানা ঘৃণায় ও রোষে লাল হইয়া উঠিল।

মৃদু হাসিয়া শৈল বলিল, "এটা কি বিলাত পেলেন ডাক্তার বাবু, যে মেয়ে মানুষে উপযুক্ত অনুপযুক্ত স্বামী নির্ব্বাচন করবে ?"

শৈলর এই হাসিতে, এই কথায় যে একটা তীব্র শ্লেষ ছিল, তাহা পরেশের মর্ম্মে গিয়া বিদ্ধ হইল; সে মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শৈল আস্তে আস্তে গিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল, এবং পশ্চিম আকাশে মেঘের গায়ে যে একটা সোণালী রং ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

পরেশ খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "এ দেশের লোকে বিয়েটাকে ঠিক ছেলে খেলা মনে করে; না ?"

সহাস্য কণ্ঠে শৈল বলিল, "বিয়েকে ছেলে খেলা মনে করে ? বলেন কি ?"

বলিয়া সে জানালা ছাড়িয়া বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেখেলাটা কি রকম ডাক্তার বাবু ?"

পরেশ এবার একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "সেটা এখন আর তোমাকে বোঝাবার দরকার দেখি না। কেন না, আমার চেয়ে তুমি খুবই বেশী বুঝতে পেরেছ।"

"তা হ'লে আপনার মতে এদেশের বিবাহ প্রথাটা দূষণীয় ?"

"এ দেশের বিবাহ প্রথা যেমন, এমন আর কোন সভ্য দেশেই নাই। কিন্তু লোকে এই পবিত্র প্রথাটাকে একেবারে জঘন্য ক'রে তুলেছে। এমন জঘন্য ক'রে তুলেছে যে, তাতে গার্হস্থ্য সুখটা আমাদের কাছে ঠিক একটা স্বপ্নের মতই হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

পরেশের সমগ্র মুখখানার উপরে যেন একটা ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিল। শৈল সেদিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিলাতের প্রথা কি এর চেয়ে ভাল ?"

জোর গলায় পরেশ বলিল "শতগুণে ভাল। তুলনায় তাদের গার্হস্থ্য জীবন, আর আমাদের গার্হস্থ্য জীবন, ঠিক স্বর্গ আর নরক !"

শ্লেষের সহিত মৃদু হাসিয়া শৈল বলিল, "এই জন্যই বুঝি তাদের স্বামি-ত্যাগের মামলা আদালত পর্য্যন্ত গড়ায় ?"

মৃদু হাস্যের সহিত পরেশ বলিল, "সে কয়টা শৈল ? আমাদের দেশের মেয়েরাও কি স্বামীকে ত্যাগ করে না ? ব্যাভিচারিণী হয় না ? কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনে—"গৃহিণী সচিবঃ সখা মিথঃ, প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ" এটা ইংরাজ সমাজে যা দেখে এসেছি, এদেশে তার বিন্দুমাত্র দেখতে পাই না।"

শৈল এবার গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমি আপনার এ ধারণার সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করি। ভক্তিতে, পাতিব্রত্যে, এদেশের রমণী অতুলনীয়া।"

পরেশ হাসিয়া উত্তর করিল, "স্বামীর পায়ের ধূলা খাওয়া, আর শাঁখা শাড়ী সিঁদুর প'রে মরবার প্রবৃত্তিই যদি ভক্তি ও পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা হয়, তবে এবিষয়ে তারা অতুলনীয়া সন্দেহ নাই; কিন্তু স্বামীর গার্হস্থ্য জীবনকে সুখময় কত্তে বা গৃহস্থালীর অভাব

মোচনে স্বামীর বিন্দুমাত্র সহায়তা কত্তে তারা গৃহপালিত যে কোন জীব অপেক্ষা যে অধিক উন্নত, একথা আমি কিছুতেই স্বীকার ক'রে নিতে পারি না। বরং অনেকস্থলে তারা ঠিক্ এর বিপরীত আচরণই ক'রে থাকে।"

মৃদু হাসিয়া শৈল বলিল, "আপনি বোধ হয় গৃহিণীর কাছে আজ এই রকম ব্যবহারই পেয়েছেন ?"

মৃদু গম্ভীর হাস্যের সহিত পরেশ বলিল, "ঠিক এই রকম ব্যবহার না হলেও, বেশ ভাল ব্যবহারও বলা যায় না।"

শৈলের ইচ্ছা হইল, সে ব্যবহারটা কিরূপ জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর ব্যবহার লইয়া এতটা স্বাধীনভাবে আলোচনা সে সঙ্গত মনে করিল না। সুতরাং প্রশ্নটা ফিরাইবার উদ্দেশ্যে সে পরিহাসচ্ছলে বলিল, "আপনি এক কাজ করুন না, বিলাতী রীতিতে আর একটা পছন্দ মত বিয়ে করুন।"

পরেশ নিরুত্তরে গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল। শৈল যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "রাগ কল্লেন ডাক্তার বাবু ?"

পরেশ উত্তর করিল, "না।"

শৈল চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

পরেশ অন্যমনস্কভাবে বালিশটা নাড়িতে নাড়িতে হঠাৎ বলিল, "ভাল কথা, আজ শিরীষের একখানা চিঠী এসেছে।"

শৈল সচকিত ভাবে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল, "চিঠী এসেছে ?"

এমনই আগ্রহ ও ব্যস্ততার সহিত সে কথাটা বলিয়া ফেলিল যে, যেন সে এই চিঠীখানা আসিবার জন্য খুবই একটা উৎকণ্ঠা পোষণ করিতেছিল। কিন্তু কথাটা বলিয়াই লজ্জায় মুখখানা লাল করিয়া তাড়াতাড়ি

আবার মুখ ফিরাইয়া লইল। পরেশ তাহা লক্ষ্য করিয়া ম্লান হাস্যের সহিত বলিল, "এত দিন পরে বাবুর চিঠী দেবার অবসর হ'য়েছে। সাধে কি ওকে হতভাগা বলি। প্রায় দিন পনরো গিয়েছে, না ?"

অন্যদিকে মুখ রাখিয়াই মৃদুস্বরে শৈল উত্তর দিল, "আজ সতের দিন।"

সহাস্যে পরেশ বলিল, "তা হবে। চিঠীতে তোমাদের কথাও লিখেছে। তোমরা কেমন আছ, তোমার গোলাপ গাছটায় ফুল ফুটচে কিনা, তোমার বিবাহ সম্বন্ধ কোথাও স্থির হচ্চে কিনা—"

বলিয়া পরেশ শৈলর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। শৈল কিন্তু ফিরিয়া চাহিল না, সে জানালার গরাদে দুইটা মুঠা করিয়া ধরিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

রামু দরজার কাছে আসিয়া বলিল, "কম্পাউণ্ডার বাবু এসেছেন।"

পরেশ চীৎকার করিয়া বলিল, "দূর ক'রে দাও, কাণে ধ'রে তাড়িয়ে দাও।"

রামু আস্তে আস্তে নীচে চলিয়া গেল। শৈল ফিরিয়া সহাস্যে বলিল, "বিয়ে না হ'তেই বেচারার অন্ন মারবেন ? ও বেচারীর উপর আপনার এত রাগ কেন, ডাক্তারবাবু ?"

উত্তেজিত কণ্ঠে পরেশ বলিল, "কেন রাগ ? ও হতভাগার এত বড় স্পর্দ্ধা, তোমাকে বিয়ে কত্তে চায় ?"

শৈল বলিল, "বিয়ে কত্তে চাওয়াটা কি এত অপরাধ ?"

পরেশ বালিশের উপর চাপড় মারিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দু'শো বার অপরাধ। ও রাস্কেল তোমাকে বিয়ে করবে ? কক্ষণো না, এই আমি জোর গলায় বলছি, কক্ষণো না।"

শৈল কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু দরজার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই

মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। পরেশের চীৎকার শুনিয়া অনুপমা দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে চাহিতেই শৈলর মুখখানা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া পলাইবে, কি দাঁড়াইয়া থাকিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

অনুপমা ঘরে ঢুকিয়া আস্তে আস্তে পরেশকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন চা খাবে?"

পরেশ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। শৈল সহসা ফিরিয়া বলিল, "চল বৌদি, তোমাকে চা তৈরী শিখিয়ে দেব।" বলিয়া সে অনুপমার অপেক্ষা না করিয়াই হুড় হুড় করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

পরেশের নিকট হইতে বিতাড়িত হইয়া হরিচরণ একটুও ক্ষুব্ধ বা আশ্চর্য্যান্বিত হইল না ; কেন না সে এইরূপই কতকটা আশা করিয়াছিল। বাঘের মুখ হইতে তাহার শিকারটা ছিনাইয়া লইতে গেলে যে ব্যাঘ্রের বিষম আক্রোশে পড়িতে হয়, এটুকু বুঝিবার শক্তি হরিচরণের ছিল। সে জানিত, ডাক্তার বাবু শৈলজার উপর সম্পূর্ণ অনুরক্ত ; শৈলও যে ডাক্তার বাবুর অনুরাগী ইহাও সে না বুঝিত এমন নহে, কিন্তু তাহার ধারণা ছিল, মেয়ে মানুষের আবার রাগ অনুরাগ কি ? উহারা ঠিক লতার মত, যখন যে গাছের কাছে থাকিবে, তখন সেই গাছটাকেই জড়াইয়া ধরিবে। আজ সে ডাক্তার বাবুর প্রতি অনুরক্ত আছে, কিন্তু কাল তাহাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলে তাহারই পদানত হইয়া পড়িবে। মেয়ে মানুষের ভালবাসার দৃঢ়তা বা তাহার কোন মূল্য আছে ইহা হরিচরণের বুদ্ধিতে আসিত না। সুতরাং সে শৈলকে বিবাহ করিবে ও ভবিষ্যতে তাহার ভালবাসা পাইবে এই আনন্দেই তাহার হৃদয়টা তখন এমনই ভরপুর হইয়াছিল যে, পরেশের নিকট হইতে প্রত্যাখানজনিত ক্ষোভটা সেখানে আদৌ স্থান পাইল না।

সে রামচরণের মুখে পরেশের আদেশ শুনিয়া ডাক্তারখানা হইতে বাহির হইল, এবং পিসীর বাড়ীতে না গিয়া শিষ দিতে দিতে সোজা অদ্বৈত কর্ম্মকারের কর্ম্মশালায় উপস্থিত হইল। তাহার বিবাহের কথাটা গ্রামে প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল ; সুতরাং অদ্বৈত তাহাকে দেখিয়াই হাত তুলিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "এই যে বাবাঠাকুর, এবার শাউড়ে হলে নাকি ?"

হরিচরণ মৃদু হাসিল এবং কোঁচার খুট দিয়া মোটা কাঠখানা ঝাড়িয়া তাহার উপর বসিয়া পড়িল। অদ্বৈত ছাড়া আরও দুই তিন জন লোক তথায় উপস্থিত ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "সব ঠিক ঠাক হয়ে গেল?"

ঈষৎ প্রফুল্ল কণ্ঠে হরিচরণ বলিল "হুঁঃ, কি করি বল, অনাথা বিধবা, কাঁদা কাটা করে, তার উপর সার্ব্বভৌম মশায়ের মত লোকের অনুরোধ, কাজেই মত দিতে হ'ল। পিসী মা এখনো মত দেন নি। তিনি গোপালগঞ্জ হ'তে এক সম্বন্ধ এনেছেন, নগদ দুটী হাজার টাকা। তা আমি বলি পিসী মা, টাকায় কি আসে যায়, ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা, আমি না নিলে বামুনের মেয়েটী পার হয় না।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "হাঁ হাঁ, তেনাদের যে আবার একটু দোষ আছে।"

ভ্রুকুটি করিয়া হরিচরণ বলিল, "ড্যাম দোষ! এখানকার লোকগুলো কি মানুষ! আর এই তরেই তো সার্ব্বভৌম মশায়ের এত জেদ। আমরা আমাদের ওখানকার সমাজের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা। আমি যদি মেয়েটীকে ঘরে নিয়ে যাই, কেউ কি মাথাটী নাড়তে পারবে? সব বেটাকে ঘাড় হেট করে বসে ওর হাতের ভাত খেতে হবে।"

তাহার এই অখণ্ড সামাজিক প্রভাব শ্রবণে শ্রোতৃবর্গ হর্ষ-বিস্ময়-বিমিশ্রিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। হরিচরণ আপনার অবোদগত গুম্ফরাশির মধ্যে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে তাহাদের দিকে এক একবার সগর্ব্ব কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। তখন প্রথম বক্তা বলিল, "সে যাই হোক বাবাঠাকুর, আমাদের আগে কিছু খাইয়ে দাও।"

হরিচরণ হাসিতে হাসিতে ট্যাঁক হইতে কাগজের একটা ক্ষুদ্র

মোড়ক বাহির করিয়া বক্তার দিকে ছুড়িয়া দিল। বক্তা মোড়কটী খুলিতে খুলিতে সহর্ষে বলিল, "বিয়ের কথায় বাবাঠাকুরের মেজাজটা দিল দরিয়া হয়েছে। দু ছিলিম হবে।"

হরিচরণ বলিল, "না না, ভোরপুর ক'রে এক ছিলিম কর।"

বক্তা আদেশ পালনে মনোনিবেশ করিল। অতঃপর হরিচরণ অদ্বৈতের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এবার যে তোমাদের এখান থেকে চল্‌লাম হে অদ্বৈত।"

অদ্বৈত বাঁ হাতে জাঁতার শিকল এবং ডান হাতে শাঁড়াসীটা ধরিয়াই বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল; অন্যান্য সকলেও অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। তখন হরিচরণ তাহাদিগকে জানাইল যে, সে আর পরাধীন ভাবে কাজ করিবে না। আজই সে পরেশ ডাক্তারের কাজে জবাব দিয়া আসিয়াছে। তাহাকে রাখিবার জন্য ডাক্তার অনেক অনুনয় বিনয়, সাধ্যসাধনা করিয়াছিল। এমন কি ডবল 'পে' দিতেও রাজী হইয়াছিল, কিন্তু শ্বশুরবাড়ীর গাঁয়ে চাকরী! সে একবারে স্পষ্ট কথায় পরেশ ডাক্তারকে 'রিজাইন' দিয়া আসিয়াছে। ইহাতে ডাক্তার বাবু তাহার উপর যে একটু না চটিয়াছে এমন নয়; কিন্তু সে তো আর তাহার কাছে চাকরী করিতেছে না, সুতরাং এমন বাজে রাগকে আদৌ 'কেয়ার' করে না।

শুনিয়া সকলের মুখ ম্লান হইয়া গেল। হরিচরণের সহিত তাহাদের আজিকার পরিচয় নয়, সাত আট বৎসরের আলাপ, এতদিনের বন্ধুত্ব-বন্ধন ছিন্ন করিয়া হরিচরণ চলিয়া যাইতেছে শুনিয়া তাহারা যেন হর্ষে বিষাদ অনুভব করিল। অদ্বৈত ম্লান স্বরে বলিল, "এমনতর কাজ কেন কল্লে বাবাঠাকুর, চাকরী লক্ষী, তাকে ছাড়তে আছে। তার ওপর বিয়ে থা ক'রে সংসারীক হচ্চো!"

উদ্ধত স্বরে হরিচরণ বলিল, "ড্যাম চাকরী। পরেশ ডাক্তারের কাছে আবার মানুষে চাকরী করে? ওর না আছে চক্ষুলজ্জা, না আছে মাথা, না আছে বিদ্যা-বুদ্ধি। বিলেত গিয়েছিল, এই পর্য্যন্ত, গরু শুয়োর খেয়ে ফিরে এসেছে।"

শ্রোতৃবর্গ ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিল। তখন হরিচরণ যেরূপে পরেশ ডাক্তারের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—পরেশ ডাক্তারের ঔষধে এতকাল যে রোগী সব ভাল হইয়া আসিয়াছে, তাহা হরিচরণেরই গুণে। নতুবা ডাক্তারের লেখা মত ঔষধ দিলে তাহারা সদ্যসদ্য যমালয়ে যাইত। একবার এক পেটের ব্যায়রামের রোগীকে লিখিয়া দিয়াছিল, গ্যালিসাই ৩ ড্রাম। গ্যালিসাই নিমোনিয়ায় চলে, হরিচরণ সেটাকে কাটিয়া দিয়াছিল। একবার নিমোনিয়া রোগীর প্রিস্ক্রিপসনে লিখিয়াছিল—আরসেনিক ৩ গ্রেণ; সর্ব্বনাশ, হরিচরণ তাহা কাটিয়া আধ গ্রেণ করিয়া দিল। আর একবার সর্দ্দিজ্বরের ব্যবস্থায় লিখিয়াছিল টিংচার আইডিন, সর্ব্বনাশ, এ যে কটু বিষ; খাইলে রোগী কি এক মুহূর্ত্ত বাঁচিত? ভাগ্যে হরিচরণের হাতে এই সকল প্রিস্ক্রিপসন পড়িয়াছিল তাই রক্ষা; নতুবা কি যে হইত বলা যায় না।

হরিচরণের বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। হরিচরণ তখন তাহাদের সমক্ষে আরও নানাবিধ দুর্ব্বোধ্য ঔষধের নামোল্লেখ করিল এবং কতবার কত প্রকারে পরেশের ভুলভ্রান্তি হইয়াছিল ও সে ঐ সকল ভ্রম ধরাইয়া দেওয়ায় পরেশ তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাই প্রকাশ করিয়া প্রমাণ স্বরূপে জানাইল যে, এই সকল ভ্রমপূর্ণ প্রেসক্রিপসন এখনও ডাক্তারখানার ফাইলে বর্ত্তমান আছে। সে কাজে জবাব দিয়া আসিয়াছে, নতুবা আনিয়া তাহাদিগকে দেখাইতে পারিত।

দেখাইবার প্রয়োজনও হইল না, শ্রোতৃবর্গ তাহার মুখের কথাতেই যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছে ইহা জানাইয়া দিল। তখন হরিচরণ অতঃপর কি করিবে ইহাই সকলের জিজ্ঞাস্য হইল। উত্তরে হরিচরণ জানাইল যে, সে কম্পাউণ্ডারী আর করিবে না, করিবার প্রয়োজনও নাই। বিবাহের পরই সে দেশে গিয়া ডাক্তারখানা খুলিবে, এবং নিজে ডাক্তারী করিবে। সে একবার ডাক্তারী আরম্ভ করিলে হীরুডাক্তার বা পরেশ ডাক্তারের মত লোককে কলিকা পাইতে হইবে না।

তাহার এই ভাবী উন্নতির আশায় সকলেরই মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, এবং তাহারা যেন বাবাঠাকুরের কৃপা হইতে কখনও বঞ্চিত না হয়, ইহাই প্রার্থনা করিল। হরিচরণ তাহাদিগকে অভয় দিয়া, ধূমপান শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিল।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছে; অন্ধকার খুব জমাট বাঁধিয়া পথ ঘাট ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। পথের আশে পাশে এক একটা গাছকে দূর হইতে কৃষ্ণবসনাবৃত প্রেতমূর্ত্তির মত দেখাইতেছে; ঝিল্লির অশ্রান্ত চীৎকারে নির্জ্জন পথের গাম্ভীর্য্য যেন আরও বর্দ্ধিত হইতেছে। সেদিন সঙ্গে আলো ছিল না; সুতরাং হরিচরণের গা যেন ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। সে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—

"এখনো তারে চোখে দেখি নি,
শুধু বাঁশী শুনেছি।
মনো প্রাণো যা ছিল সবই দিয়েছি।"

গা-ছমছমানিটা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, গলাও তত উচ্চে উঠিল। ক্রমে তাহা সুর, ভাষা ছাড়িয়া বিকট চীৎকারে পরি[ণত] হইল। সে চীৎকারে বৃক্ষশাখাসীন পক্ষীরা চঞ্চল হইয়া উঠিল, কু[কু]র গুলা সজাগ হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিল, শৃগালেরা পথ ছাড়িয়া ছুটি[য়া]

পলাইল। কিন্তু হরিচরণের সে সকল দিকে লক্ষ্য ছিল না; সে গানের প্রথম চরণ দুইটী গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতে অভ্যাসে প্রবৃত্ত বালকের মত বারবার উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিতে করিতে দ্রুতপদে চলিল। যখন পিসীমার বাড়ীর দরজায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাহার সঙ্গীতের বিরাম হইল।

কিন্তু বাড়ী ঢুকিতেই সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার ক্ষোভ ও বিরক্তির সীমা রহিল না। দেখিল, তাহার কনিষ্ঠভ্রাতা অনিলচন্দ্র গলায় কাচা দিয়া বসিয়া আছে, পিসীমা তাহার কাছে বসিয়া সুখ দুঃখের কথা ব্যক্ত করিতেছেন। এ কাচার অর্থ বুঝিতে হরিচরণের বিলম্ব হইল না, তথাপি পিসীমা ক্রন্দনজড়িত স্বরে তাহাকে জানাইয়া দিলেন, "ওরে বাবা হরি রে, আমার অনেক আদরের বড় বৌ তোদের কাঙ্গাল ক'রে চলে গেছে রে!"

হরিচরণ বিরক্তিপূর্ণ মুখভঙ্গী করিয়া সরিয়া গেল।

তারপর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের নিকটে দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিল। প্রায় তিন চারিমাস হইতে মাতা জ্বর ও কাশিতে ভুগিতে ছিলেন, অর্থাভাবে চিকিৎসা হয় নাই; তাহাতে রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায়। ক্রমে মাতা শয্যাশায়ী হন। বহু কষ্টে গ্রামের কবিরাজের নিকট দাতব্য ঔষধ সংগৃহীত হইল, কিন্তু পথ্য জুটিল না। জ্যেষ্ঠকে দুই তিনখানা পত্র লিখিয়া সংবাদ দেওয়া হইলেও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। মাতা তাঁহাকে দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তাঁহার সাধ পূর্ণ হইল না। মধ্যমও ম্যালেরিয়ায় মাসাধিক কাল শয্যাগত। সুতরাং একা অনিলের ঘাড়েই যজমান, সংসার, রোগীর সেবা সকলই পড়িল, কাজেই সে জ্যেষ্ঠের নিকট আসিতে পারিল না। তারপর রোগ-

যন্ত্রণায় ক্লান্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে মাতা একদিন চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি 'হরি এলি বাপ, হরি এলি বাপ' বলিয়া বারবার কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর ঘরের ঘটীবাটী যাহা ছিল তাহা বেচিয়া তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত ও সৎকার করা হইয়াছে। এক্ষণে কাল কি দিয়া দুই ভায়ে হবিষ্য করিবে তাহার সংস্থান নাই। তারপর মাতার শ্রাদ্ধ করিয়া কিরূপে শুদ্ধ হওয়া যাইবে, তাহাও এক্ষণে জ্যেষ্ঠের বিবেচনাধীন।

হরিচরণ খুব গম্ভীর ভাবেই মাতার এই করুণ মৃত্যুকাহিনী শ্রবণ করিল, কিন্তু ভাল মন্দ কিছুই বলিল না।

হায়, কোথায় বিবাহ, আর কোথায় শ্রাদ্ধ! শুধু শ্রাদ্ধ হইয়া গেলেই কি আপদ্ চুকিবে, হয় তো কালাশৌচ বলিয়া এক বৎসর বিবাহ হইবে না। এই এক বৎসর কি শৈলর মাতা তাহার জন্য অপেক্ষা করিবে? অসম্ভব। কত কষ্টে সার্ব্বভৌমকে হস্তগত করিয়া নিতান্ত অসম্ভব ঘটনাটাকেও সম্ভব করিয়া আনিয়াছিল কিন্তু তরী শেষে কূলে আসিয়া ডুবিল। হায়, জগৎশুদ্ধ কি তাহার শত্রু? নতুবা গর্ভধারিণী মাতাও তাহার সহিত এরূপ শত্রুতা করিবেন কেন? তিনি কি আর মরিবার সময় পাইলেন না? আর সাতটা দিন পরে মরিলে তাঁহার কি কষ্ট ছিল? হায়, জগৎটা কি স্বার্থপর!

ইহার উপর শ্রাদ্ধ। নমোনমো করিয়া তিলকাঞ্চনে সারিলেও পঁচিশ টাকার কমে হইবে না। তাহার নিকট তিন মাসের মাহিয়ানা যে ত্রিশটী টাকা পুঁজি ছিল, তাহা ঘটকের প্রণামী স্বরূপ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চরণে অগ্রিম সমর্পণ করিয়াছে। বিবাহ না হইলেও সে টাকা কি তিনি আর ফেরত দিবেন? এখন এ মাসের দশটা দিনে মাত্র মাহিনা পুঁজি! ডাক্তার বাবুকে ধরিলে কিছু পাওয়া যাই

কিন্তু সে পথ বন্ধ। দূর হউক, সে এ সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাইবে না। উহারা দুই ভায়ে যজমানদের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কোনরূপে দায় হইতে উদ্ধার হউক। সে এক টাকা খরচ করিয়া কলিকাতায় গিয়া গঙ্গাতীরে শুদ্ধ হইয়া আসিবে। কিন্তু লোকে বলিবে কি? শৈল বা শৈলের মাতা ইহা শুনিলে কি ভাবিবে? হায়, হায়, তাহার এমনই ইচ্ছা হইতেছে যে, সে সংসার ত্যাগ করিয়া কোন্ দিকে চলিয়া যায়। মা যাহার সহিত এমন শত্রুতা সাধন করে, তাহার আর সংসারবাসে ফল কি?

ভাবিতে ভাবিতে এইরূপ গভীর বৈরাগ্য লইয়া হরিচরণ নিদ্রিত হইল, এবং স্বপ্নে দেখিল, ডাক্তার বাবুর সহিত শৈলর বিবাহ হইতেছে, আর সে বরযাত্র সাজিয়া লুচী খাইতে বসিয়াছে। হরিচরণ রাগে পা দিয়া লুচীর পাতাটা যেমন উঠানের দিকে—যেখানে সম্প্রদান কার্য্য হইতেছিল সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া দিতে যাইবে, অমনি ভিজা মাটীতে পা পিছলাইয়া সশব্দে পাতের উপর পড়িয়া গেল, লোকগুলা হাততালি দিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। হরিচরণ আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া পলাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু পতন হেতু পায়ে এমন আঘাত লাগিয়াছিল যে, উঠিয়া দাঁড়াইতেই পুনরায় উলটিয়া পড়িয়া গেল; লোকগুলা আরও উচ্চশব্দে হাসিতে লাগিল। সে হাসির শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখিল, অনেকটা বেলা হইয়া গিয়াছে, এবং যে হাসির শব্দে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, তাহা বরযাত্রীদিগের হাসি নয়, পিসীমার কাছে তাহার বিবাহের কথা শুনিয়া কনিষ্ঠ অনিলচন্দ্র উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিয়াছে। হরিচরণ দাঁতে দাঁত চাপিয়া উঠিয়া বসিল।

পিসিমার আদেশমত হরিচরণকে স্নান করিয়া আসিয়া কাচা

পরিতে হইল। কাল অনিলের হবিষ্য করা হয় নাই, সুতরাং পিসীমা সকাল সকাল তাহার হবিষ্যান্নের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন। হরিচরণের এ সকল কিছুই ভাল লাগিতেছে না; সে চুপ করিয়া বসিয়া অতঃপর কি করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

সেই দিন মধ্যাহ্নের পর ক্ষান্তঠাকুরুণ পাড়ায় একবার বাহির হইয়াছিলেন। অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, হরিচরণ তাঁহার বাক্স ভাঙ্গিয়া নগদ প্রায় চারিশত টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। ক্ষান্তঠাকুরুণ কাঁদিয়া পাড়া মাথায় করিলেন। পাড়ার লোকেরা অনেক ছুটাছুটি করিল, কিন্তু হরিচরণের কোন সন্ধান পাইল না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রবল উত্তেজনার পরই প্রবল অবসাদ আসে। শৈল চলিয়া গেলেই পরেশের দেহ মন দুইই যেন অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িল। দিনের আলো নিবিয়া আসিল; রামচরণ আসিয়া ঘরে আলো দিয়া গেল পরেশ তাহাকে কোন রোগী আসিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। রোগী দুই চারজন আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের জন্য পরেশ পাছে নীচে নামে বলিয়া রামচরণ দরজা হইতেই তাহাদের বিদায় দিয়াছিল। সুতরাং প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে সে জানাইল যে, কোন রোগীই এক্ষণে আসে নাই। পরেশ মেঝের এদিক সেদিকে একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

একটু পরে অনুপমা চা লইয়া ঘরে ঢুকিল। পরেশ দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া শুইয়াছিল, অনুপমার পায়ের শব্দ পাইয়াই ফিরিয়া চাহিল, এবং ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিল, "চা এনেছ নাকি? দাও।" অনুপমা নিঃশব্দে চায়ের বাটী হাতে দিল। পরেশ আগ্রহের সহিত তাহাতে একটা চুমুক দিয়া আরামসূচক শব্দ করিয়া বলিল, "চমৎকার চা হ'য়েছে।"

এই প্রশংসাটাকে অনুপমা পরিহাস ভাবিয়া লইয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরেশ বলিল, "বাস্তবিক, তুমি তো বেশ চা তৈরী কত্তে পার। শৈল বুঝি শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছে?"

অনুপমা নতমুখে অতি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "হাঁ।"

পরেশ বলিল, "তা হোক, শুধু অপরের শিক্ষায় এমন ভাল জিনিষ হয় না। এর ভিতর তোমারও নৈপুণ্য আছে।"

এই প্রশংসাবাদে অনুপমা যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। পরেশ আর এক চুমুক চা উদরস্থ করিয়া প্রফুল্ল হাস্যের সহিত বলিল, "দেখ, এ জিনিষটা তৈরী করা যে তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার, সেটা আমার খেয়ালই ছিল না। আমার উচিত ছিল, তোমাকে দেখিয়ে দেওয়া, তা না দিয়ে—যাক্, শৈল দেখছি আমার সে শিক্ষকতার পরিশ্রমটুকু লাঘব ক'রে দিয়ে গিয়েছে।"

অনুপমা নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এই নিরুত্তর ভাবটুকু আজ যে পরেশের পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। পরেশের ইচ্ছা, অনুপমার সঙ্গে কতকগুলা বকিয়া সে মনের অবসাদকে ঝাড়িয়া ফেলে। সুতরাং অনুপমা নিরুত্তর থাকিলেও পরেশ ছাড়িল না। সে বাটীর চাটুকু নিঃশেষ করিয়া অনুপমার পায়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পা কেমন আছে ?"

পরেশ দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িলে অনুপমা পাটাকে তাড়াতাড়ি সরাইয়া লইয়া সসঙ্কোচে বলিল, "ভাল আছে।"

পরেশ বলিল, "ভাল আছে কি রকম ? ফোস্কা উঠেছে যে ! মলমটা লাগিয়েছিলে ? ভাল লাগাতে পার নি বুঝি ? কৈ সেটা নিয়ে এস, আমি লাগিয়ে দিচ্চি।"

"আচ্ছা" বলিয়া অনুপমা স্বামীর মুখের উপর হাস্যপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। পরেশ বলিল, "তাতে দোষ কি ? ডাক্তারী কত্তে গিয়ে আমাদের কত লোকের পায়ে হাত দিতে হয়।"

"তা হয় হোক" বলিয়া অনুপমা ঈষৎ হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। পরেশ বলিল, "দেখ, আমাদের দেশের মেয়েদের এই এক প্রধান দোষ যে, তারা রোগে ওষুধ ব্যবহার কত্তে চায় না। এই কারণে তারা

কষ্টও পায় বেশী। তবে তাদের এই একটা গুণ যে, খুব বড় কষ্ট-টাকেও মুখ বুজে সহ্য ক'রে যেতে পারে।"

একটু শ্লেষের স্বরে অনুপমা বলিল, "মেয়েদের তোমাদের মত এত সুখের শরীর নয় যে, একটুতেই অস্থির হ'য়ে পড়বে।"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "শরীর মেয়ে পুরুষ সকলেরই সমান, তবে তোমাদের সহিষ্ণুতা খুব বেশী বলতে হবে।"

স্বরে একটু তীব্রতা আনিয়া অনুপমা বলিল, "কাজেই তা নইলে—"

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই অনুপমা থামিয়া গেল। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "তা নইলে কি হ'তো? সংসারটা ভেসে যেতো?"

বলিয়া পরেশ একটু হাসিল। অনুপমা কোন উত্তর না দিয়া চায়ের সরঞ্জাম লইয়া বাহির হইয়া গেল। পরেশ একা শুইয়া ভাবিতে লাগিল।

পরেশ আজ সকলের উপর যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহা কাহারও নিকট আদৌ প্রীতিপ্রদ নয়। বিশেষ অনুপমার উপর যে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা নিতান্তই রূঢ়। এতটা রূঢ় ব্যবহারে অভ্যস্ত না হইলেও কেমন করিয়া ইহা সে সম্পন্ন করিল তাহা নিজেই ভাবিয়া পাইল না। শৈলর বিবাহের কথাটা শুনিয়া তাহার মেজাজটা এমনই বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে, সে ইহা ভাবিবারও অবসর পায় নাই। কিন্তু তাহার সে মস্তিষ্কবিকৃতির কারণ কি? বিবাহ হইবে না তো শৈল কি চিরদিন অবিবাহিত থাকিবে? তাহা অসম্ভব। আর তাহাদের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে খুব ভাল ঘরেও বিবাহ হইতে পারে না। একে সামাজিক দোষ, তাহার উপর আবার অর্থাভাব! এ অবস্থায় হরিচরণের মত পাত্র ছাড়া আর কে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে?

কিন্তু গোল যত এইখানেই। তাহার ন্যায় শিক্ষিতা সৎস্বভাবা মহিলা যে হরিচরণের মত লোকের স্ত্রী হইবে, ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক। ইহাতে কি সে সুখী হইবে? অসম্ভব। তবে এমন অসম্ভব ব্যাপারটা সম্ভব হইয়া আসিল কেন? তাহার অপরাধ কি? অপরাধের মধ্যে সমাজের মিথ্যা কলঙ্ক, অপরাধ এই যে তাহার অর্থাভাব। কিন্তু তাহার যে রূপ, যে গুণ আছে, তাহার দ্বারা কি এই অপরাধের মার্জ্জনা হইতে পারে না? কিন্তু মার্জ্জনা করিবে কে? পরেশ তাহাকে মার্জ্জনা করিতে পারে, কিন্তু গ্রহণ করিতে পারে না। এক স্ত্রী সত্ত্বে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ, ইহা যে পারে করুক, পরেশ করিতে পারে না; সে অনুপমার উপর আর যত প্রকারেই রূঢ় হউক, এমন পৈশাচিক রূঢ়তা তাহার দ্বারা অসম্ভব। সুতরাং এক্ষেত্রে তাহার কোনই হাত নাই, তাহার ক্রোধ বা বিরক্তি সকলই নিষ্ফল। আপনার অক্ষমতা স্মরণে পরেশ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

একটু পরে তারাসুন্দরী মালা হাতে আসিয়া দরজার বাহির হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরেশ জেগে আছিস্?"

পরেশ বলিল, "কে, পিসী মা?"

"হাঁরে, শৈলর নাকি বিয়ে?"

"শুনছি।"

তারাসুন্দরী দরজার ভিতর আসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "পাত্তর নাকি তোর কম্পাণ্ডার হরিচরণ?"

পরেশ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। তারাসুন্দরী ক্ষণকাল গম্ভীরভাবে থাকিয়া বলিলেন, "বেশ পাত্তর জুটেছে যা হোক্। শুনতে পাই, ঐ সাব্‌ভোম বুড়ো আর হরি ঘোষালই নাকি এক রকম জোর ক'রে বিয়ে দিচ্চে।"

পরেশ শুইয়াছিল, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল ; রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল "জোর ক'রে ?"

পিসীমা বলিলেন, "জোর নয় ত কি বলবো বল্। মায়ের নাকি মত নাই। আর এমন মেয়েকে এ রকম ছেলের হাতে দিতে কেউ কি মত কত্তে পারে ?"

পরেশ আবার শুইয়া পড়িল। তারাসুন্দরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আহা, কি পোড়া কপাল মেয়েটার !"

উত্তেজিত কণ্ঠে পরেশ বলিল, "তার চেয়ে পোড়া কপাল এই দেশের। অথচ এই দেশের কি ছেলে কি বুড়ো ধর্ম্মের দোহাই না দিয়ে নিশ্বাসটী পর্য্যন্ত ফেলে না।"

পরেশ দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। তারাসুন্দরী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রস্থান করিলেন।

খানিক পরে অনুপমা আসিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিল। পরেশ চিন্তামগ্ন ছিল, সুতরাং একটু চমকিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে ?"

মৃদু স্বরে অনুপমা বলিল, "আমি।"

পরেশ আর কিছু বলিল না ; অনুপমা আপনার হাতখানি বাহির করিয়া আস্তে আস্তে তাহার পায়ের উপর বুলাইতে লাগিল। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু বল্‌তে এসেছ কি ?"

মৃদু হাসিয়া অনুপমা বলিল, "কিছু বলবার না থাকলে কি তোমার কাছে আসতে নাই ?"

পরেশ সহাস্যে উত্তর করিল, "অপরের থাকলেও তোমার বোধ হয় নাই।"

"কিসে জানলে ?"

"কোনও দরকার না হ'লে তো এসো না।"

"এই তো এসেছি !"

"সুতরাং, বোধ হয় নিশ্চই কিছু বক্তব্য আছে।"

"বক্তব্যটা কি বলতে পার ?"

"অতদূর অনুমান করবার ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু বক্তব্য কিছু আছে কিনা বল দেখি ?"

মৃদু হাসিয়া অনুপমা বলিল, "আছে।"

পরেশ বলিল, "বেশ, বলতে পার।"

অনুপমা বলিল, "বললে শুনবে ?"

পরেশ বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। অনুপমা সহাস্যে বলিল "আমি যদি কোন অনুরোধ করি তা রাখবে ?"

পরেশ ঈষৎ বিস্ময়োৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "তুমি তো কোন দিন কিছু বল নাই, এই তোমার প্রথম অনুরোধ। এ অনুরোধ বোধ হয় রাখতে পারি। কিন্তু আমি স্বামী, তুমি স্ত্রী, এতটা দূরে থাক কেন ?"

একটু সোহাগ বিমিশ্রস্বরে অনুপমা বলিল, "তা হোক, তুমি কথা রাখবে কি না বল।"

পরেশ বলিল, "যদি নিতান্ত অসাধ্য না হয়, তবে রাখবো।"

"দেখো ?"

"হাঁ।"

অনুপমা এবার একটু সোজা হইয়া, কাসিয়া গলাটাকে একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া ধীরস্বরে বলিল, "তুমি শৈলকে বিবাহ কর।"

পরেশের সমস্ত শরীর যেন বিদ্যুতের আঘাতে শিহরিয়া উঠিল। মুখ দিয়া বিস্ময়সূচক একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইল। অনুপমা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং প্রশান্ত কণ্ঠে বলিল, "এই আমার প্রথম আর

শেষ অনুরোধ। তুমি তিন সত্য করেছ, এখন রাখতে হয় রাখ, না হয় যা ইচ্ছা কত্তে পার।"

পরেশ উত্তেজিত কণ্ঠে "পাষাণী" বলিয়া ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া বসিল, এবং অনুপমাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল। কিন্তু অনুপমা ধরা দিল না, সে দ্রুত পদক্ষেপে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালে উঠিয়া উপস্থিত রোগীদিগকে কোনরূপে বিদায় দিয়া, পরেশ শৈলদের বাড়ীর দিকে চলিল। পথে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সার্ব্বভৌম মহাশয় তাহার সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং তাহার আরোগ্যের জন্য তিনি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা নারায়ণের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন, ইহাও প্রকাশ করিতে ছাড়িলেন না। অতঃপর পরেশ শৈলদের বাড়ী যাইতেছে শুনিয়া দুঃখপ্রকাশ সহকারে বলিলেন যে, পরেশের সহিত মেয়েটার বিবাহ দিবার জন্য তিনি বধূমাতাকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ও মেয়েটা চিরকালই একরোখা, গুরুজনের আদেশ প্রতিপালন করে না; আর এই দোষেই সে এত কষ্ট ভোগ করিতেছে। সপত্নীর উপর কন্যাদানে সে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। কিন্তু সেজন্য পরেশের বিবাহ কি আটক থাকিবে? কত রাজা-রাজড়া তাহাকে মেয়ে দিবার জন্য প্রস্তুত। এত বড় বিদ্বান্, এতবড় ডাক্তার এ তল্লাটে কি আর আছে? তাহার মত লোক কখনও অকুলীর মেয়েকে লইয়া সংসার করিতে পারে না! শীঘ্রই যে কোন রাজকন্যা আসিয়া তাহার গৃহশোভা বর্দ্ধন করিবে, সার্ব্বভৌম মহাশয় এ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়া রহিয়াছেন। রমার মেয়ের কপাল!! আঁস্তাকুড়ের পাতা কখন স্বর্গে যায় কি?

পরেশ কষ্টে হাস্য সংবরণ পূর্ব্বক এই সহৃদয়তার জন্য সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিল। সার্ব্বভৌম মহাশয় অদূরবর্ত্তী শম্ভু পালের দোকানে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ

করিলেন যে, পরেশ ডাক্তারের মত পাষণ্ড আর দ্বিতীয় নাই, এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং এজন্য সে সার্ব্বভৌম মহাশয়কে ধরিয়া বসিয়াছে যে, রমানাথের মেয়েটী তাহার হাতে দেওয়া হউক। এজন্য কত উপরোধ অনুরোধ; সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ন্যায় ধার্ম্মিক ব্যক্তি কি এমন ঘোরতর অধর্ম্মের কাজ করিতে পারেন? দেহে প্রাণ থাকিতে নয়!

যাহারা পথিমধ্যে সার্ব্বভৌমের সহিত পরেশকে কথোপকথন করিতে দেখিয়াছিল, তাহারা সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিল না; তাহারা এই ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের নির্ভীক ধর্ম্মপরায়ণতায় মুগ্ধ হইল।

কাত্যায়নী পূজায় বসিয়াছিলেন, পরেশকে উপস্থিত দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে গেলেন। পরেশ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে উঠিতে নিষেধ করিয়া শৈল কোথায় জিজ্ঞাসা করিল। কাত্যায়নী বলিলেন, "তার একটু জ্বরের মত হয়েছে, ঘরে শুয়ে আছে।"

শৈলর অসুখের কথা শুনিয়া পরেশ যেন একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। কাত্যায়নী বলিলেন, "তাকে একবার দেখে এস বাবা, আমি ততক্ষণ পুজোটা সেরে নিই।"

পরেশ শয়নগৃহের দিকে অগ্রসর হইলে, কাত্যায়নী পুনরায় আচমন করিয়া পূজায় মনোনিবেশ করিলেন!

পরেশ ঘরে ঢুকিয়াই ডাকিল, "শৈল!"

শৈল উপুড় হইয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল, পরেশের আহ্বানে সচকিতে মুখ তুলিয়া চাহিয়াই আবার মুখটাকে বালিশে গুঁজিয়া দিল। সেই নিমেষের দৃষ্টিতেই পরেশ বুঝিতে পারিল, শৈল কাঁদিতেছে, তাহার চক্ষু দুইটা এখনও সম্পূর্ণ অশ্রুবিমুক্ত হয় নাই।

পরেশ আস্তে আস্তে গিয়া বিছানার কাছে ঘেষিয়া দাঁড়াইল, এবং শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার জ্বর হয়েছে ?"

শৈল কোন উত্তর দিল না। পরেশ বলিল, "হাতটা দেখি।" বলিয়া পরেশ হাত বাড়াইল। শৈল সবেগে বাঁ হাতটা সরাইয়া বুকের ভিতর চাপিয়া রহিল। পরেশ হাত দিয়া তাহার কপালের উত্তাপ পরীক্ষা করিতে গেল ; কিন্তু কপালে করস্পর্শ হইবামাত্র শৈল তীরবেগে উঠিয়া বসিল, এবং রোদন-রক্তিম চোখ দুইটা পরেশের মুখের উপর স্থাপন করিয়া ক্রোধ-রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কেন বলুন দেখি, আপনি—"

বলিয়া সে মুহূর্ত্তকাল নিঃশব্দে পরেশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আবার ব্যস্তভাবে শুইয়া পড়িল, এবং মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরেশ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বাহির হইয়া যেখানে কাত্যায়নী পূজা করিতেছিলেন, সেইখানে তাঁহার পাশে একটু দূরে বসিয়া পড়িল। কাত্যায়নী ইহাতে যেন একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। পরেশ বলিল "আপনি পূজো করুন, আমি দেখি।"

ঈষৎ হাসিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "মেয়েমানুষের পূজোর কি দেখবে বাবা ?"

পরেশ বলিল, "দেখবার যদি কিছু থাকে, তা আপনাদের কেবল পূজোয় কেন, সকল কাজের মধ্যেই আছে। আমাদের নীচ ভণ্ডামি, ব্যর্থ অভিমানের উপর শ্রদ্ধার, ভক্তির, মমতার আবরণ দিয়ে আপনারাই যে সংসারটাকে শান্তিময় করে রেখেছেন মা।"

মৃদু হাসিয়া কাত্যায়নী পূজায় বসিলেন। পরেশ স্থিরভাবে বসিয়া তাঁহার পূজা দেখিতে লাগিল। শিবপূজা শেষ করিয়া কাত্যায়নী

মহিম্নস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন; তাঁহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ, ভাক্ত মধুর স্বরভঙ্গী পরেশ মুগ্ধ-বিহ্বল চিত্তে বসিয়া শুনিতে লাগিল। সে শুনিল, কাত্যায়নী ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে পড়িতেছেন—

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগং পশুমতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥"

পরেশ ভাবিল, যাহাদের স্তোত্রে, নীতিতে, নিত্যপূজায় এমন উদার নীতি, তাহারা ধর্ম্মের তার্গে এত সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেয় কেন?

পূজা শেষ হইলে কাত্যায়নীর সহিত পরেশও দেবতাকে প্রণাম করিল। প্রণামান্তে হাত পাতিয়া বলিল, "চরণামৃত দাও মা।"

কাত্যায়নী দেবতার চরণামৃত দিলেন। পরেশ তাহা খাইয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "অনেক দিন হতে একটা কথা বলবো মনে কচ্চি, কিন্তু আজ আর না ব'লে থাকৃতে পাচ্চি না।"

কাত্যায়নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন কি কথা বাবা?"

পরেশ বলিল, "শৈলর বিবাহ সম্বন্ধে।"

কাত্যায়নী চমকিতভাবে পরেশের মুখের দিকে চাহিলেন। পরেশ মৃদু হাসিয়া বলিল "আপনি তো হরিচরণের সঙ্গে তার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেছেন।"

কাত্যায়নী বলিলেন, "আমি কোন মতামত প্রকাশ না করলেও ঠাকুর নিজে দাঁড়িয়ে সব কথা স্থির করে দিয়েছেন।"

পরেশ ভ্রূভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর এই হঠাৎ হিতৈষিতার কারণ?"

কাত্যায়নী কোন উত্তর করিলেন না। পরেশ বলিল, "কিন্তু আপনি তো কোন প্রতিবাদ করেন নি ?"

কাত্যায়নী বলিলেন, "প্রতিবাদ করে কি করবো বাবা ? মেয়ের বিয়ে তো দিতেই হবে।"

পরেশ উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু এর নাম কি বিয়ে ?"

"অদৃষ্ট !" বলিয়া কাত্যায়নী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, এবং একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিষাদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কাল ওবাড়ীর গিন্নীর কাছে একটু অমত প্রকাশ করেছিলাম, তাই শুনে ঠাকুর আজ সকালে যে তিরস্কার ক'রে গিয়েছেন—" বলিয়া কাত্যায়নী একটু থামিয়া আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমাকে যাই বলুন, কিন্তু মেয়েটাকে—"

পরেশ ব্যস্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তাকে কি বলেছেন ?"

কাত্যায়নী বলিলেন, "সে কুলটা, তোমার বাড়ীতে যায়, এইরকম কত কথা। শেষে বলে গিয়েছেন, এরকম হলে আমাদের গ্রাম হ'তে দুরে করে দেবেন।"

ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে পরেশ বলিল, "তিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা নাকি ?"

কাত্যায়নী শূন্যে উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাষ্পব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "গরীবের উপর দণ্ড প্রয়োগ কত্তে বেশী ক্ষমতার দরকার হয় না বাবা।"

কাত্যায়নীর নেত্রপ্রান্ত হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। পরেশ দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল; তারপর অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলিল, "আমি এতদিন বলি বলি করেও যে কথাটা বলতে পারি নাই, আজ সেই কথাটাই বলছি, আপনি আমার উপর নির্ভর কত্তে পারেন ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "যে অকূল সমুদ্রে ভাসছে, সে যে একগাছা তৃণকেও আঁকড়ে ধরতে পারে বাবা।"

পরেশ বিনীতস্বরে বলিল, "তাহলে আমার অনুরোধ, আপনি শৈলর বিবাহের জন্য একটুও ভাববেন না। সে ভার আমার।"

কাত্যায়নী তাহার মুখের উপর আশাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ম্লানমুখে বিষাদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কিন্তু সে আর কি ক'রে হবে বাবা, এক রকম বাগ্‌দান যে হ'য়ে গিয়েছে।"

পরেশ বলিল, "সে বাগ্‌দান আপনি তো স্বেচ্ছায় করেন নি।"

কাত্যায়ানী বলিলেন, "আমি না করলেও ঠাকুর কথা দিয়েছেন। আমি তো তাতে আপত্তিও করি নাই। এখন তার অন্যথা করলে ঠাকুরকে যে মিথ্যাবাদী করা হবে।"

পরেশ হতাশ ভাবে বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

ঠিক এমনই সময়ে সার্ব্বভৌম বাড়ীতে ঢুকিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, বৌমা কোথায় গো, আচ্ছা কপাল যা হোক তোমার মেয়েটার। ও বিয়ে এখন হ'লো না, হরিচরণের মা মারা গিয়েছে। আবার সে ছোঁড়া নাকি তার পিসীর বাক্স ভেঙ্গে—এ কি পরেশ যে?"

বিস্ময়সূচক স্বরে কথাটা বলিয়াই সার্ব্বভৌম সলজ্জভাবে এক পদ পশ্চাতে হটিয়া আসিলেন। পরেশ তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, এমন ভাঙ্গারাশ মেয়ের বিয়ে দেওয়া আপনাদের কর্ম্ম নয় সার্ব্বভৌম মশায়। আচ্ছা, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি, বিলাত-ফেরত কি ঐ রকম কিছু পাওয়া যায় কি না!"

বলিয়া পরেশ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরেশ যখন বাড়ী ফিরিল, তখন অনেকটা বেলা হইয়াছে। সে ঘরে ঢুকিতেই অনুপমা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত বেলা পর্য্যন্ত না খেয়ে দেয়ে কোথায় বসেছিলে?"

পরেশ একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া বলিল, "শৈলদের বাড়ীতে ছিলাম।"

বলিয়াই সে অনুপমার মুখের দিকে চাহিল; চাহিবার অর্থ, এ কথায় অনুপমার মুখভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় কি না। কিন্তু তাহার মুখে কোন পরিবর্ত্তনই দেখা গেল না, সে তেমনই প্রশান্তমুখে বলিল, "সেখানে এতক্ষণ কি কচ্ছিলে? না খাওয়া, না দাওয়া।"

ঈষৎ হাসিয়া পরেশ বলিল, "একটা বড় রকম খাওয়ারই পরামর্শ কচ্ছিলাম।"

অনুপমা জিজ্ঞাসা করিল, "সেটা কি রকম খাওয়া?"

"বিবাহের ভোজ।"

"খাওয়াবে কে?"

"আমি।"

"তুমি খাওয়াবে, কিন্তু তাতে তোমার নিজের পেট তো ভরবে না।"

"যে খাওয়ায় সে নিজেও না খেয়ে ছড়ে না।"

বলিয়া পরেশ হাসিতে হাসিতে জামা কাপড় ছাড়িতে উদ্যত হইল। অনুপমা একটু সরিয়া আসিয়া তাহার কোটের প্রান্তটা ধরিয়া সহাস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি?"

পরেশ বলিল, "কি সত্যি ?"

"সত্যিই বিয়ে ?"

"খুব সত্যি।"

"মিথ্যে বলচ না।"

"একটুও না।"

"দেখো।"

"তুমিও দেখে নিও।"

অনুপমা জামাটা ছাড়িয়া দিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল। সে দরজায় পা দিতেই পরেশ পশ্চাৎ হইতে স্নিগ্ধ-কোমল কণ্ঠে ডাকিল "অনু !"

অনুপমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। এমন স্নেহভরা প্রেমপূর্ণ সম্বোধন যে এই প্রথম! অনুপমার বুকটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। হায় প্রভু, কয়দিন আগে এমনই করিয়া ডাকিলে না কেন? কষ্টে অন্তরের উচ্ছ্বাস অন্তরে চাপিয়া সে পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। গম্ভীরস্বরে পরেশ বলিল, "এখনো ভেবে দেখ অনু।"

অনুপমা কিছুকাল স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "খুব ভেবে দেখেছি গো, খুব ভেবে দেখেছি।"

বলিয়া ঘাড় দোলাইয়া দুড় দুড় করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আহার করিতে করিতে পরেশ পিসীমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বিয়ের যোগাড় কর পিসী মা।"

আশ্চর্য্যান্বিতভাবে তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার বিয়ে রে পরেশ ?"

পরেশ বলিল, "শৈলর বিয়ে।"

পিসীমা বলিলেন, "কোথায় রে?"

যেন খুব বিরক্তভাবে পরেশ উত্তর করিল, "এই বাড়ীতে, আবার কোথায়।"

তারাসুন্দরী অবাক হইয়া পরেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরেশ ঘাড় নীচু করিয়া বলিল, "আজ বৈকালের গাড়ীতেই আমি কলকাতা যাব, গয়না কাপড় সব চাই তো। সন্ধ্যার সময় রামুকাকাকে ওদের আনতে পাঠাবে। এ ক'দিন ওরা এইখানেই থাকবে।"

পরেশ আহার শেষ করিয়া উঠিয়া গেল। তারাসুন্দরী হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

খানিকপরে তিনি অনুপমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব আবার কি বৌমা?"

অনুপমা বলিল, "যে যাতে সুখী হয় সে তাই করুক না পিসীমা, তোমার আমার কি।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "তা হলে তুমি মত দিয়েছ?"

অনুপমা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। পিসীমা ভাবিলেন, "তা হলে পরেশের দোষ কি?"

বিবাহের তিন দিন পূর্ব্বে পরেশ কলিকাতা হইতে ফিরিল। সঙ্গে অনেক মোট ঘাট আসিল, আর আসিল বন্ধু শিরীষচন্দ্র!

সার্ব্বভৌম মহাশয় গ্রামে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, ঐ ছোকরাটী ধুতি চাদর পরিধান করিয়া আসিলেও আসলে ও হিন্দু নয়, খিরিষ্টান পাদরী, খিরিষ্টানী মতের বিবাহ দিতে আসিয়াছে। উহার হ্যাট কোট ঐ চামড়ার ব্যাগটার ভিতর লুকান আছে।

এই সংবাদ সার্ব্বভৌম মহাশয় এমনই দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিতে

লাগিলেন যে, কেহই ইহাতে অবিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন দেশের বুকের উপর এই খিরিষ্টানী মতের বিবাহটা সম্পন্ন হইলে যে দেশের দশের মাথা হেঁট হইবে এই আশঙ্কায় সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল, এবং কোনরূপ আইনের সাহায্য লইয়া ইহার প্রতিবিধান করা যায় কি না, সে সম্বন্ধে গুপ্ত পরামর্শ চলিতে লাগিল। হরিধন ঘোষাল সেই দিনই উকীলের পরামর্শ লইবার জন্য যাত্রা করিলেন।

এই গুপ্ত পরামর্শ ঠিক গুপ্তভাবে না থাকিলেও এবং ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ পরেশের কর্ণগোচর হইলেও পরেশ কিন্তু ইহাতে কর্ণপাত করিল না, সে সকল কথা হাসিয়া উড়াইয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া নববধুর জন্য সংগৃহীত বস্ত্রালঙ্কারাদি অনুপমাকে দেখাইতে ব্যস্ত হইল এবং তদ্দর্শনে অনুপমার হাস্য প্রফুল্লমুখের প্রশংসা শুনিয়া বিস্ময়ে এমনই অভিভূত হইয়া পড়িল যে, কোন আইনকানুনের দিকে মনোযোগ দিবার শক্তি তাহার রহিল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

স্বার্থত্যাগ কথাটার ভিতর খুব একটা মহত্ত্ব এবং মনোহারিত্ব থাকিলেও কার্য্যক্ষেত্রে ইহার মধ্যে যে কঠোরতাটুকু আছে, তাহার প্রভাব অতিক্রম করা বড়ই দুরূহ। স্বার্থ লইয়াই জগৎ; এই যে জীবন ইহাও স্বার্থে ভরা। উপনিষদ্ বলেন, পত্নীপ্রেম, পুত্রস্নেহ, স্বজনপ্রীতি, এ সকলের মধ্যেই আত্মপ্রীতিরূপ স্বার্থ নিহিত। পত্নীর প্রীতির জন্য তাহাকে ভালবাসি না, ভালবাসিয়া আত্মার তৃপ্তি হয়, তাই তাহাকে ভালবাসি। পুত্রকে স্নেহ করি আপনার সুখানুভূতির জন্য। সুতরাং স্বার্থটা সংসারের সর্ব্বাঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই স্বার্থকে ত্যাগ করা সহজসাধ্য নহে। যাহাকে ভালবাসি, তাহার সুখের জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া মহত্ত্ব অর্জ্জন করা যায় বটে, কিন্তু সেই মহত্ত্বের অন্তরালে কি গভীর বেদনা হৃদয়ে নিহিত থাকে, অন্তস্তল হইতে অহরহ কি করুণ রোল ধ্বনিত হইয়া উঠে তাহা অন্যে কি বুঝিবে!

অনুপমার অন্তরের বেদনা অপরে না বুঝিলেও সে নিজে ইহার গুরুত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল। একদিন সে ভাবিয়াছিল, স্বামীর সুখের জন্য সব ত্যাগ করা যায়; আজ কিন্তু বুঝিল, সকলই ত্যাগ করা যায় বটে, কিন্তু স্বামীর জন্য স্বামীকে ত্যাগ করা যায় না। সে কি আশাতেই বা এতটা ত্যাগস্বীকার করিল? যাহার জন্য এই কঠোর ত্যাগস্বীকার, সে তো তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চায় না,

সে আপনার আনন্দের উন্মাদনায় আপনি ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাহার এই আনন্দ—এইটুকুই তো তাহার সুখ। কিন্তু এ সুখের মূল্য যে বড় বেশী। মেয়ে মানুষ সব ত্যাগ করিতে পারে, জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারে, কিন্তু স্বামীকে অপরের হাতে তুলিয়া দিতে পারে না।

পরেশ একদিন অনুপমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ের সময় তুমি থাক্‌বে তো?"

অনুপমা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি না থাকলে বরণ করবে কে?"

পরেশ শুনিয়া হাসিয়া উঠিল।

আর একদিন সে ঘরে বসিয়াছিল, এমন সময় পরেশ তাহার বন্ধুকে লইয়া উপস্থিত হইল। অনুপমা ঘোম্‌টা টানিয়া পাশ কাটাইয়া পলাইল। পরেশের ডাকাডাকিতেও সে ফিরিল না। সিঁড়িতে নামিতে নামিতে শুনিতে পাইল, পরেশ তাহার বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "এই লজ্জা আর ঘোম্‌টার বাড়াবাড়ি আমি পছন্দ করি না।"

শুনিয়া অনুপমা থমকিয়া দাঁড়াইল; তাহার ইচ্ছা হইল, সে উঠিয়া গিয়া শুনাইয়া দিয়া আসে,—'এবার তো বেশ একটী নির্লজ্জা ঘোমটা-হীনা পছন্দ করে নিয়েছ? তাকে নিয়ে মজলিসে যাবে।'

যাবে কেন? এখনি তো যাইতেছে। এই যে বাড়ীতে একটী ভদ্রলোক আসিয়াছে, কোনও পুরুষে যাহার সহিত পরিচয় নাই, শৈল স্বচ্ছন্দে তাহার সম্মুখে গিয়া তাহার সহিত হাসি গল্প করিতেছে, নিজের হাতে চা তৈরী করিয়া তাহাকে খাওয়াইতেছে, বই পড়িয়া তাহাকে শুনাইতেছে। এইবার ঠিক মনের মত হইয়াছে; যেমন সাহেব, তেমনি বিবি জুটিয়াছে।

কিন্তু এই দিন কয়টা কাটিলে যে বাঁচা যায়। ভয়টা পতনের

আগেই থাকে, পড়িয়া গেলে তখন হাতই ভাঙ্গুক আর পাই ভাঙ্গুক, ভয়ের উদ্বেগটা আর থাকে না। বিবাহটা একবার হইয়া গেলে বোধ হয় আর এতটা কষ্ট থাকিবে না। কিন্তু ইহার মধ্যে যদি এমন কোন ঘটনা ঘটে, যাহাতে বিবাহটা বন্ধ হইয়া যায়? না না, তেমন কি ঘটনা ঘটিবে। যদিই ঘটে—না, ঘটিয়া কাজ নাই; ওঁর এত আনন্দের উপর 'হরিষে বিষাদ'—হে ভগবান, নির্ব্বিঘ্নে বিবাহটা শেষ করিয়া দাও।

তাহার এই কাতর প্রার্থনাকে যেন সফল করিবার জন্যই সেই দিনটা আসিয়া পড়িল, এবং সকালে রোসন চৌকীর দল আসিয়া দরজা চাপিয়া বসিল; সানাইটা প্রভাত গগন কাঁপাইয়া গান ধরিল,—

"আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখচন্দা।"

তখন অনুপমার মনে হইল, এটা সানায়ের গান নয়, তাহার বুকের মোটা হাড়খানা হইতেই এই বেদনার সুরটা ঝঙ্কৃত হইয়া বাড়ীটা কাঁপাইয়া তুলিয়াছে।

এ সুরটা আর একজনের কর্ণে মিষ্ট লাগিল না; সে রামচরণ। গানটা একবার আবৃত্তি করিয়া পুনরায় তাহার অন্তরাটা ধরিতেই রামচরণ আসিয়া বিরক্তভাবে বলিল, "থাম বাপু থাম, সকালবেলায় কাজের সময় কাণের কাছে পোঁ পোঁ ভাল লাগে না।"

তারাসুন্দরী গাত্রহরিদ্রার সমস্ত আয়োজন করিয়া পরেশকে ডাকিতে পাঠাইলেন। অনুপমা তৈল-হরিদ্রার পাত্র হস্তে লইয়া বেপমান বক্ষে দাঁড়াইয়াছিল, অদূরে কাত্যায়নী কন্যার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। এমন সময়ে পরেশ বন্ধুর হাত ধরিয়া তথায় উপস্থিত হইল। অনুপমা মাথার কাপড়

টানিয়া দিল। তারাসুন্দরী বলিলেন, "নে পরেশ, বোস, আবার বারবেলা পড়বে।"

ঈষৎ হাসিয়া পরেশ বলিল, "না, আর দেরী কি, শুভস্য শীঘ্রং।"

বলিয়া সে শিরীষের হাত ধরিয়া পিঁড়ীর উপর বসাইয়া দিল। সকলেরই মুখ দিয়া একটা বিস্ময়সূচক অস্ফুট শব্দ নির্গত হইল। পরেশ কিন্তু একটুও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না; সে স্থির গম্ভীরভাবে কাত্যায়নীর দিকে চাহিয়া বলিল, "কি করি বলুন, সকলেই পরোপকার করে, কাজেই আমিও একটু পুণ্য সঞ্চয় না করে থাকতে পারলাম না। তবে বিনা আয়াসে পুণ্যটুকু সঞ্চয় হয় নি, দুদিন ঘুরে ছোকরাকে কায়দায় পেয়েছি। তা পাত্রটী হরিচরণের চাইতে বোধ হয় মন্দ হবে না।"

বলিয়া পরেশ একটু হাসিল; কাত্যায়নী শুধু হাসিলেন না; সেই সঙ্গে তাঁহার চোখ দিয়া দুই বিন্দু আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

পরেশ বলিল, "আমি কি আগে জানতাম যে, ছোকরা শৈলকে বিয়ে ক'রবার জন্য হাত ধুয়ে ব'সে আছে।

শৈলের বিয়ে হবে শুনেই ছোকরার হা হুতাশ দেখে কে। এমন বদ্ ছোকরা জানলে আগে কি ওদের বাড়ী নিয়ে যেতাম। তবে যতই খারাপ হোক শৈল এবার শুধরে নিতে পারবে, সে গুণ শৈলর আছে।"

বলিয়া পরেশ সহাস্য কৌতুক দৃষ্টিতে শৈলর মুখের দিকে চাহিল।

শৈলর মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল; সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, ছুটিয়া পলাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু পলাইতে পারিল না, পরেশ ছুটিয়া গিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিল, এবং তাহাকে টানিয়া আনিয়া শিরীষের পাশে বসাইয়া দিল। তারপর অনুপমার

চাহিয়া ব্যাগ্র উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "দাওনা গো, ওদের হলুদ মাখিয়ে। ভয় নাই, ওরা বিলাত-ফেরত নয়, ছুঁলে জাত যাবে না।"

বলিয়া পরেশ হাসিয়া উঠিল। অনুপমা থপ করিয়া বসিয়া পড়িল, এবং খানিকটা হলুদ লইয়া পরেশের পায়ে মাখাইয়া দিয়া ঢিপ করিয়া একটা গড় করিল। পরেশের সঙ্গে সকলেই হাসিয়া উঠিল।

রামচরণ এতক্ষণ উঠানে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; সে ছুটিয়া বাহিরে গিয়া সানাইদারকে বলিল, "বাজা বাজা, খুব জোরে বাজা।"

সানাই উচ্চতানে গাহিয়া উঠিল—

"আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশ দিশি ভেল নিরনন্দা।"

সম্পূর্ণ।